ফিরে দেখা ৫০
শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।
তিনের পাতায়

৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ৮ আষাঢ় – ১৪ আষাঢ়, ১৪২৯ ঃ ২৪ জুন – ৩০ জুন, ২০২৩
Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 36, 24 June - 30 June, 2023
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে হিংসা বিধ্বস্ত ভাঙড়ে

গেলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বললেন সংবিধান ও আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলকাতা হাইকোর্টও ভাঙড়ের হিংসা নিয়ে রিপোর্ট চাইল রাজ্যের কাছে।

রবিবার : করমন্ডল দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে শুধুমাত্র যন্ত্রের

উপর ভরসা না করে বিশেষ পরিস্থিতিতে স্টেশন মাস্টারদের দাঁড়িয়ে পয়েন্টের নজরদারি করতে বলল রেল কর্তৃপক্ষ।

সোমবার : জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় রাজ্যের উপ

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার জন্য বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। শর্ত ছিল নব নির্মিত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির ছবি ও জিও ট্যাগিং পোর্টালে আপলোড করতে হবে। সময়মতো তা না করায় আটকে যেতে পারে বরাদ্দ।

মঙ্গলবার : স্কুলশিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তোলপাড় রাজ্য।

এবার মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগেও অনিয়মের ছায়া। নথি যাচাইয়ের কাজ করছে আদালত নিযুক্ত কমিটি।

বুধবার : নির্ধারিত সূচি অনুসারে রাজভবনে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ

প্রতিষ্ঠা দিবস। পাঠ করা হল রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছাবাণী। তুলে ধরা হল পশ্চিমবঙ্গের নানা অবদানের কথা। ছিল ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় গ্রুপের নাচ ও দোহার ব্যান্ডের গান।

বৃহস্পতিবার : ২২ কোম্পানি নয়, ২০১৩ সালের উদাহরণ দিয়ে

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৮০০ কোম্পানির বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

শুক্রবার : মনিপুরের অশান্তি থামছেই না। সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার

কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেনাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় কুকি জঙ্গিরা। জখম দুই জওয়ান। পশ্চিম ইম্ফলে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের জেরে আহত শিশু সহ কয়েকজন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নির্বাচনেও সিবিআই!
চ্যালেঞ্জের মুখে প্রশাসন

শক্তি ধর

যে কাজ এতদিন বাংলার তাবড় রাজনীতিক, আইএএস, আইপিএস, ডব্লুবিসিএস অফিসাররা পারেননি সেই কাজ স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর করে দেখালেন উলুবেড়িয়া–১ এর বিডিও। নির্বাচনেও ডেকে নিয়ে এলেন সিবিআই। একেই বলে শাবাশ বাঙালি। উল্লেখ্য, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই ব্লকের দুই বাম প্রার্থীর মনোনয়ন বিকৃত করার গুরুতর অভিযোগের তদন্তভার সিবিআই–এর হাতে তুলে দিয়েছে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট। বাংলা নির্বাচনী সন্ত্রাস কম দেখেনি। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে রাজ্যে চারবার সরকার বদল হয়েছে। বারবার নির্বাচনী জোট পাল্টেছে, তিন তিনবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে। কিন্তু এত টালবাহানার মধ্যেও সিবিআই আনতে পারেনি বাঙালি। ১৯৭২ সালের নির্বাচন তো রিগিং–এর জন্য কুখ্যাত হয়ে আছে নির্বাচনী ইতিহাসে। রিগিং যে হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফলে। ২৮০টি আসনের মধ্যে সেবার কংগ্রেস একাই পেয়েছিল ২১৬টি। গোষ্ঠীদ্বন্দে বিদীর্ণ কংগ্রেস ও তীব্র বিরোধী বামেরা মুখোমুখি হয়েছিল লড়াইতে। ভোট হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসনে। তবু সেদিনকার আমলারা সিবিআইকে আনতে পারেননি। এরপর বামেদের ৩৪ বছরে বহুবার কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। প্রমানও হয়েছে অনেকবার। কিন্তু কেউ উলুবেড়িয়া ১এর বিডিও হতে পারেননি। তৃণমূলের আমলেও গত ১২ বছরে বেশ কয়েকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারচুপির অভিযোগও উঠেছে অনেকবার। কিন্তু আমলারা সিবিআই বা অন্য কোনো তদন্ত ডেকে আনেননি নির্বাচনী কারচুপির তদন্তে। বাঙালির এখন তদন্ত ভাগ্য তুঙ্গে চলছে। সিবিআই, ইডি, এনআইএ, নানা কমিশন, কেন্দ্রীয় দল বাঙালির সমাজ জীবনে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে। এর আগে ভোট পরবর্তী হিংসায় কেন্দ্রীয় তদন্ত দেখেছি। কিন্তু নির্বাচনের মনোনয়নে সিবিআই বাঙালির অনৈতিকতার মুকুটে আর একটি নতুন পালক যোগ করল।

সম্প্রতি বিদেশে থাকাকালীন মনোনয়ন জমা দেওয়ার আরও একটি নজির উঠে এসেছে। সেটাও নাকি আদালতের দরজায় কড়া নাড়তে চলেছে। সেখানে নাকি মনোনয়ন পত্রের সই জাল হয়েছে। এটাও হয়ত তদন্তের জালে আটকাতে চলেছে। নির্বাচন কমিশনের মতিগতিও ভালো ঠেকছে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

জমজমাট ভোটের ময়দান
আলিপুর–ডায়মন্ড হারবার

কুনাল মালিক

২০১৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন কার্যত হয়নি আলিপুর ও ডায়মন্ড হারবার মহকুমায়। দেওয়াল লিখন, ভোটপ্রচার কিছুই চোখে পড়েনি। সন্ত্রাসের ফলে মনোনয়নই জমা করতে পারেনি বিরোধী দলগুলি। প্রসঙ্গত আলিপুর সাব ডিভিশনের ৫টি এবং ডায়মণ্ড হারবার সাব ডিভিশনের ৩টি ব্লক নিয়ে যে ক্ষেত্রটি রয়েছে– এটিকে অনেকেই অভিষেক গড় বলেই জানেন। এবার কিন্তু অভিষেক গড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত হচ্ছেই। তবে সব ব্লকেই কি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত হচ্ছে? না সেটা হচ্ছে না। তবে ময়দান ফাঁকাও নেই। যেমন ফলতা এবং বজবজ–১ ব্লকে গ্রাম ও সমিতিতে বিরোধীরা দাঁত ফোঁটাতেও পারেনি। বিজেপি নেত্রী সবিতা চৌধুরী অভিযোগ করেছেন শাসক দলের মস্তান বাহিনী যেভাবে রাস্তা আগলে বসেছিল এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল সেই কারণে আমরা কোনো নমিনেশন দিতে পারিনি। তবে ফলতা ব্লকে তিনটি জেলা পরিষদেই বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে। তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর খান এখানে জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়েছেন। অন্য দিকে বজবজ–২ নম্বর ব্লকের কাশিপুর আলমপুর এবং ডি রায়পুর অঞ্চলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়লাভ করছে তৃণমূল। অন্য অঞ্চলগুলিতে কোথাও দ্বিমুখী কোথাও ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। সিপিএম–বিজেপি–কংগ্রেস শাসকের বিরুদ্ধে লড়ছে। বিষ্ণুপুর–১ নম্বর ব্লকের কুলেরদাঁড়ি ও পানকুয়া অঞ্চল দুটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছে তৃণমূল। অন্যান্য অঞ্চল, সমিতি ও জেলাপরিষদে বিরোধী প্রার্থীরা লড়াইয়ের ময়দানে থাকছে। বিষ্ণুপুর–২এ সব কটি স্তরে লড়াইয়ের ময়দানে শাসক ও বিরোধী শিবির প্রচারে সামিল হচ্ছে। ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা, ডায়মন্ড হারবার ১ ও ২ ব্লকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেশ কিছু আসন পেয়ে গেছে শাসকদল। বিরোধীরা যে কটি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তবে বেশ কিছু আসনে তৃণমূলের গোঁজ প্রার্থীও আছে। যা নিয়ে তৃণমূল অস্বস্তিতে রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় চোখে পড়ছে শাসক ও বিরোধী পক্ষের প্রচার ও দেওয়াল লিখন।

তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী বলেন, ৩৬৫টি দিন তৃণমূল মানুষের পাশে থাকে, তাই মানুষও তৃণমূলের পাশে আছে। বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হলে আমরাই জিতব।

এত উন্নয়ন, এত পরিষেবা
তাহলে অবাধে ভোট করতে এত অনীহা কেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। এবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই শাসক দলের সেকেন্ড ইন চিফ অভিষেক ব্যানার্জী বলেছিলন ২০১৮ সালের পুনরাবৃত্তি হবে না। শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। এমনকি এও বলেছিলেন, বিরোধীরা মনোনয়ন দিতে না পারলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমি মনোনয়নের ব্যবস্থা করব। ভোটের আগে নবজোয়ার করে বলেছিলেন গণভোটের মাধ্যমে প্রার্থী ঠিক হবে। উন্নয়ন এবং পরিষেবা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কতবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এত উন্নয়ন নাকি আর কোথাও হয়নি। হালের পথশ্রী থেকে স্বাস্থ্যসাথী, সবুজসাথী, যুবশ্রী কত কি পরিষেবা দিয়েছেন। সকলেরই প্রশ্ন এত উন্নয়ন এত পরিষেবা তাহলে শাসক দল অবাধভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট করতে ভয় পাচ্ছে কেন? মনোনয়ন পর্ব থেকেই শুরু হয়েছে একই কালচার। কোথাও বিরোধীদের মনোনয়ন করতে না দেওয়া, কোথাও প্রাণনাশের হুমকি, কোথাও সাদা থান পাঠিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারের হুমকি তো আছেই। আবার তৃণমূলের অন্দরে নবজোয়ার যে আদৌ ছাপ ফেলেনি তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। নির্দল প্রার্থীদের হয়ে শাসক দলের বিধায়করা মাঠে নেমেছেন। বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী তো বিস্ফোরক মন্তব্য করে বলেছেন, তৃণমূলের টিকিট টাকার অঙ্কে বিক্রি হয়েছে।

ভোটের দিন কি হয় সেটাই দেখার। তৃণমূল ভার্সেস তৃণমূল লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিরোধী কংগ্রেসের প্রার্থীদের সিম্বল জমা করতেও শাসক দল বাধা দেয়। তবে কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরীও বাপের বেটা। ময়দান ছেড়ে পালাননি। নির্বাচন কমিশন প্রতিদিন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোটে ধাক্কা খাচ্ছে। ২২ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে কোর্টের চাপে ৮২২ করেছে। আবারও বিষয়টি নিয়ে কোর্টে যাচ্ছে বিরোধীরা। বেশি বাহিনী হলে তো ভোটটা শান্তিতে হয়। এতে রাজ্য সরকার বা কমিশনের এত ভয় কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ত্রিপুরাতে তো বিরোধীরা মনোনয়ন দিতেই পারে না এখানে তো দু একটি ঘটনা ছাড়া বিরোধীরা শান্তিপূর্ণ ভাবে মনোনয়ন দিয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে সত্যই কি সব শান্তিতে হচ্ছে কিংবা আগামী দিনে হবে?

বঙ্গে উধাও বর্ষা, তাপপ্রবাহই ভবিষ্যৎ

ওঙ্কার মিত্র

আর কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় নয়। এবারে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে বর্ষামুখর সোনার বাংলা তাপপ্রবাহের কবলে। কারণ আবহাওয়া দপ্তর নিজেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছিল উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ এলাকায়। সেই মত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে পাঁচ সদস্যের দল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এরপর অন্য রাজ্যেও আসবে এই দল। এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষা বলছে উষ্ণায়নের ফলে হিন্দুকুশ হিমালয়ের বরফ গলে যেতে পারে এবং নদীগুলির জলে টান পড়বে অদূর ভবিষ্যতে। এসব হল ঠান্ডা ঘরে বসা আমলা বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ। এ ভাষণ দীর্ঘ বছর ধরে ভারতের জনগন শুনে আসছে। কি করলে অবস্থা পাল্টাবে তার হদিশ এই সব জ্ঞানীরা দিতে পারেন না।

আসলে এসব বিলম্বে সরকারি বোধোদয় ও হাহুতাশ। এর দ্বারা কিছুই হবে না। আর হবে না বলেই আষাঢ় মাসে বাংলায় চলছে গরমের দাপট।

বাংলা জুড়ে এখন এই আবহাওয়াই চলছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন বর্ষা এসে গিয়েছে, কিন্তু সে কথা মিলছে না। ভাদ্র মাসের মত প্যাচপাচে অস্বস্তি। আকাশে শরতের মেঘ। কোথাও কোথাও বৃষ্টি, যাকে পরিভাষায় বলে লোকাল রেইন। আলিপুর বার্তার এক আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক বন্ধু সদ্য প্রয়াত দুর্গাদাস সরকার তাঁর একটি প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'শ্রাবণে শিউলি'। বছর ৩০ আগে লেখা সেই প্রবন্ধের সঙ্গে আজকের আবহাওয়ার মিল দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। কত বছর ধরে অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ও দুর্গাদাসের মত তাঁর ছাত্ররা আলিপুর বার্তায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন, থর মরুভূমিতে চাষআবাদের সরকারি প্রকল্প রচনা ভুল হচ্ছে, এতে মৌসুমী দুর্বল হবে, বর্ষার গতিপথ পাল্টে যাবে। কিন্তু কেউ শোনেনি ওদের কথা। আজ বিশ্ব উষ্ণায়ন, এল নিনোর মত নানা অজুহাতে সেই একই কথা বলছেন আবহাওয়াবিদরা। যদিও আজ আর ফেরার পথ নেই, প্রকৃতির উপর খোদকারী করতে গিয়ে বর্ষার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। গত সংখ্যায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে সেই কথাই বলতে চেয়েছি আমরা। এবারেও তাঁরই অন্য একটা প্রবন্ধের কিছুটা অংশ তুলে ধরবো আপনাদের সামনে এটা বোঝাতে যে, ক্ষমতার ইগো মানব সভ্যতার জন্য কতটা ভয়ংকর।

এরপর পাঁচের পাতায়

জল যন্ত্রণার সমাধান চেয়ে অবরোধ
ভোট বয়কটের ডাক

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে জল যন্ত্রণার ক্ষোভ আছড়ে পড়ল উত্তর চব্বিশ পরগণার মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪ নম্বর সংসদের অন্তর্গত ওয়্যারলেস গেট এলাকায় গত সোমবার সকাল থেকে হওয়া বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। সেই জমা জলের ভোগান্তি নিরসনে বারাকপুর–বারাসত রোড রাতে অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, বারাকপুর কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সম্প্রসারণের কাজ চলার ফলে অল্প বৃষ্টিতেই তাদের এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ কয়েকদিন ধরেই সেই জল জমে থাকে। জল শুকোনোর সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

রাতেই এই অবরোধের ঘটনার খবর পেয়ে টিটাগড় থানা ও মোহনপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান বারাকপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের পুলিশকর্মীরাও। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা

সমাধানের আশ্বাস দিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর অবরোধ ওঠে। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান নির্মল কর। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। অবরোধকারিরা বলেন, তারা গরমকালে পানীয় জল এবং বর্ষাকালে জমে থাকা জলের জন্য সমস্যায় পড়েন। দিনের পর দিন রাস্তায় এভাবে জমে নোংরা জল পাড়িয়ে পাড়িয়ে যাতায়াত করতে হয় আমাদের। অথচ এ ব্যাপারে কারও কোনও হেলদোল নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

বঙ্গ রাজনীতির আকাশে বিষবাষ্প, সঙ্কটে বঙ্গবাসী

দেবাশিস রায়

আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে রাজ্যের আকাশবাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে রাজনীতির বিষবাষ্প। খুন, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, গুলিবর্ষণ, বোমাবাজি, মারধর, হুমকি, লুটপাট বাদ নেই কোনও কিছুই। পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘটিত হওয়ার আগেই যদি চারিদিকে এমন ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তাহলে আগামি ৮ জুলাই ভোটগ্রহণের দিন রাজ্যব্যাপী পরিবেশটা কেমন থাকতে পারে তা ভেবেই ভিতরে ভিতরে আঁতকে উঠছেন সাধারণ মানুষজন। এরাজ্যের নির্লজ্জ ভোটসন্ত্রাস ট্র্যাডিশন অনুযায়ী সেদিন সশস্ত্র বাহুবলীদের দাপাদাপি সহ রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসের পাশাপাশি, বুথদখল, ছাপ্পাবাজি, ব্যালটবক্স লুটপাটের সম্ভাব্য দৃশ্যগুলিই যেন এই মুহূর্তে ভুক্তভোগীদের চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসতে শুরু করেছে। এককথায়, সামনের দিনগুলিতে ছাপোষা বঙ্গবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাপন ঘোরতর সংকটে বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। এক বিরাট অংশের মানুষ যখন অত্যাধুনিক ডিজিট্যাল প্রযুক্তির যুগে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্টকে সঙ্গী করে একবিংশ শতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিকল্পনায় বিভোর ঠিক তখনই উল্টোদিকে মনুষ্যরূপী কিছু শয়তান নারকীয় হিংসার আশ্রয় নিয়ে ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতে উঠেছে। মনুষ্যসমাজের বুকে এই সর্বনেশে খেলায় ধারাবাহিকভাবে মদত দিয়ে চলেছে ঘৃণ্য রাজনীতির কারবারীরা। সেই ভয়ংকর রাজনীতির কবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছে না আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই বাংলাও। একদা রাজ্যবাসীর কাছে কংগ্রেসের

শাসনকালে সন্ত্রস্ত নকশাল পিরিয়ডের কথা অজানা ছিল না। পরবর্তীতে বামফ্রন্ট রাজত্বে একাধিক রক্তক্ষয়ী মর্মান্তিক ঘটনা, সন্ত্রাসের কথা বিভিন্ন মাধ্যমে উঠে এসেছিল। আর এখন তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালেও বঙ্গবাসী সেই সন্ত্রাসের ছবিটাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই যে সন্ত্রাসের ছবিটা রাজ্যবাসী দেখে চলেছে, তা শুধুমাত্র ঘৃণ্য রাজনীতির কারণেই। এই ঘৃণ্য রাজনীতির কারণেই একাধিক ক্ষেত্রে পুলিশ থেকে প্রশাসন কানে তুলো গুঁজে আর চোখে ঠুলি বেঁধে থাকতে বাধ্য হয়। উদ্ভুত 'রাজনৈতিক ট্র্যাডিশন' অনুযায়ী শাসক দলের ডাকাবুকো দাপুটে নেতাদের বিরুদ্ধে গিয়ে জনস্বার্থে কোনও 'কঠিন' সিদ্ধান্ত নেওয়া যে প্রশাসনের যেমন তেমন কম্ম নয় তা রাজ্যবাসীর বুঝতে কোনও সমস্যাই হয় না। এদিকে সেই সুযোগটাকে অবৈধভাবে কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠেন শাসকদলের ওই প্রভাবশালী নেতা–কর্মীরা। এভাবেই তাঁরা একসময় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতা দখল করে কার্যত একটা সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় চারিদিকে ছড়ি ঘোরাতে থাকেন। ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ এই নেতা–কর্মীদের ঔদ্ধত্যের কারণেই বিভিন্ন সময় এলাকার শান্তিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি ঘটে এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, চোপড়া থেকে ভাঙড় সর্বত্রই ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার সাধারণ মানুষ। এবারও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি একাধিক হিংসাত্মক ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত অসংখ্য মানুষ। সেইসঙ্গে বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট অগ্নিসংযোগের ঘটনা তো আছেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের দাপাদাপিতে এভাবেই রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই অশান্ত হয়ে ওঠে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে হিংসাত্মক ঘটনায় চোপড়া, ভাঙড়, মুর্শিদাবাদ, মালদায় অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে। এতকিছু হিংসাশ্রয়ী ঘটনার পরেও অবশ্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপর্বকে শান্তিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

ত্রাতার ভূমিকায় ভারতীয় জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার ত্রাতার ভূমিকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কিংবা দুর্ঘটনা পরিস্থিতি সামাল দিতে বারে বারে দেখা যায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনা জওয়ানদের। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না, প্রসঙ্গত সম্প্রতি সিকিমে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে প্রচুর পর্যটক আটকে পড়েন। আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারে নেমে পড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী। শনিবার পর্যটকদের উদ্ধার করেন তারা। রবিবারও প্রচুর পর্যটককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একের পর এক পর্যটকদের উদ্ধার করেছেন তারা। অস্থায়ী সেতু বানিয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। প্রসঙ্গত খাবারদাবার থেকে ওষুধ পত্র সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন তারা। উল্লেখ্য সূত্রে জানা গেছে উদ্ধার কার্য চলাকালীন এক পর্যটক অসুস্থ হয়ে পড়েন দ্রুত থাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনা জওয়ানরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গেছে।

ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়লো গাছ, ব্যাহত যানবাহন চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি : খড়িবাড়িতে ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়ে গাছ। বন্ধ থাকে যানবাহন চলাচল। চাপা পড়েছে ৫টি দোকান। সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ির অধিকারী মোড়ে ঘটনা। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ঝড়ের কারণে বহু পুরনো একটি ৩০ বছরের বট গাছ ভেঙে পড়ে। গাছ ভেঙে পড়ার কারণে চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। ভাঙা গাছের নিচে চাপা পড়েছে ৫টি দোকান। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি ট্রাফিক ও খরিবাড়ি থানার পুলিশ। টুকরিয়াঝাড় বনদপ্তর ঘটনাস্থলে পৌঁছে, গাছ কাটার কাজ শুরু করে। চার ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে আবারো দুর্ঘটনা। সূত্রে খবর দুর্ঘটনাটি ঘটে ফুলবাড়ির জিয়াগঞ্জ এলাকায়। উল্লেখ্য রবিবার ভোররাতে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে, আহত হন দুজন চালক। দুমড়ে মুচরে যায় গাড়ি, তার মধ্যে আটকে পড়েন এক চালক।

এই দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ, এছাড়া ফুলবাড়ি ট্রাফিক আউটপোস্টের পুলিশ কর্মীরা।

গাড়ির ভিতর আটকে থাকা চালককে অনেকক্ষন চেষ্টা করবার পর উদ্ধার করা হয়, নিয়ে যাওয়া হয় ফুলবাড়ীর একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। সেখান থেকে আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আহত দুজন ট্রাক চালকের নাম সুনীল সাহা ও বিনোদ সিং। সুনীলের বাড়ি মালদার গাজলে বলে জানা গেছে,বয়স ৫০ বছর। জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দা।

তবে স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ফুলবাড়ী থেকে জটিয়াকালি পর্যন্ত একমুখী রাস্তা, যার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।

শিলিগুড়ি কালিম্পং জাতীয় সড়ক দশে ভূমিধস

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি কালিম্পং জাতীয় সড়ক দশের বিড়িক দারায় ভূমিধস, ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তা, যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। সিকিম গামী যানবাহন ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকে। পর্যটকদের ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হয়। সূত্রে খবর মিলেছে শনিবার দুপুর পর্যন্ত যানবাহন রাস্তায় ব্যাহত ছিল। প্রসঙ্গত শিলিগুড়ি যাওয়ার গাড়ি গুলো লাভা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আটকে পড়া পর্যটকরা পড়েছেন অসুবিধায়।

প্রসঙ্গত, এবারে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে দার্জিলিং ও কালিম্পং এলাকায়। কালিম্পং–এ ৬৬ মিলিমিটারের কাছাকাছি বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে দার্জিলিংয়ে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫০ মিলিমিটারের উপরে। অতি ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সিকিমে একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। শুক্রবার আটকে পড়েছিলেন অন্তত দুই হাজার পর্যটক। রাস্তা মেরামতি করার পাশাপাশি পর্যটকদের উদ্ধার করতে নেমেছে সিকিম প্রশাসন। শনিবার বেলা বারোটা পর্যন্ত অন্তত ৩০০ জন পর্যটককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে সূত্রে খবর মিলেছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ জুন – ৩০ জুন, ২০২৩

মেষ রাশি : অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুন শয্যাশায়ী হতে পারেন। ব্যবসায় সাফল্য। সম্পত্তি নিয়ে বিপত্তি।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : সঞ্চয়ে বাধা। সন্তানের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। বিবাহের ক্ষেত্রে বাধা। প্রেম প্রণয়ে শুভ ফল লাভে বিলম্ব।

প্রতিকার : ৩৩ বার ওং মহালক্ষ্মী নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুণ শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। বিনোদন জগতে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। হজমশক্তির সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম জপ করুন।

কর্কট রাশি : পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা। নামী কোম্পানীতে কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। তবে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হলেও তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং সৌমায় নমঃ জপ করুন।'

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আইন আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। প্রিয়জনের বিবাহ নিয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৯ বার 'ওঁ ভাস্করায় নমঃ' জপ করুন।

কন্যা রাশি : কর্মক্ষেত্রে উদাসীনতার দরুণ বিপত্তি হতে পারে। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। শিল্পীসত্বার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধির সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্যে বিলম্ব। অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মামলা–মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ বুরীয় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : সব বাধা কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে তুলনামূলক অনুকূল পরিস্থিতি। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কর্মে পদোন্নতির সঙ্গে আর্থিক উন্নতির সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির মন্ত্র পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। পাড়া–প্রতিবেশীর ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। যে কোনো কাজকর্মে অমনোযোগীতার দরুণ ক্ষতির কারণ হতে পারে। সম্পত্তি বা জমি ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। পারিবারিক শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ২৭ বার 'ওঁ ভৌময় নম' পাঠ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি সম্পত্তি নিয়ে। এমনকি আইন আদালত পর্যন্ত যেতে পারে মামলার বিষয় নিয়ে। সন্তানের পড়াশোনায় অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ফাটকা, শেয়ার বা লটারিতে আর্থিক বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ ব্রিং বৃহস্পতেয় নম' জপ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। চাকরি হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। ভ্রমণে শুভ ফল লাভ। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : শনিবার শনি গ্রহের যজ্ঞ করুন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। অর্জিত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। কর্মে সংস্থাগত পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। সমাজসেবা ও পরোপকারের জন্য উদ্যোগী হওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : ২১ বার 'ওঁ হনুমতে নম' পাঠ করুন।

মীন রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সুখের হানি। স্বাস্থ্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়। ব্যবসায় সাফল্য। পারিবারিক সমস্যার সমাধান। বন্ধু কর্তৃক উপকৃত হবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। কোনো ধাতু বা শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

কাজের খবর

ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিতে ৫০ ডেপুটি ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ডেপুটি ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) পদে ৫০ জন লোক নিচ্ছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সিরা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা ও গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫০ টি (জেনাঃ ৩৩, ও বি সি ১১, তঃ জাঃ ৪, তঃ উঃ জাঃ ১, ই ডব্লু এস ১)। শুরুতে ১ বছরের প্রবেশন। চাকরি হবে ভরতের যে কোনো জায়গায়।

প্রার্থী বাছাই হবে ২০২২ সালের ইউ পি এস সি'র ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (ই এস) (সিভিল) পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটে : www.nhai.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র আর 'গেট' এর স্কোর কার্ড স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

সরকার স্বীকৃত প্যারামেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি ও কিংস্টন এডুকেশন ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে নতুন সেশনে প্যারামেডিক্যালের এইসব ডিপ্লোমা কোর্স ভরতি শুরু হয়েছে

(১) ডিপ্লোমা ইন স্পেশাল জেরনটোলজি, (২) ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি, (৩) ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজি (৪) ডিপ্লোমা ইন ডায়ালিসিস টেকনোলজি, (৫) ডিপ্লোমা ইন ডেটাল টেকনিক অ্যান্ড ওরাল হাইজিন, (৬) ডিপ্লোমা ইন ফিজিসিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড এসেন্সিয়াল ড্রাগ (৭) ডিপ্লোমা ইন পোস্ট অপারেটিং কেয়ার, (৮) ডিপ্লোমা ইন অপ্টোমেট্রি, (৯) ডিপ্লোমা ইন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমাজিং টেকনোলজি, (১০) ডিপ্লোমা ই.সি.জি টেকনিশিয়ান। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ ২ বছর ও যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। এছাড়াও এখানে ৬ মাসের সার্টিফিকেট ইন স্যানিটরি ইন্সপেকশন পড়নো হয়। প্রতিটি কোর্সেই প্র্যাকটিক্যাল করানো হয় এখানকার নিজস্ব হসপিটালে। শিক্ষান্তে বিভিন্ন নামীদামী হসপিটালে কাজের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'কিংস্টন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট' থেকে পাশ করে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই বিভিন্ন নামী–দামী হসপিটাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। ভরতির জন্য যোগাযোগ– মেইন ক্যাম্পাস। বারাসত, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনির্ভাসিটির পাশে, কলকাতা – ৭০০ ১২৬। সহায়ক ক্যাম্পাস মধ্যমগ্রাম, যশোর রোড, কলকাতা– ৭০০১২৯।

ডিপ্লোমা কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যাজিক্যাল স্টুডিও অ্যানিমেশন হাব'এ নতুন সেশনে এই ৩টি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। (১) ডিপ্লোমা ইন ২ডি অ্যানিমেশন, (২) ডিপ্লোমা ইন ৩টি অ্যানিমেশন, (৩) ডিপ্লোমা ইন মাল্টিমিডিয়া। অ্যানিমেশন মানেই অনেক খরচ। কিন্তু ম্যাজিক্যাল স্টুডিও দিচ্ছে সব থেকে কম খরচে অ্যানিমেশন শেখার সুযোগ ও নিশ্চিত চাকরির সুবিধা আছে। এছাড়াও বেস্ট অ্যানিমেশন কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ থাকছে। বিস্তারিত যোগাযোগ : Webel IT Park, Module –101, Kalyani, Nadia (Near Budha Park).

প্রতিরক্ষা সংস্থায় ২০০ অ্যাটেন্ড্যান্ট ও অপারেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন খামারিয়া অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রাজেন্দ্র কুমার কুমহার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, খামারিয়া অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজের জন্য 'অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর কেমিক্যাল প্লান্ট' ট্রেডে ডি বি ডব্লু (ডেঞ্জার বিল্ডিং ওয়ার্কার) টেনারে ২০০ জন লোক নেওয়া হচ্ছে।

এন সি ভি টি'র অনুমোদিত যে কোনো অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর কেমিক্যাল প্ল্যান্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স হতে হবে ৩০–৬–২০২৩'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও বি সিরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। বেসিক পে ১৯,০০০ টাকা।

শূন্যপদ : ২০০টি (জেনাঃ ৮০, ও বি সি ৩০, তঃউঃজাঃ ৪০, ইডব্লুএস ২০ প্রাঃসঃকঃ ২০)। ১ বছরের চুক্তিতে নেওয়া হবে। তবে তার মেয়াদ আরো ৪ বছর বাড়তে পারে।

প্রার্থী বাছাই হবে ট্রেড সার্টিফিকেটে পাওয়া নম্বর আর ট্রেড টেস্ট বা প্র্যাক্টিক্যাল টেস্টে পাওয়া নম্বর দেখে। এরপর মেধা তালিকা তৈরি হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি : No 2380/E/Hire/E/GPI.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এই ওয়েবসাইট থেকে : https://munitionsindia/co.in অনলাইনে দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার এই দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে। দরখাস্ত–এর খামের ওপর লিখবেন : Application for the post of Tenura Board DBW/Personnel of Contract Baiss আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে খোঁজ করুন।

স্যানিটরি ইন্সপেক্টর ডিপ্লোমা কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর হেলথ ট্রেনিংয়ের অধ্যক্ষ রামনারায়ণ মণ্ডল জানান, চলতি সেশনে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত স্যানিটরি ইন্সপেক্টরের অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা কোর্সে ভরতি নেওয়া হচ্ছে। যেকোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে বেসিক ট্রেনিং থাকলে ভর্তির আবেদন করতে পারেন। ১ বছরের কোর্স। এছাড়াও এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার নানা স্বল্পমেয়াদী কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক। বয়সের কোনও কড়াকড়ি নেই। ১ বছরের স্যানিটরি ইন্সপেক্টর কোর্স পাশ করার পর রেল, পুরসভা, পোর্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া যায়। মাধ্যমিক যোগ্যতায় ডিএমএলটি কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। এই কোর্স পাশ করার পর সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে চাকরি হয়। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায় : আইআইএইচটি, ২২৬ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বউবাজার, কলকাতা ১২।

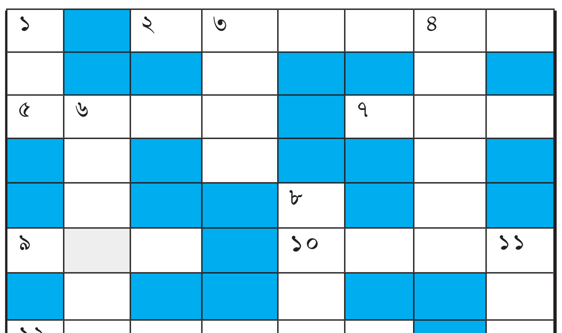

শুভজ্যোতি রায়

শব্দবার্তা ২৫২

পাশাপাশি

২। যা আপনার হাতেই আছে ৫। বন্ধুবান্ধব সহ ৭। হুঁশ, খেয়াল ৯। ঝগড়ুটে স্ত্রী লোক ১০। হট্টগোল, গোলমাল ১২। অসার্থকতা।

উপর–নীচ

১। গ্রন্থের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ ৩। লিখিত ৪। পুরোহিত ৬। বাজার থেকে পণ্য ক্রয়ের ব্যয় ৮। সত্য ১১। লক্ষ্মীদেবী, কমলা।

সমাধান : ২৫১

পাশাপাশি : ১। অভিশাপ ৪। দলমাদল ৫। দমকল ৭। জটিলতা ৯। চরণদাস ১০। ভাঙচুর।

উপর–নীচ : ১। অনুচ্ছেদ ২। পদতল ৩। রদবদল ৬। মহাভারত ৭। জনসভা ৮। তারপর।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

টনসিলাইটিস

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

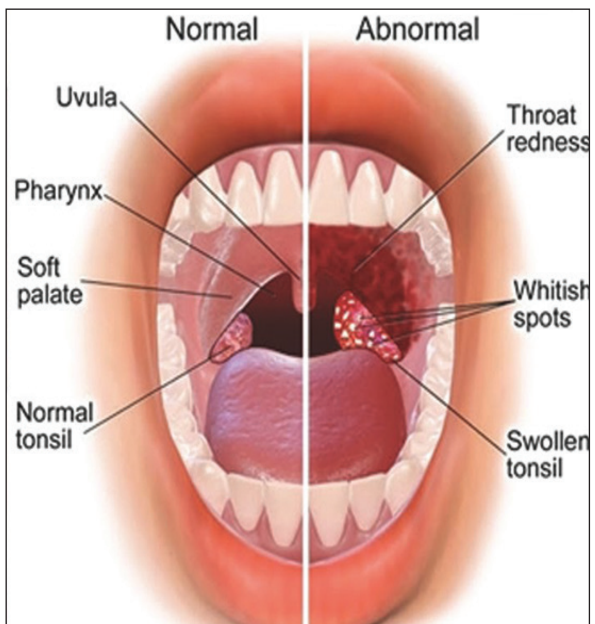

ছোটবেলায় টনসিলের সমস্যায় ভোগেননি এমন লোকের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে প্রধানত ছোটবেলায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকলেও টনসিলাইটিস পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। টনসিল আমাদের মুখগহ্বরের ভেতরে গলার পাশে লিম্ফয়েড টিসু দ্বারা তৈরি দুটি গ্ল্যান্ড।

এই গ্ল্যান্ডটি আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেমের বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি অংশ। একে আমাদের শরীরের ফার্স লাইন অফ ডিফেন্সও বলা হয়ে থাকে। টনসিল ছাড়াও আরো কয়েকটি ছোট ছোট গ্ল্যান্ড আমাদের গলার পিছনের দিকে থাকে। এদের অ্যাডেনয়েড গ্ল্যান্ড বলা হয়ে থাকে। বাইরে থেকে জীবাণু বা কোন এলার্জেন মুখের ভেতর প্রবেশ করলেই টনসিল গ্ল্যান্ড এন্টিবডি তৈরি করে প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। সাধারণত আয়নার সামনে বড় করে হ্যাঁ করলে জিহ্বার শেষে মুখ গহ্বরের দুই পাশে সহজেই টনসিল গ্ল্যান্ডকে দেখা যায়। এই টনসিল গ্ল্যান্ডের যখন প্রদাহ হয় তখন তাকে টনসিলাইটিস বলা হয়ে থাকে।

সাধারণত ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে টনসিলের প্রদাহ বা টনসিলাইটিস হয়ে থাকে। ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া কে সংক্রমণের প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

টনসিলাইটিস এর চিকিৎসায় প্রথমেই জ্বর এবং ব্যথা কমানোর জন্য সবচেয়ে ভালো প্যারাসিটামল এছাড়া ঈসৎ উষ্ণ জল দিয়ে গার্গেল করলে ভালো লাগে। তরল ও উষ্ণ খাওয়ার খেলে ভালো হয়। ওরাল হাইজিন এর কথা খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের মুখের ভেতর দাঁতের ফাঁকে জীবাণু বাসা বেঁধে থাকে তাই হালকা গরম জলে কুলকুচি করে মুখের ভেতরটা পরিষ্কার রাখতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক নিতে হবে। সাধারণত ৪/৫ দিনের মধ্যেই টনসিলাইটিস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। ংআজকাল আর আগের মতো টনসিল অপারেশনের প্রয়োজন হয় না।

যেসব ক্ষেত্রে একিউট টনসিলাইটিসের অ্যাটাক বছরে বারবার হয়ে চলেছে অথবা টনসিলের পাশে পুঁজ জমা হয়েছে, কিংবা টনসিলের আকার এত বড় হয়ে গেছে যে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বা ঘুমের মধ্যে শ্বাসের কষ্ট অনুভূত হচ্ছে সেক্ষেত্রে টনসিল অপারেশন বা টনসিলেকটমি প্রযো্aজন হতে পারে। আজকাল অনেক উন্নত পদ্ধতিতে কোন কমপ্লিকেশন ছাড়াই টনসিলেকটমি করা সম্ভব।

টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে সাধারণত নিচের লক্ষণসমূহ দেখা যায়

- গলার ব্যথা, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া।
- শরীরে ১০১ থেকে ১০২ও বা তারও বেশি জ্বর হতে পারে।
- টনসিলের ওপর আলপিন এর মাথার মত সাদা সাদা গুটি দেখা যায়।
- কানে ব্যথা এবং স্বর পরিবর্তন।
- টনসিল বড় হয়ে গেলে শ্বাস–প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে।
- মুখে দুর্গন্ধ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ জুন সন্ধ্যায় গোপনসূত্রে খবর পেয়ে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং সিউড়ি থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে এক যুবককে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম আব্দুল রহিম শেখ বাড়ি কেতুগ্রাম থানা এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে তিনটি সেভেন এমএম পিস্তল, একটি ওয়ান শাটার, বাষট্টি রাউন্ড সেভেন এমএম কার্তুজ, নয় রাউন্ড এইট এমএম কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। ভাগলপুর থেকে দুমকা হয়ে অস্ত্র পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল বলে জানা গিয়েছে। ১৭ জুন সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

বিজেপিপ্রার্থী স্বজনহারা সোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপি থেকে পঞ্চায়েত ভোটে লড়াই করবে বগটুই গ্রামের স্বজনহারা পরিবারের সদস্যরা। ১২ জুন স্বজনহারা পরিবারের পক্ষ থেকে সোমা খাতুন প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেয় রামপুরহাট মহকুমাশাসক দপ্তরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর একুশে মার্চ রামপুরহাট একনং ব্লকের বগটুই গ্রামে গণহত্যার ঘটনা ঘটে। এরপরেই চর্চা শুরু হয় রাজ্য তথা দেশজুড়ে। ঘটনাস্থলে একের পর এক নেতানেত্রীরা এসে হাজির হন। এলাকায় এসে হাজির হন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই শেষ নয়। ঘটনার একবছর পূর্তি হতেই মৃতদের স্মৃতিতে শহিদ বেবদী বানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নিয়েও হয় রাজনৈতিক লড়াই। স্বজনহারাদের বাড়ির সমনে তৃণমূল বিজেপি দুই রাজনৈতিক দল দুটি শহীদ বেদী বানিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। মূলত মর্মান্তিক হত্যালিলার পর থেকেই স্বজনহারা পরিবারের লোকজন কোন পক্ষ নেয় সেই নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই চলছিলই। অবশেষে সেই স্বজনহারা পরিবারের সদস্যরা পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল নয় বিজেপির হয়ে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিল। সোমবার মনোনয়ন দাখিলের জন্য তাঁরা হাজিরও হল রামপুরহাট মহকুমাশাসক কার্যালয়ে। মিহিলাল সেখ বলেন, স্বজনহারা পরিবারের পক্ষ থেকে সোমা খাতুন রামপুরহাট একনং পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। বড়শাল গ্রামপঞ্চায়েতের ভাদু শেখের আসনে বিজেপিপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলো মেরিনা বিবি।

বারুইপুর ব্লকে ১৯টি পঞ্চায়েতে ১৬ টি গোঁজ প্রার্থী

সুব্রত মণ্ডল: বিব্রত তৃণমূল, দলীয় নির্দলদের সতর্ক করল নেতৃত্ব। গোটা রাজ্যেই গোঁজ প্রার্থী নিয়ে ভুগছে শাসক দল। তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব। কিন্তু সেই হুঁশিয়ারিকে অমান্য করে বারুইপুর ব্লকের ১৯টি পঞ্চায়েতের ১৬ টি তেই ভোটের লড়াই থেকে যাওয়ার ব্যাপারে অনড় মনোভাব দেখাচ্ছে গোঁজ প্রার্থীরা। বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, দলের নির্দেশ অমান্য করে যারা প্রার্থী হয়েছেন তাদের অবিলম্বে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে হবে। তা না হলে দল করা ব্যবস্থা নেবে। তৃণমূলের বারুইপুর পূর্বের ব্লক সভাপতি শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী বলেন, এমন নির্দল প্রার্থীর সংখ্যা খুবই কম। তবে আমরা পঞ্চায়েত পাই বা না পাই তাদের কোনভাবেই আর দলে নেওয়া হবে না। গোঁজ প্রার্থীদের এই ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এই নির্দলদের নিয়ে বিড়ম্বনার শেষ নেই তৃণমূল নেতৃত্বের। বারুইপুর ব্লকের মদারাট ,সাউথ গড়িয়া, শিখরবালি, ১ ও ২, শংকরপুর ১ ও ২, কল্যাণপুর, মল্লিকপুর,চম্পাহাটি, সাউথ গড়িয়া, ধপধপি ২, বেলেগাছি, বেগমপুর, হাড়দহ, নবগ্রাম, পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের কমবেশি দু' জন বা বেশি গোঁজ প্রার্থী রয়েছেন। এই বিপত্তি দূর করতে বারুইপুর পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকে তৃণমূল নেতৃত্ব দফায় দফায় এইসব পঞ্চায়েত এলাকায় মিটিং করছেন। এর পরেও গোঁজ প্রার্থীরা তাদের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছেন। বেলেগাছি পঞ্চায়েতের বেদবেরড়িয়া, রামধারী, বুথের নির্দল প্রার্থী তৃণমূলের অপর্ণা প্রামানিক বলেন, লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে ভোট যুদ্ধ নেমেছি। ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। কাজ করতে চাই বলেই ভোটে দাঁড়িয়েছি। নির্বাচিত হওয়ার পর নেতৃত্ব যদি মনে করে আমাদের দলে ফিরিয়ে নেবে না, তা নিয়ে কোন আক্ষেপ থাকবে না। মদারাট পঞ্চায়েতের ৯১ নম্বর বুথে বিদায়ী প্রধান তৃণমূলের ওয়াহিদা বেগমের বিরুদ্ধে নির্দল হিসেবে লড়ছেন দলেরই কর্মী লুৎফা গাজী। তাঁর এক আত্মীয় বলেন, দলের একাংশের নির্দেশে প্রার্থী হয়েছেন লুৎফা। দল কি নির্দেশ দিল তারপর ভেবে দেখা যাবে। আবার শিখরবালি ২ নম্বর পঞ্চায়েতের তৃণমূল কর্মী তথা নির্দল প্রার্থীর প্রতিমা রানাওয়াত বলেন, দল টিকিট দেয়নি। মানুষ চাইছে তাই হাত চিহ্নে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্যদিকে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকে শাহজাদাপুরে ২০২ নম্বর বুথে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকা জরিনা বেগম মনোনয়নপত্র দাখিল করে নিজের নামে দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছেন। জরিনা বেগম বলেন বিধায়কের নির্দেশেই আমি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। গ্রামবাসীরা যাকে চাইছেন তাকেই প্রার্থী করা হবে।

ভোট প্রচারে উত্তপ্ত বাসন্তী, আক্রান্ত পুলিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : শাসক দলের যুব ও মাদার এর দ্বন্দ্বে আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাসন্তী। বুধবার রাতে কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কলতলা এলাকায় গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে মাদার ও যুব তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। বুধবার রাতে নির্বাচনী প্রচারের সময় এক অপরের বিরুদ্ধে তর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। লাঠি, রড দিয়ে শুরু হয় মারামারি এবং চেয়ার ছোড়াছুড়ি। যুব তৃণমূলের অভিযোগ এরপর তাদের ওপরে হামলা চালায় মাদার তৃণমূলের লোকজন। সেই হামলার ফলে মাথা ফাটে এক যুব তৃণমূলের সমর্থকের। ঘটনায় জখম হয়েছে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মহিনুদ্দিন মোল্লা, হাবিবুর মোল্লা ও এক পুলিশকর্মী। দলের কর্মীরা জখম দুজনকে উদ্ধার করে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। জখমদের মধ্যে মহিনুদ্দিন মোল্লার অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। পরে রাতের অন্ধকারে ঘটনাস্থলে উত্তেজনা থামাতে আসে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার বিষয় জানিয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১১ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনায় যুব তৃণমূলেরকর্মী সমর্থকরা অভিযোগের আঙুল তুলছে এলাকার মাদার তৃণমূলের বিরুদ্ধেই। তারাই এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছে। যদিও বাসন্তী ব্লকের মাদার তৃণমূল নেতা রাজা গাজী অশান্তির দায় যুব তৃণমূল নেতা আমানউল্লাহ লস্করের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। পাল্টা সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ তুলেছেন আমানুল্লাহ লস্কর। যুব তৃণমূল নেতা আমানউল্লাহ লস্করের দাবি দলের নির্দেশ মেনে আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছি। রাজা গাজীর নেতৃত্বে ওরা নির্দল(গোঁজ) প্রার্থী দিয়েছে। এদিন দলের চার প্রার্থীকে নিয়ে আমরা নির্বাচনী প্রচার সেরে ফেরার সময় অতর্কিতে পুলিশের সামনে রাজা গাজীর নেতৃত্বে দুষ্কৃতিরা

হামলা চালায় আমাদের কর্মী সমর্থকদের ওপর। আমাদের প্রচারে বাধা দেয়। পাশাপাশি আমাদের ৮৬ নম্বর বুথের প্রার্থী হাফিজুল মোল্লা সহ অন্যান্য প্রার্থীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার কথা আমরা দলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, ৮৬ নম্বর বুথের যুব তৃণমূল প্রার্থী হাফিজুল মোল্লার দাবি, 'দলীয়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্নে প্রার্থী হয়েছি। এদিন প্রচার সেরে ফেরার পথে রাজা গাজীর নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে মাদার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রাজা গাজীর দাবি, 'বাসন্তীতে যুব–মাদার বলে কিছুই নেই। একটি মাত্র দল তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে। যাঁরা অভিযোগ করছেন সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মানুষ তাদের সঙ্গে নেই। কিছু লোক রয়েছে তারা প্রকৃত পক্ষে বিজেপি আরএসপি দল করে। বাঁচার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছে। পাশাপাশি এদিন তারা পুলিশকে আক্রমণ করে। ঘটনায় বাসন্তী থানার এএসআই রঞ্জন দে জখম হন। আমরা প্রশাসনকে বলেছি যারা অশান্তি পাকাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।' পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে তীব্র নিন্দা করে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, 'পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি পুলিশের উপর যারা হামলা চালিয়েছে, পুলিশকে যারা আক্রান্ত করেছে। তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য।' ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারী দিবাকর দাস জানিয়েছেন, 'বাসন্তীর কলতলায় একটি নির্বাচনী প্রচার চলছিল। সেই সময় যাতায়াতের পথ নিয়ে অসুবিধা হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে তারা চেয়ার ছুড়ে মারলে একজন পুলিশ কর্মী আহত হয়। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি। ইতিমধ্যে সাইফুদ্দিন মোল্লা নামে এক অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তোলা হবে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

তৃণমূল ত্যাগের হিড়িক, দখল কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : যত পঞ্চায়েত ভোট এগিয়ে আসছে তত অনুব্রতহীন বীরভূম জেলায় তৃণমূলের ভাঙন বাড়ছে। সিউড়ি একনং পঞ্চায়েত সমিতি পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রাজীব চ্যাটাজী, কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য তথা প্রাক্তন উপপ্রধান উজ্জ্বল সিং, যুব নেতা শুভম সিং, মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য জীবন সরকারের নেতৃত্বে দুশোজন ১২ জুন সন্ধ্যায় সিউড়ি বিজেপি কার্যালয়ে তৃনমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়ছে বিজেপির পতাকার তলায়। তৃনমূল থেকে কেউ দাঁড়াতে চাইছে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচির দায়িত্বে থাকা শুভম সিং বিজেপিতে যোগদান করল। উজ্জ্বল বলেন, তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে ছিলাম। প্রধান পদ থেকে আমাকে ২৯ আগস্ট ২০১৬ সালে সরিয়ে দেওয়া হয়। ২০২১ সালে আমাদের পরিবারের সবার করোনা হয়েছিল। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর বিকাশ রায়চৌধুরী তৃণমূল থেকে আমাকে বহিষ্কার করেছিল। যতদিন অনুব্রত মণ্ডল ছিল ততদিন অনুব্রতর সঙ্গে ছিলাম। অনুব্রত নেই তাই বিজেপিতে চলে এলাম। কড়িধ্যায় এখন যারা তৃণমূলের নেতা তাদের ভাতের জোগাড় আমি করে দিয়েছিলাম। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের ১৭টি আসনের মধ্যে ১৭টিই বিজেপি পাবে। জেলা বিজেপি সহসভাপতি দীপক দাস বলেন, আমাদের দলের শক্তি বাড়ল। রাজীব চ্যাটাজী বলেন,

অনুব্রত মণ্ডলকে সমর্থন করেছিলাম। এখন তৃণমূল করে খাওয়ার পার্টি। নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা ছিল না। আমরা স্বেচ্ছায় বিজেপিতে এসেছি। টিকিটের জন্য বিজেপিতে আসিনি। একজন সৈনিক হিসাবে বিজেপিতে যোগদান করেছি।

১১ জুন বিকালে ময়ূরেশ্বর বিধানসভাকেন্দ্রের ঝিকড্ডা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোট গ্রামে তৃণমূল কার্যালয় দখল করল কংগ্রেস। প্রায় হাজার কর্মী তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সভাপতি সৈয়দ কাফাসদদোজা। তারপর তৃণমূল কার্যালয়ের রং মুছে দিয়ে কংগ্রেসের দলীয় প্রতীক আঁকা হয়। সৈয়দ কাফাসদদোজা বলেন, তৃণমূলের দুনীতি, স্বজন পোষণের বিরুদ্ধে এই যোগদান। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে। তৃণমূল কার্যালয় দখল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষের উচ্ছ্বাস আবেগ। গ্রামবাসীদের মিষ্টি মুখ করায়। ভালো দলে যোগদান করল বলে করেছে।

ময়ূরেশ্বর ২নং ব্লকের দক্ষিণগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শিউলি দে সহ প্রায় ৩০০জন তৃণমূলকর্মী বোলপুরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বোলপুর সাংগাঠনিক জেলা কনভেনার অর্জুন সাহা। শিউলি দে বলেন, তৃণমূল চোরের দল তাই বিজেপিতে যোগদান করলাম। তৃণমূল সূত্রের দাবি, ৪মাস আগে অনাস্থা এনে শিউলি দে-কে প্রধান পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। দক্ষিণগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মেঘনাদ দাস বলেন, বিজেপি থেকে যারা তৃণমূলে এসেছিল তারা জায়গা করতে না পেরে আবার বিজেপিতে ফিরে গিয়েছে। এতে তৃণমূলের কোনো ক্ষতি হবে না। কোটাসুর কংগ্রেস পার্টি অফিসে ৯ জুন ময়ূরেশ্বর ২ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের উপস্থিতিতে উলকুন্ডা গ্রামপঞ্চায়েত থেকে রহিম সেখ জয়, মনোরুদ্দিন সেখ দুলাল, রহমতুল্লা সেখ ইনকার, বসিরউদ্দিন মল্লিক সহ পাঁচশো জন তৃণমূল পদত্যাগ করে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে। তাদের হাতে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা।

ব্যাঙ্কে ডাকাতি, তদন্তে সিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ জুন সকালে সিউড়ি রবীন্দ্রপল্লী এসবিআই ব্যাঙ্কে ডাকাতির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সকাল ৯:৪৫ ব্যাঙক খোলার সঙ্গে সঙ্গে ছয়জন দুস্কৃতী গ্রাহক সেজে ব্যাঙ্কে ঢোকে তারপর আধিকারিকদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে শৌচাগারে আটকে রেখে লুটপাট চালায়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেড কোয়ার্টারস পরাগ ঘোষ এবং ডিএসপি শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ অয়ন সাধুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। ঘটনাস্থলে আসেন জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। শাখা প্রবন্ধক চঞ্চল ভট্টাচার্য বলেন, পুলিশ তদন্ত করছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেড কোয়ার্টারস পরাগ ঘোষ বলেন, ব্যাঙকে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের বক্তব্য নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি হলে জানা যাবে। সিসিটিভি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারাপুর থেকে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। এইঘটনায় প্রশ্নের মুখে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির নিরাপত্তা। ঘটনার তদন্তের জন্য সাত সদস্যের সিট গঠন করা হয়েছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের। — সম্পাদক

কাকদ্বীপে ব্যাপকহারে ভাগচাষী উচ্ছেদ, রাজনৈতিক নেতাদের চোখে ঠুলি

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ থানায় ব্যাপক হারে ভাগচাষী উচ্ছেদ চলেছে। সব কিছু জেনেশুনেও সেখানকার রাজনৈতিক নেতারা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বড় বড় জোতদারদের অধীনস্থ বর্গাদারদের নাম সেটেলমেন্ট ও জে এল আর ও অফিসে লেখাবার নির্দেশ দেন। প্রয়োজনীয় তদন্তের পর যোগ্য প্রার্থীদের নাম বর্গাদার হিসাবে নথীভুক্ত করার নির্দেশও দেন। জানা গেল, কাকদ্বীপ জে এল আর ও অফিসে এ সম্পর্কে প্রায় ২ হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে। অনুরূপ ডায়মণ্ডহারবার সেটেলমেন্ট ক্যাম্প ২ নম্বরে তেও ৫-৬ হাজার প্রার্থীর আবেদন পত্র জমা পড়ে। ডায়মণ্ডহারবার জে এল আর ও অফিসে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, সেখানে ব্যাপকহারে কর্মচারী ও অফিসারদের বদলি করা হয়েছে কিন্তু নতুন কর্মী ও অফিসার এখনও পাঠানো হয়নি। সেজন্য সরকারী নির্দেশমত কাজও হচ্ছে না। জানা গেল, এই সুযোগে জোতদাররা পুলিশের সাহায্যে ভাগচাষী উচ্ছেদ চালিয়ে যাচ্ছেন। হতভাগ্য বর্গাদারগণ কোন প্রমাণপত্র উপস্থাপিত করতে পারছেন না। খবরে প্রকাশ, কাকদ্বীপ থানার গোপালনগর গ্রামের কাঙাল নস্কর ও রেণুপদ গায়েনকে জোতদার তদিবল মোল্লা, হবিবল মোল্লা ও নজিবল মোল্লা পুলিশের সহায়তায় উচ্ছেদ করেছেন। তাছাড়া তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ফৌজদারী মামলাও দায়ের করা হয়েছে বলে প্রকাশ।

আরও জানা গেল, জোতদার চন্দ্রকান্ত মণ্ডল গোপালনগর গ্রামের বর্গাদার সর্বশ্রী নগেন হালদার, খগেন হালদার, হারাধন বৈদ্য, মহম্মদ মোল্লা প্রভৃতিকে উচ্ছেদ করার জন্য দেওয়ানী আদালত থেকে ইন্‌জাংশান পেয়েছেন। আমাদের প্রশ্ন সরকারী আইন ও সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও হতভাগ্য বর্গাদাররা যখন উচ্ছেদ হচ্ছেন তখন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন কেন? সরকারের নীতিকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব কি তাঁদের নেই? এ সম্পর্কে জনগণ ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছেন।

৭ম বর্ষ ২২ সংখ্যা ২৩শে জুন, ১৯৭৩, ৮ই আষাঢ়, ১৩৮০, শনিবার

খানাকুলে কনিষ্ঠতম বামপ্রার্থী সঙ্গীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মলয় সুর, হুগলি : সবাই বলে রাজনীতি খুব খারাপ। কিন্তু যুব সমাজ এই ময়দানে এগিয়ে না এলে আগামীর সমাজকে পথ দেখাবে কে? একথা যিনি বলছেন, তার বয়স মাত্র ২৩ বছরের সঞ্জিতা দলুই। সে হাওড়া উদয় নারায়ণপুর মাধবীলতা কলেজের বাংলা অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে বামেদের কনিষ্ঠ প্রার্থীদের অন্যতম সঙ্গীতা। তার মত ছাত্র যুবর হাতে হাত রেখে সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বাভাবিক কারণেই এই কমবয়সী প্রার্থীকে নিয়ে নির্বাচনী চর্চা বাড়ছে। খানাকুল ১ নম্বর ব্লকের অরুণদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮২ নম্বর পার্টে কাস্তে হাতুড়ি তারার প্রার্থী হয়েছেন সঙ্গীতা। তার পরিবারের এমনকী নিকট আত্মীয়দের মধ্যে সকলেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তার বাবা শম্ভুনাথ দোলুই পূর্ব রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা পূর্ণিমা দোলুই গৃহবধূ। তাদের দুই মেয়ে এক ছেলে। বড় ময়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তবে বাম রাজনীতিই ধ্যানজ্ঞান এই পরিবারের। সে নিজেই সিপিএম প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। চাকরি বা প্রাতিষ্ঠানিক দিকে না ঝুঁকে এই বয়সে কেন রাজনীতির ময়দানে? সঙ্গীতার সাফ জবাব, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, চাকরি থেকে নাগরিক পরিষেবা, দুর্নীতির বহর তো দেখছি আমরা সবাই। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন। এর জন্য ছাত্রযুবরা এগিয়ে না এলে 'সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। কয়লা, বালি, গোরু– কোথায় নেই দুর্নীতি। আমার মতো যাদের বয়স তাদের ভবিষ্যৎ কী? মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করল আমি সারাবছর তাদের জন্য কাজ করে যাব। তবে সঙ্গীতা রাজনীতির ময়দানে একেবারে আনকোরা নন। তার বাবা শম্ভুনাথ সক্রিয় বামকর্মী এবং মানুষের বিপদে আপদে সব সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেই রাজনীতিতে তার আগ্রহ। তাই সিপিএমের কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জিকে আইডল করে এলাকার জন্য কাজ করতে আগ্রহী হয়েছেন তিনি। সুতরাং এই দুর্দিনে আমি পার্টির ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়েছি। এই বয়সে যতটা করা সম্ভব, ততটাই উজার করে দেওয়ার চেষ্টা করব। এবার আমার এলাকার মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মত মানুষের মনের কাছে যাওয়ার ধাঁচটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাজে লাগিয়ে ছবিটা বদলাতে চাইছি।

বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারে হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাঁসন বিধানসভাকেন্দ্রের সাহাপুর ও বুধিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতে বিজেপি প্রার্থীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে তৃণমূলের হুমকি প্রতিবাদে সোমবার ১৯ জুন তারাপীঠে থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি প্রার্থী কর্মী সমর্থকরা। আমোদপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ৪১ নং বুথের বিজেপি প্রার্থী বন্দনা বাগ্দীকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য বিভিন্নরকমের হুমকি দেওয়া হয় । বিজেপি কর্মীরা খবর পাওয়া মাত্রই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে । বন্দনা বাগদী বলেন, তৃনমূল নেতা বড়ো সাংড়া গ্রামের চিরঞ্জিত ওরফে বাবন মন্ডল এবং ছোটো সাংড়া গ্রামের বাবলু মাল হুমকি দিচ্ছে । গ্রামপঞ্চায়েতের ভিতরে ঢুকিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার জন্য জোর করা হয়। আমোদপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের কাছে নিয়ে গিয়ে কি কি পাই নি সেগুলো বলতে বলে । আমি বলি এরআগে হাতে পায়ে ধরা সত্ত্বেও রাজীব ভট্টাচার্য্য আমার সমাধান করে নি । আমি কোনোরকমে পালিয়ে বাস ধরে বাড়ী এসে বিজেপি নেতাদের ঘটনার কথা জানাই। আমি মনোনয়ন তুলবো না বলে দিয়েছি। সোমবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃনমূলের সাতাশজন আমাদের প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে। তাদের নামের তালিকা প্রশাসনকে দেবো। পুলিশ প্রশাসনের কিছু সৎ অফিসার আছেন এখনও । দেড়শো বিজেপি প্রার্থী পরিবার নিয়ে জেলা কার্যালয়ে এসে উঠেছে । মনোনয়ন তোলার জন্য বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের রায়পুর সুপুর অঞ্চলের সিপিএম প্রার্থীদের বোমা বন্দুক নিয়ে হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল দুস্কৃতীরা । মনোনয়ন

না প্রত্যাহার করলে গুলি করে মারা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে । প্রতিবাদে প্রার্থীদের নিরাপত্তা দাবিতে মির্জাপুর গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের সামনে রবিবার সাড়ে তিনটে থেকে বোলপুর দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম কংগ্রেস কমী সমর্থকেরা । টায়ার জ্বালিয়ে চলে অবরোধ । মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে রামপুরহাট একনং ব্লকের আয়াস গ্রামপঞ্চায়েতের বেলেবাড়ী গ্রামে দুই বিজেপি প্রার্থীকে গুলি করে মারার হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা । রবিবার বিজেপির এক প্রতিনিধি দল দুই বিজেপি প্রার্থীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে । লাভপুর, নানুর ও বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের অন্তর্গত কিছু গ্রামপঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতসমিতি আসনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেয় বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস প্রার্থীরা । শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক অসুবিধা কারন হিসাবে বললেও শাসকদলের হুমকির জন্য মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে সেকথা বলাই যায় ।

বিজেপিকর্মীদের মিষ্টি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ জুন মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসা বিজেপিকমীদের মিষ্টি খাইয়ে স্বাগত জানায় সিউড়ি দুইনং পঞ্চায়েতসমিতি বিদায়ী বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মির্জা জাকির হোসেন। মির্জা জাকির হোসেন

সিউড়ি ২

বলেন, বিজেপির পছন্দের গেরুয়া রঙের মিষ্টি খাইয়ে মনোনয়ন জমা দিতে আসা বিজেপি কর্মীদের স্বাগত জানালাম। তাদের সহযোগিতা করেছি। মনোনয়ন জমা গনতান্ত্রিক অধিকার। বিজেপি জেলা সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, খুব ভালো লাগলো। দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছে বিজেপির লোকজনদের মিষ্টি জল খাওয়ানো দরকার। আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি। এখানে কোনো ভয় নেই। এখানকার লোকজন যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। বীরভূম জেলাপরিষদের ২৭নং আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি।

আলোর শহরে নতুন দ্যুতি 'গ্রীন ব্যাঙ্ক'

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুমন্ত পাল : আপনারা ব্যাঙ্ক শব্দটার সাথে সবাই পরিচিত। কারণ লাগে টাকা দেয় গৌরী সেন, না আপনার গচ্ছিত আমানত। ব্যাঙ্ক শুধু প্রয়োজনে টাকা দেয় না উপরি সুদও দেয়।

ঠিক এমন এক পরিকল্পনা করেছে চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি। বছর তেইশের এই এনজিওর কাজ সারা বছর শহরকে পরিবেশ বান্ধব রাখার ব্যবস্থাপনা করা। কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ সান্যালের স্বপ্নের সংগঠনকে আজও দিশা হারাতে দেয়নি শহরের কিছু পরিবেশ প্রেমী মানুষ। তাঁদের নতুন উদ্যোগ শহরের লাইফ লাইন ষ্টেশনের পাশে ফটোকগোড়ায় সারে তিন কাঠা খাস জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে গ্রীন ব্যাঙ্ক।

গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সকালে গ্রীনব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন শহরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন চেয়ার পার্সেন

স্নিগ্ধা রায় মেয়র পারিষদ সদস্য শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ এনজিওর সভাপতি ড.হরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য প্রবীন সদস্য শম্ভুনাথ চন্দ্র বিজয় কুন্ডু সহ একঝাঁক পরিবেশ প্রেমী মানুষ।

শহরের ইকো সিস্টেমে নতুন পালক গ্রীন ব্যাঙ্ক বাস্তবায়িত হওয়ায় কর্মীদের মধ্যে ছিল প্রবল উদ্দীপনা। গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহকে উপেক্ষা করে নিরন্তর পরিশ্রম করেন ষাটোর্দ্ধ তরুণ বিশ্বনাথ পাল। সঙ্গে ছিলেন গৌতম শেঠ অরিজিৎ রক্ষিত দেবনাথ দাসরা।

কাজটা এতো সহজ ছিল না। খাস জমিকে সন্তানের মতো আগলে রাখা সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি ড. সুদীপ্ত মোদকের কথায় গ্রীন ব্যাঙ্ক আর গ্রীন ব্যাঙ্কিং দুটি এক নয়। প্রথমটি আক্ষরিক অর্থে সবুজের আদান প্রদান। দ্বিতীয়টি, আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। পৃথিবীতে কার্বনের নিঃস্বরণ মাথাপিছু যতটা কম করা যায়। অর্থাৎ আপনার ১৫ মিনিটের পথ অতিক্রম করা প্রয়োজন। আপনি সাইকেল নিয়ে সেই কাজটি সম্পন্ন করলে আপনি গ্রীন ব্যাঙ্কিং করলেন। আবার আপনার কাছে পাঞ্জাবের আর হুগলির আলু কেনার বিকল্প থাকলে, হুগলির আলু বাঙালির কাছে গ্রীন ব্যাঙ্কিং সৃষ্টি করে। কারণ পাঞ্জাব থেকে এতোটা পথ অতিক্রম করতে যে কার্বন নির্গত হয়, হুগলির আলুর ক্ষেত্রে তা হয় না।

তরুণ সম্পাদক বাপন মুখার্জীর কথায় সংগঠনের লক্ষ্যমাত্রা আগস্টের মধ্যে পাঁচ হাজার বনস্পতির চারা সৃজন রোপণ ভরণ পোষণ ও বিতরণ। প্রতি বছর সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাবে। এই কাজ বাস্তবায়িত করায় আর্থিক সহযোগিতা করছেন সংগঠনের প্রাক্তণ সহ সভাপতি প্রয়াত কৃষ্ণেন্দু বসুর কন্যা ডঃ ব্রতী বসু।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২৪ জুন – ৩০ জুন, ২০২৩

বালক ঠাকুর ও নেতাজি সম্পর্কিত নথি প্রকাশ্যে আসুক

তিন দশক আগে পশ্চিমবাংলার এক শ্রেণির সংবাদ পত্র তাঁদের ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের প্রেক্ষিতে সন্তান দলের প্রতিষ্ঠাতা বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের 'মৃত্যু বনাম নির্বিকল্প সমাধি' নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানোর দায় কাঁধে তুলে নিয়েছিল। তাঁর প্রতি আক্রোশের নেপথ্য তথ্য সে সময় প্রকাশ্যে আসেনি, আজও অনেকটাই আড়ালে তবে অরাজনৈতিক সংগঠন সেদিনের সন্তান দল আজ নানা ভাবে, নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্যশিষ্যার মধ্যে প্রণব মুখার্জী, সুভাষ চক্রবর্তী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অজিত পাঁজা, তপন শিকদার প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ছিলেন। বিজ্ঞানী সত্যেন বসু থেকে গায়ক মহম্মদ রফি, মেজর কারিয়াপ্পা থেকে নেতাজির ভাইঝি ললিতা বসু, সেজদাদা সুরেশ বসুর পরিবার ছিলেন। মূলতঃ বেদভিত্তিক সাম্যবাদের আদর্শ তিনি তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্তদের ও সন্তানদলকে উদ্বুদ্ধ করলেও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নেতাজির ব্যাপারে রাষ্ট্র যে মিথ্যাচার সে সময় প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালিয়েছে সে বিষয়ে জনমত তৈরি করা। প্রতিকূল বিরুদ্ধ স্রোতে দাঁড়িয়ে সে সময়ে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তথাকথিত 'তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু, চিতাভস্ম ও মিথ্যা স্ত্রী, কন্যা'র গল্পের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দিনের পর দিন মিটিং মিছিল করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, সন্তান দল পথে নেমে প্রতিবাদ আন্দোলন করেছে। শুধু ধ্যান নাম জপের মধ্যে মানব প্রেম, দেশপ্রেম, বৈদিক ধর্মকে সীমায়িত করেন নি। নেতাজিকে সসম্মানে দেশে ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্র উদ্যোগ নিক তিনি চেয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের শৈলমারী আশ্রমের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ নিয়েও প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন তিনি। সেদিন অনেকেই রাজনৈতিক আবর্তে থাকায় নেতাজি সত্য উচ্চারণ করতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাজি ফাইল কিছুটা প্রকাশ্যে আসায় স্পষ্ট হয়েছে ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর সেদিনের দাবিগুলি সঠিক ছিল। ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর প্রতিটি সভাতেই গোয়েন্দা পুলিশ থাকতো। এক সময় মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তাঁকে পুলিশের গাড়িতে চাপিয়ে লাল বাজারের লকআপে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় এই মর্মে যে নেতাজির অবস্থান জানতে চেয়ে। যেমনটা জওহরলাল নেহেরু তাঁর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আমন্ত্রণ করেন তাঁকে। আপ্যায়ণ শেষে জানতে চান নেতাজি কোথায় আছেন সে ব্যাপারে। বালক ব্রহ্মচারী জানিয়েছিলেন যে এটি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং তা তিনি জানাবেন না। নেতাজি ও বালক ব্রহ্মচারী সম্পর্কিত গোয়েন্দা রিপোর্ট, তদন্তগুলি আজও প্রকাশ্যে আসেনি। তিনি বলেছিলেন যাঁরা নেতাজিকে ভালবাসেন না তাঁদের তিনিও ভালবাসেন না। বালক ব্রহ্মচারী ও নেতাজি সম্পর্কিত গোয়েন্দা ফাইল প্রকাশ ও আরো কিছু দাবিতে সন্তানদলের একটি বড় অংশ সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে পদযাত্রা করলেও এ ব্যাপারে গণমাধ্যম উদাসীন ছিল। এবার এক মহামিছিল এর আয়োজন হয়েছে আগামী ৩০ জুন কলকাতায়। ইতিহাসের স্বার্থে সত্যের প্রয়োজনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রক্ষিত বালক ব্রহ্মচারীর নেতাজি সম্পর্কিত নানা গোয়েন্দা ফাইল প্রকাশ করা হোক অবিলম্বে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

প্রথমে দৈব, না প্রথমে পুরুষকার ইত্যকার প্রশ্ন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির থাকে না। এই শাস্ত্রের মনোযোগী পাঠক সাগরের মতো গভীর এবং পর্বতের মতো অঞ্চল হয়ে যান এবং চাঁদের মতো স্নিগ্ধ–হৃদয় হয়ে ক্রমে জীবন্মুক্ত হন। বাক্যে জীবন্মুক্ত অবস্থায় বর্ণনা অসম্ভব। পরমাত্মার অপরোক্ষ উপলব্ধিতে তিনি স্বরূপে সংস্থিত থাকেন। এইভাবে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বাহ্য ব্যবহারে সাধারণ লোকের মতো অবস্থান করলেও অন্তরে তিনি নিষ্ক্রিয়–নিশ্চিন্ত থাকেন। উপস্থিত ইষ্ট–অনিষ্ট বিষয় অনিচ্ছার ইচ্ছায় ভোগ করেন। এই শাস্ত্র পাঠ করে তার অর্থ গ্রহণে তৎপর হতে হয়। চিত্রিত সাপকে দেখে তার অসত্যতা জেনে নিলে আর সর্পভয় থাকে না, তেমনই সংসারের অলীকত্ব জেনে নিলে জগৎ ভয় দূর হয়ে প্রশান্ত হওয়া স্বাভাবিক। রাম! এখন তোমার বিবেকের অনুশীলন করা প্রয়োজন, কারণ কোনো গুণই অনুশীলন ভিন্ন ফলপ্রদ হয় না। মহাজ্ঞান লাভ করতে হলে সৎসঙ্গলাভ, সদাচারবিরুদ্ধ কর্মে অসঙ্গতা, গুরুর আদেশ পালন ও সৎশাস্ত্রের সমাদর কর্তব্য।

যতদিন পর্যন্ত আত্মায় বিশ্রান্তি না হয় ততদিন তত্ত্বজ্ঞজনের উপদেশ গ্রহণ, গুরুসেবা (গুরু নির্দেশিত পথে সাধনক্রিয়া করা) ও মোক্ষশাস্ত্রের বিচার করা কর্তব্য। এতেই তুরীয় পদ নামক পরমশান্তি লাভ হয়। যিনি তুরীয় পদ লাভ করেছেন তিনি সংসারী বা সন্ন্যাসী, বাহ্য ব্যবহারে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়, তাতে কিছু ক্ষতি–বৃদ্ধি নেই। তাঁর ইহকাল পরকাল সকলই ভোগরহিত হয়ে থাকে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

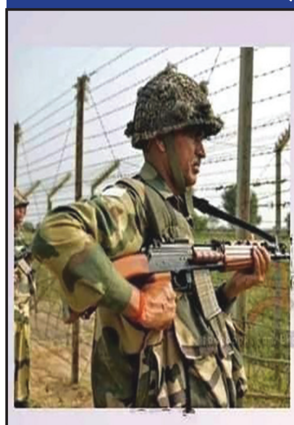

গরম তো শুধু AC তে থাকা লোকেদের জন্য বেড়েছে।
কারন বর্ডারে আর্মিরা আর মাঠে চাষীরা আজও পাখা ছাড়া কাজ করে
এদেরকে কেউ প্রণাম জানাবেন না?

অচিরাচরিত খেলায় অচিরাচরিত আয়ুধ

নির্মল গোস্বামী

সময় চলিয়া যায় জলের স্রোতের প্রায়– আবার চলৎ চিত্ত, চলৎ বিত্ত, চলৎ জীবন যৌবনম্। মন, সম্পদ, জীবন, যৌবন সব কিছুই সময় সিন্ধুর স্রোতে ভেসে চলে যায়। তাই বোধহয় প্রকৃতিতেও কত পরিবর্তন আসে। কাল যেখানে পাহাড় বন জঙ্গল ছিল আজ সেখানে শহর। কাল যে খরস্রোতা প্রবাহিনী পবিত্র গঙ্গা ছিল, আজ তা নোংরা জলের টালি নালা। আবার কাল যে

জনপদ জন কোলহলে পূর্ণ ছিল, আজ তা নদীর গর্ভে বিলীন। এতো টুকু চিহ্ন তার খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এই পরিবর্তন আমাদের নিত্যসঙ্গী বা সভ্যতার সঙ্গীও বলা যেতে পারে।

এই পরিবর্তন আমাদের জীবন যাপনেও। আমাদের শৈশব আর আজকের একটা শিশুর শৈশবের মধ্যে কত পার্থক্য। আমাদের ছাত্র জীবনের সঙ্গে আজকের ছাত্র জীবনেরও অনেকটা তফাৎ লক্ষ করা যায়। সে কালের বাঙালি আর একালের বাঙালির খাদ্যাভ্যাসেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। আজকে আর পোশাকে বাঙালি বলে কাউকে খুঁজে পাওয়াও ভার। প্রকৃতিতে এবং জীবনযাপনে পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক সত্য ধরে নিলেও কিছু কিছু পরিবর্তনকে বাঙালি সহজে মেনে নিতে পারছেনা। উপরন্তু সর্বশক্তি দিয়ে সেই পরিবর্তনকে আটকাতে চায়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটা যেন বড্ড সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রায় এক দশক আছে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা পরিবর্তন চাই বলে ডাক দিলেন। কিন্তু কিছু বাঙালি আবার পরিবর্তন ঠেকাতে কোমর বাঁধল। শেষে ব্যালট যুদ্ধে পরিবর্তন সাধিত হল। ফলে সকলেই খুশী মনে পরিবর্তনকে যে মেনে নেবে একথা ইতিহাস সিদ্ধ নয়।

যাক গে সে কথা। যে কথাটা বলতে চাই সে কথাটা এবার সরাসরি বলি। আমরা খেলার জগতেও কত পরিবর্তন দেখছি। আমাদের ছোটবেলায় বুড়ি বসন্ত, গোল্লা, হাডুডু, ধাসা, কিতকিত, চুকোপাটি, ডাংগুলি, ফুটবল ইত্যাদি খেলা ছিল। ক্রিকেটটা শহর ঘেঁসা বাসিন্দাদের খেলা ছিল। ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলা ও গ্রামেগঞ্জে হতো। তারপর সময়ের বাঁকে কত খেলা কোথায় হারিয়ে গেল। দেশি বিদেশি খেলা মিশে একাকার হয়ে গেল। সব কিছুকেই আমরা হাসিমুখে মেনে নিয়েছি। বিগত কয়েক বছর আগে বাঙালির অঙ্গনে একটা মরসুমি খেলার আমদানি হয়েছে সেটা হল 'ভোট খেলা'।

ভোট তো আর প্রতিদিন হয় না। তাই খেলাটাকে মরশুমি বললে খুব একটা ভুল হবে না বোধহয়। খেলা হবে খেলা হবে– গান বের হয়েছে। এর আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ভাঙা পায়েই মাঠে নেমেছিলেন ভোট খেলা খেলতে। ফলে খেলাটা কতটা জনপ্রিয় হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এই খেলাটা অবশ্য কঠোরভাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য। এ খেলার জন্য নির্দিষ্ট মাঠের প্রয়োজন পড়ে না। সারা রাজ্যটাই খেলার মাঠ। খেলার কোন নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় না খেলোয়াড়দের। নির্বাচন কমিশন ভোটের দিন ঘোষণা করা মানেই খেলা শুরু হল ধরে নিতে হয়। অবশ্য সারা বছর ধরে অনুশীলন চালাতে কারো বাধা নেই। যাই হোক ভোটের দিন ঘোষণা থেকে ভোট গণনা শেষ হওয়া পর্যন্ত এই খেলার সময়সীমা নির্ধারিত হয় খাতায় কলমে। যেন তেন প্রকারেণ একদল আর একদলকে হারাবে, এটাই খেলার একমাত্র উদ্দেশ্য। খেলোয়াড়দের সংখ্যা এখানে নির্দিষ্ট নয়। আমাদের চিরাচরিৎ যে সব খেলা আছে, সেখানে দুদলের খেলোয়াড় সংখ্যা সমান সমান থাকে। এবং নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে খেলা শেষ করতে হয়। এই ভোট খেলায় দল যত ইচ্ছা খেলোয়াড় নামতে পারে মাঠে। কোনো দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা হয়তো ১ হাজার জন, সেখানে অপর দলের খেলোয়াড় সংখ্যা হয়তো বা দশ জন– সেখানেও খেলা বন্ধ হবে না। সেখানে সহজেই এক পক্ষ জিতে যাবে হয়তো মাঠে নামার আগেই। তবুও তা খেলা। ভারতের অন্যান্য ভোট খেলাটাকে অচিরাচরিত খেলা নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে গণতন্ত্রের উৎসব বা ভোট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আর আমাদের রাজ্যে খেলা হয়। খেলা যেখানে, সেখানে সহজে কেউ মাঠ ছেড়ে যেতে চাইবে না। মাঠে নেমে সব প্লেয়াররা যে খেলার নিয়ম মেনে খেলে তা তো নয়। তাহলে রেফারির প্রয়োজন হত না। আমাদের দেখা বিশ্বকাপ ফুটবলে অতি নামী দামী নামকরা খেলোয়াড়রা কত কত ফাউল করেছে। মেরে নেইমারের পা ড্যামেজ করে দিল। কতগুলো খেলায় অংশগ্রহণই করতে পারল না বেচারা। ফলে ভোট খেলায় ফাউল হবে না এটা ভাবাটা মুর্খামী! বিশেষ করে এই বঙ্গের উর্ব্বর ভূমিতে! আমাদের ছোটবেলায় ফুটবল মাঠে প্রায়ই মারপিট হতো। কে কোন দলের প্লেয়ারকে ইচ্ছা করে মেরেছে সেই নিয়ে মাঠের বাইরের সমর্থকদের মধ্যে মারামারি লেগে যেতো। সেখানে মারামারির প্রধান অস্ত্র ছিল ছাতা। কারণ বর্ষাকালে খেলাগুলো হতো, আর ফাঁকা মাঠে রোদ বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে অনেকেরই হাতে ছাতা থাকত। বড় বড় বেতের ডাঁটের ছাতা। আজকাল আর সে ছাতা দেখা যায় না। যাই হোক এটা প্রমাণিত হল যে খেলায় মারপিট হয়েই থাকে। আর ভোট উৎসবকে যারা ভোট খেলায় পরিণত করেছে তারা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিবর্তন করেছে। কারণ উৎসবের আমেজ আর খেলার আমেজের মধ্যে পার্থক্য আছে। উৎসবে কেউ কারোর শত্রু নয়। কিন্তু খেলায় এক পক্ষ অপর পক্ষের ঘোষিত শত্রু হয়ে যায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে আমাদের চিরাচরিত অনেক ধ্যান ধারণা পাল্টে যাচ্ছে বা পালটাতে হচ্ছে। এখন যেমন অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে সরকার জোর দিচ্ছে। যেমন আখের ছিবড়ে থেকে ইথানল তৈরি হচ্ছে। গ্রিন হাউস গ্যাস কমাবার প্রয়োজন। গবেষণায় কত কিছু উঠে আসছে নিত্য নতুন। বৈজ্ঞানিকদের সাথে সাথে রাজনীতিরাও গবেষণায় পিছিয়ে থাকবে কেন? তাই ভোট লুটের নতুন নাম হলো খেলা। খেলা অথচ খেলা নয়। কিন্তু খেলার উপকরণ যদি শুধুই বোমা বন্দুক সেই চিরাচরিত অস্ত্র হয় তবে তো ধরা পড়ে যাবে সহজে। বোমা–পিস্তল নিয়ে ঘোরাঘুরি করলে লোকে সন্দেহ করবে। পুলিশও ধরতে পারে। তাই ২০১৮ ভোটে গ্রামেগঞ্জে দোকানে কোদালের ডাঁটের অভাব পড়েছিল। এবারে নাকি উইকেটের চাহিদা তুঙ্গে। তার সঙ্গে জলের পাইপ মোক্ষম অস্ত্র। নরম, ভাঙে না কিন্তু লাগে খুব। আর ঝাণ্ডার ডাণ্ডার তো কোন সাইজ নির্বাচন কমিশন বেঁধে দেয় নি, তাই মনের মতো কঞ্চির পরিবর্তে হুড়কোও চলবে। কোনটাই চিরাচরিত অস্ত্র নয়। অস্ত্র আইনে পুলিশও ধরতে পারবে না। যাকে বলে সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না। খেলা জমে যাবে। এবার শুনছি এক তরফা খেলা হবে না। প্রতিপক্ষও মজবুত টিম তৈরি করেছে। ফলে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনার খোরাক আম বাঙালি পাবে। আমি বসে বসে মনে মনে সুর ভাজি– কোন খেলা যে খেলবে কখন/ভাবি বসে সেই কথাটাই।

দেশ দেশান্তরে

অম্লমধুর সফর

প্রণব গুহ

বিশ্বের দুই বৃহৎ গণতন্ত্র একসঙ্গে বসলে যে শান্তি, উন্নয়ন, প্রগতি নিয়ে আলোচনা হবে তা জানাই ছিল। এমনকী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এবারের আমেরিকা সফর যে যুগান্তকারী হতে চলেছে তাও আঁচ করেছিলেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের অনুমান সত্যি করে মোদী–বাইডেন বৈঠকের পর ভারত তার নিজের মেধা ও যোগ্যতার জোরে যা অর্জন করল তা এক কথায় অভূতপূর্ব। মহাকাশ, প্রযুক্তি, গবেষণা, আবহাওয়া, ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রভৃতি যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে ভারতের প্রতি আমেরিকার মনোভাব অনেকটাই পাল্টেছে। বিশেষ করে কোভিডের পরে দু'দেশের সম্পর্ক যে আরও মজবুত হয়েছে তা স্বীকার করেছেন দুই রাষ্ট্রনেতাই। নরেন্দ্র মোদী বৈঠকের পর তাঁর ভাষণে বলেছেন, আমেরিকায় বসবাসকারী ৪০ লক্ষ ভারতীয় যেমন আমেরিকার অগ্রগতির অংশীদার তেমনই ভারত–আমেরিকার মেলবন্ধনের সাথী। মোদী ম্যাজিকে ভারতীয়দের জন্য আমেরিকার ভিসানীতি পাল্টে

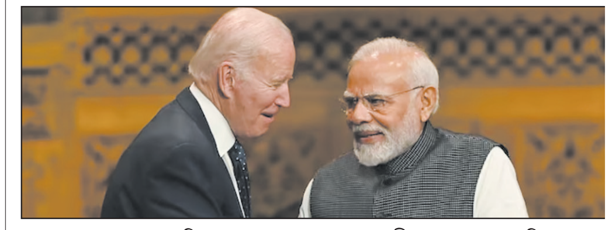

গেল। ২০২৪ এর অভিযানে স্থান পাকা হল ভারতীয় নভশ্চরের। চুক্তি হয়েছে ভারতের হ্যাল ও আমেরিকার জি ই কোম্পানির মধ্যে। তারা এক সঙ্গে তৈরি করবে যুদ্ধবিমানের যন্ত্রপাতি। যৌথভাবে মহাকাশ গবেষণা করার চুক্তি করেছে ইসরো এবং নাসা। সমুদ্র বন্দরের চুক্তিও হয়েছে দুদেশের মধ্যে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চুক্তি করে ভারত যেমন বাড়িয়েছে তার সীমান্ত শক্তি তেমনই ভারতকে শক্তিশালী করে আমেরিকা বার্তা দিয়েছে চিনকে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রের এক দিগন্ত খুলে গিয়েছে মোদীর এই সফরে। চিন ও তাইওয়ানের উপর থেকে নির্ভরতা কমাতে বিপুল লগ্নিতে আমেরিকার সহায়তায় গুজরাটে গড়া হবে সেমিকনডাক্টার চিপ কারখানা। সেখানে খুলে যাবে কাজের দরজা। ভারত–আমেরিকা সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে বেঙ্গালুরু ও আমেদাবাদে আমেরিকা নতুন দুটি দূতাবাস খুলবে। ভারত একটি খুলবে সিয়াটেলে। এক কথায় বলা যায় এবারের আমেরিকা সফরে ভারতের প্রাপ্তির ঝুলি পূর্ণ।

এসব প্রাপ্তির পাশাপাশি অস্বস্তির কাঁটাও কিছু কম ছিল না এই সফরে। আমেরিকান কংগ্রেসের ৭৫ জন সদস্যের দাবি মেনে ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি মোদীর সঙ্গে বৈঠকে তোলার কথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। এছাড়াও ইউক্রেনে হামলা প্রসঙ্গে রাশিয়ার প্রতি ভারতের 'দুর্বলতা' বৈঠকে ছাপ ফেলবে কিনা তা নিয়েও সংশয় ছিল। কিন্তু বৈঠকের পর দেখা গেল সেইসব অস্বস্তি কেটে গিয়েছে। নরেন্দ্র মোদী বৈঠকের পর বাইডেনকে পাশে নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় নির্দ্বিধায় ইউক্রেন প্রসঙ্গ তুললেন এবং ভারতের অবস্থান বুঝিয়ে দিলেন। ভারত যে প্রথম থেকে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে ইউক্রেন সমস্যা সমাধানের কথা বলে এসেছে তা মনে করে দিয়েছেন মোদী। বলেছেন এজন্য সকলকে একজোট হতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিও প্রকটভাবেই সামনে এসেছে। আমেরিকার ডেমোক্রাট সরকারের প্রধানমন্ত্রী বাইডেনকে যেমন এই তীরের মোকাবিলা করতে হয়েছে তেমনই নরেন্দ্র মোদীকেও সামলাতে হয়েছে অসন্তোষের ধাক্কা। ধাক্কাটা মোটেই কম ছিল না। এই সফরের আগে মার্কিন কংগ্রেসে মোদীর ভাষণ বয়কট করেছেন দুই মুসলিম মহিলা সদস্য। খোঁচা দিতে ছাড়েননি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও। যে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে দেশে একটি বারও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি তাঁকে আমেরিকায় সাংবাদিক সম্মেলনে বসতে হয়েছে এবং ধেয়ে আসা চোখা চোখা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। মোদী সব প্রশ্নই সামলেছেন গণতন্ত্রের ঢালে। বলেছেন, ভারতের ধমনীতে গণতন্ত্র। ভারত গণতন্ত্র নিয়ে বাঁচে। সেখানে জাত, ধর্ম, বর্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই। মুখে মোদী যাই বলুন বিপুল প্রাপ্তির পাশে রয়ে গেল কিছু কাঁটা। একেই বলে অম্লমধুর সমাপ্তি।

মারীচ কথা

সুকুমার মণ্ডল

মহাভারতের কথা অমৃত সমান – এমনটাই শুনে এসেছি আমরা চিরটাকাল। সত্যি করে বলুন দেখি মহাভারতের বেশ কিছু পর্ব আমাদের মাথা খারাপ করে দেয় কি না! যেমন ধরুন নববিবাহিতা দ্রৌপদীকে হঠাত করে পাঁচ–পাঁচজন স্বামীর সম্পত্তি বানিয়ে দেওয়া, পাশা খেলার আসরে নিজেদের এজমালী পত্নীকেও নিলামে তোলা, এমনতরো গা–গুলোনো কাণ্ড–কারখানা। মহাভারতের বেশ কিছু পর্ব আমরা বিশেষ মন দিয়ে পড়ি না, যেমন যদুবংশ ধ্বংসের কথা। ধ্বংসের মারণ খেলায় মেতেছিলেন ভগবান কৃষ্ণের যাদব–গোষ্ঠীর মানুষজন। ভাবতে অবাক লাগে, স্বজননিধনের এই ঘৃণ্য কাজটিতে লিপ্ত হয়েছিলেন বিচক্ষণ কৃষ্ণের কাছের মানুষেরা! একে অপরকে হত্যা করে কারোরই জয় হয় নি, তবু এই পাপ কর্ম তাঁরা সেযুগেও এড়াতে পারেন নি।

এ যুগেও কি খুব একটা অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে! আজও মানুষ–মারার জন্য মানুষের হাত–পা নিশপিশ করে। সামান্য প্ররোচনা, উস্কানি পেলেই হল, বাঁশ–লাঠি–রামদা–মায় বোমা/পিস্তল নিয়ে হারে রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষ। কাকে মারতে এমন লাগামছাড়া উন্মত্ততা? দেখবেন যাকে মারতে উদ্যত হয়েছে, সে একই গাঁয়ের বাসিন্দা, ছোটবেলায় হয়তো একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছে, খেলাধূলা করেছে, অথচ আজ তারা একে অপরের শত্রু। কে তাদের এমন করল। পাশাপাশি মানুষদের মধুর সম্পর্কের মধ্যে কে এমন বিদ্বেষের বিষ ঢাললো। আপনি হয়তো তেতো মুখে বলবেন, কে আবার ... এ হল রাজনীতির হলাহল। রাজনীতি করলেই প্রতিপক্ষকে মেরে ধুনে একশা করে দিতে হবে, এমন শিক্ষেই বা কে দিয়েছেন? অন্যের মত–কেও শ্রদ্ধা করতে পারার উদারতা না থাকলে, রাজনীতি করতে আসা কেন বাপু? লাঠি–সোঁটা–অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মানুষকে বশে রাখার চেষ্টা তো সেই আদিকাল থেকে হয়েই এসেছে। তারপরে ধীরে ধীরে গণতন্ত্র শব্দটি রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেখানে শাসনের দায়িত্ব সবচেয়ে জনমত হাসিল করা গোষ্ঠীর হাতে সমর্পণ করা হয়। এই জনমত যাচাই করার প্রক্রিয়াতেই যত গণ্ডগোল আমাদের দেশে। দুনিয়ায় আরো অনেকগুলো গণতান্ত্রিক দেশ রয়েছে, সেখানেও নির্দিষ্ট সময় বাদে বাদে জনমত যাচাই হয় কিন্তু এমন রক্তারক্তি হানাহানি হয় না। অন্য দেশের ভালোটা নিতে আমাদের বেজায় ব্যাজার।

আমাদের দেশে রীতিমতো আদাজল খেয়ে জনমত আদায় করে নিতে হয়। সাধারণ মানুষ রাজনীতির কিস্যু বোঝে না কিংবা বুঝতে চায়–ও না, মাথাও ঘামায় না খুব একটা। যত মাথাব্যথা রাজনীতির অলিন্দের নেতা ও নেত্রীদের মধ্যে। প্রতিবার অন্ততঃ পাঁচটা বছরের জন্য দেশের (পড়ুন গ্রাম, পৌর–এলাকা বা বিধায়ক ইত্যাদি এলাকার) মানুষের সেবা করার অধিকার অর্জনের জন্য লাঠি–সোঁটা–বন্দুক–ব্যাগ ভর্তি বোমা নিয়ে ভোটে নেমে পড়ছে আম জনতা । নিজে না পারলে বউ–মেয়ে–ভাই–ছেলে বা নিজের পরিবারের আর কারোকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দাপিয়ে জিতিয়ে আনার লক্ষ্যে অবিচল এক একজন দেশ–সেবক বাঙালি। এঁদের দাপটে বিপক্ষে দাঁড়াতেই চায় না অনেক প্রার্থী, কেননা প্রাণের ভয় ...। লাঠি–গুলির সামনা–সামনি করার সাহস যেখানে কেউ দেখাচ্ছেন সেখানেই রক্তারক্তি, খুনোখুনি। দেশের সেবা করার জন্য এমন মরণ–পণ লড়াই কেন। কে তাঁদের মাথার দিব্যি দিয়েছেন, বলতে পারেন!

আমাদের দেশে খান–তিরিশেক রাজ্য, প্রত্যেক বছরই নির্বাচনের দামামা কোনো না কোনো রাজ্যে বেজে ওঠে। সাধারণভাবে মানুষ শান্তিপ্রিয়, হুজ্জোত কেই বা চায়, এবং বেশিরভাগ রাজ্যে ভোটের সময়ে তেমন কিছু অপ্রিয় ঘটনার কথা শোনা যায় না। কিন্তু বাংলা সব কিছুতেই এগিয়ে। ক্ষমতা–দখলের এই পঞ্চবার্ষিকী আয়োজনে নিজের দলের দিকে ঝোলটুকু টেনে না আনতে পারলে, পরে যে শুধু আঙুল চুষতে হবে। তাই এই সুযোগটাকে কোনোমতেই ব্যর্থ হতে দেওয়া চলে না। এ পর্যন্ত কোনো গোলমাল নেই। যদি এই মনের জোরটুকু থাকত, যে আমাদের কাজ ও কথায় মানুষ বিশ্বাস করবে, ভরসা করবে এবং অবশ্যই আমাদের–কে ভোট দিয়ে জিতিয়ে আনবে, তাহলে তো ল্যাটা চুকেই যায়। কিন্তু বাংলার মাটি যে দুর্জয় ঘাঁটি! সরল ভোটারদের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি দিলেই হুড়মুড় করে আমার বাক্সে ভোট জমা পড়বে এমন ভরসা কোনও দলের মধ্যেই নেই। ফলে এখন পরস্পরকে দেখে নেওয়ার পালা। বিনাযুদ্ধে কেউ কাউকেই এক কণা মাটি ছাড়তে নারাজ।

কিন্তু যুদ্ধটা কার সঙ্গে কার? কার আবার – বড় বড় দলগুলোর মধ্যে! কারণ ওদের দাবি সবচেয়ে জোরালো। ছোট ছোট দলগুলোর জন্য এঁদের মনে তাচ্ছিল্য আর করুণা ঘোরাফেরা করে। স্বাধীনতার পরে বেশ কয়েক দশক ভোটের এই লড়াই অহিংস ছিল। আর আজ, ভোটের লড়াই যেন জীবন–পণ

উল্টোপাল্টা

লড়াই । পাঁচটা বছরের জন্য ক্ষমতা যদি আমার দলের হাতে নাই বা আসে তাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? গত পঁচাত্তর বছরের ইতিহাস উল্টে দেখলে বোঝা যায়, কোনো দলই জনগণের ইচ্ছাপূরণের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারে নি। তবে কিসের জন্য এত লাঠালাঠি, মারদাঙ্গা, কামড়াকামড়ি, রক্তারক্তি? বাংলায় ভোট মানেই রক্তে ভেজা মাটি। ভেবে দেখুন, সেই রক্ত দেশরক্ষা কিংবা মুমূর্ষু রোগীর জন্য নয়কো। কোনও দাগী অপরাধী, আর্থিক কেলেঙ্কারীর কলঙ্ক–মাখা কিংবা অপরিসীম উচ্চাকাঙ্খী নেতাদের জন্য সেই মহামূল্য রক্তবিন্দু অপচিত হল। এই রক্তের জোর কিংবা জুলুমের মেয়াদও মাত্র পাঁচটি বছরের জন্য! তবু কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ!

এখন বাংলায় ভোট এলেই সাধারণ মানুষের ঘুম উড়ে যায়। গ্রামে গ্রামে হত্যালীলায় রক্তপাত, মায়ের কান্না, স্ত্রীর হাহাকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যারা মারছে বা যারা মরছে তারা কেউই হয়তো ভোটে দাঁড়ায়নি। নেতাদের ক্ষমতার স্বপ্নপূরণের লড়াইয়ে অংশ নিতে গিয়ে জান–প্রাণ খোয়ালো যারা, নেতা–রা হয়তো তাদেরকে চেনেনই না, কিংবা চিনলেও দলের মান–রক্ষার খাতিরে খবরের কাগজে দিব্যি বলে দেবেন, ও আমাদের দলের লোকই নয়!

তবে কার জন্য মোলো ওই বেচারী? কিসের আশায় এরা বাঁশ–লাঠি–বোমা–বন্দুক নিয়ে নিজের স্বজাতি–স্বজন–দের মারতে তেড়ে যান? এই বাংলার তরুণেরা এত হিংস্র কি করে হয়ে উঠল? কোন্ হতাশা, ক্রোধ, হিংসা তাদের এমন করে ক্ষেপিয়ে তুলেছে? তবে কি রাগ ... রাগ ... কেবল রাগ–ই এর কারণ! কারোর পরামর্শ এদের কানে বিষ লাগে, এই অবিমৃষ্য কাজে প্রতিদিন তারা যে কেবলমাত্র কার্তুজের মত ব্যবহৃত হচ্ছেন এই সত্যটাও এঁরা বুঝতে চান না। ফলে চারিদিকে শুধুই মার মার ধ্বনি। মারো এবং মরো ...এভাবেই একদিন যদুবংশ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের হননের সেই নির্মম ও করুণ ইতিহাসের চাকা কেন ঘুরিয়ে আনছি আমরা!

পরিতাপের বিষয় হল বড় শহরের তুলনায় গ্রামে গ্রামে এই লড়াইটা বেশি তীব্র। তাহলে কি বুঝতে হবে গ্রামের মানুষেরা বেশি ক্ষিপ্ত, নাকি তারা নিতান্ত নিরুপায়? কে তাদের এই হিংস্র খেলায় নামতে উস্কানি দেয়? কিসের ভয়ে সেই সব মানুষেরা নেতাদের–কে বলতে পারছে না, ঢের হয়েছে দাদারা দিদিরা, তোমাদের ভোট–যুদ্ধ তোমরা সোজা পথে লড়ো! তোমাদের ভোটের লড়াই–এ আমরা মারীচ হতে চাই না! রামায়ণের মারীচ–ও পারেনি বেঁকে বসতে। কেননা উপকারের টোপ গেলার সময়ে বোঝেনি যে একদিন সেই ঋণ নির্মমভাবে শোধ করতে হবে। আজকের মারীচ–রাও তেমনই অসহায়। জমি–জিরেতে চাষবাস করে দিন–কাটানোর বদলে মোটর সাইকেল ছুটিয়ে দুমদাম মানুষ মেরে আসছে। আর এসব বাহাদুরীর কাজের জন্য মোটা পারিশ্রমিকও জুটে যাচ্ছে।

শুধু খুন–খারাপী–ই বা কেন। এলাকার নানা সম্পদ পাচার করার জন্য নিয়মিত তদারকি করাও কি কম ঝক্কির। ট্রাক ভরে নদীর বালি, ইট–ভাটার জন্য মাটি জোগাড় করা, কয়লা–খাদান থেকে বেআইনি কয়লা পাচার, কিংবা অবৈধ পাথর খাদান থেকে পাথরের ডাম্পার অবিরত চলছেই। তার সতর্ক তদারকি তো আর শুধু পুলিশের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। দরকার পড়ে দলের বীর কর্মীদের। নেতার নেক নজরে থাকলে কয়েক মাসেই ফুলে ফেঁপে ওঠা সম্ভব। তাদের সামনে এমন অনেক গৌরবময় উদাহরণ রয়েছে। গাড়ি পাচারের জন্য আদায়ের বখরা নিয়ে কখনো কখনো ঠোকাঠুকি লাগে বৈকি। তখন রক্তাক্ত সমাধান। ফলে শেষ পর্যন্ত সেই হানাহানি।

গ্রামে গ্রামে এখন রঙের বিভাজন। আমার পার্টি ওদের পার্টি, তাদের পার্টি। কোনো পার্টি করি না বা করব না বলা চলবে না। পার্টি তোমাকে করতেই হবে। নিরপেক্ষ থাকা চলবে না বাপু। রাজনীতিকদের বেজায় অপছন্দ ওই নিরপেক্ষ শব্দ–টায়। ওতে অনিশ্চয়তার ঘোলা মেঘ লুকিয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে তুমি কোনদিকে ঢলে পড়বে তার কি নিশ্চয়তা আছে! অতএব ভালোয় ভালোয় একটা বেছে নাও, নয়তো ধরে নেবো, তুমি তলে তলে শত্রুপক্ষকে শক্তি জোগানোর ফন্দী করছো। এই গেরো থেকে আজকের কোনো গ্রাম্য মানুষের রেহাই নেই। তারা নেতার কথায় হানাহানি করবে, মারবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেও মরবে, তবু এই কাজ থেকে বিরত হওয়ার সাহস পায় না, কারণ ততদিনে পুলিশের খাতায় নাম উঠে গেছে, বেগড়বাঁই করলে থানায় ভরে দেওয়া হবে, মিছে কেস্ দিয়ে নাজেহাল করা হবে, তারপরও বাড়াবাড়ি করলে এনকাউন্টার!

সেদিনের মারীচও সাহস করে বলতে পারেনি অনৈতিক কাজ করবেন না মহারাজ! আজকের মারীচেরাও তেমনই অসহায়। মারীচ–দের কোনো যুগেই নিস্তার নেই!

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

লাল চন্দন চাষে লাখ নয়, কোটি কোটি লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আপনি কি জানেন সাদা চন্দন ছাড়াও রয়েছে লাল চন্দন। হ্যাঁ, এটি কাঠের একটি অনন্য এবং বিরল রূপ, যা ভারতের গর্ব হিসাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। বিশেষ বিষয় হল লাল চন্দন চাষের লাভ আপনি লাখে নয় কোটিতে উপার্জন করতে পারেন, কারণ এর বাজারের চাহিদা 'লাল সোনার' মতোই থাকে।

লাল চন্দন কি

লাল চন্দন গাছ শুধুমাত্র ভারতের পূর্ব ঘাটের দক্ষিণাঞ্চলে পাওয়া যায়। লাল চন্দনের বিভিন্ন নাম রয়েছে যেমন Al-mugh, Saunderwood, Red Sanders, Red Sanderswood, Red Saunders, Rakt Chandan, Red Chandan, Ragat Chandan, Rukhto Chandan। লাল চন্দন গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Pterocarpus santalinus.

লাল চন্দনের বৈশিষ্ট্য

লাল চন্দন একটি ছোট গাছ, যা উচ্চতায় ৫-৮ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং গাঢ় লাল রঙের হয়।

কাঠের বিশেষ করে অভ্যন্তরীণভাবে, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চ চাহিদা রয়েছে।

লাল চন্দন প্রধানত খোদাই, আসবাবপত্র, খুঁটি এবং বাড়ির জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিরল লাল চন্দন তার শাব্দিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান এবং বেশিরভাগই বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

এ ছাড়া সাঁওতালিন, ওষুধ ও প্রসাধনী তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়।

লাল চন্দনের বিশেষত্ব

লাল চন্দন নামে পরিচিত এই মূল্যবান অর্থকরী ফসল থেকে ভারতীয়রা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত। এই বন্য গাছ কোটি কোটি টাকার ফলন দেয়, তবে এর বিকাশের জন্য প্রচুর যত্ন প্রয়োজন। ভারতে শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতেই পাওয়া যায়।

লাল চন্দন চাষ

লাল চন্দনের জন্য নুড়ি দোআঁশ মাটি প্রধানত উপযোগী।

এটি শুষ্ক গরম জলবায়ুতে ভাল জন্মে।

ভারতের যেকোনো জায়গায় লাল চন্দন চাষ করা যায়।

এটি ১০×১০ ফুট দূরত্বে রোপণ করা যেতে পারে।

প্রতিটি গাছ ১০ বছরের ফলন দেয় ৫০০ কেজি লাল চন্দন।

তাদের প্রথম দুই বছর আগাছামুক্ত পরিবেশে লাল চন্দন গাছ লাগান।

জমি ঘন ঘন চাষ করা হয় এবং ৪ মিটার × ৪ মিটার দূরত্বে ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি মাপের গর্ত খনন করা হয়।

লাল চন্দন বপনের উপযুক্ত সময় মে থেকে জুন।

লালচন্দন গাছ রোপণের পরপরই সেচ দেওয়া হয়। তারপর আবহাওয়ার অবস্থার উপর নির্ভর করে ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে সেচ দেওয়া যেতে পারে।

লাল চন্দন গাছের পাতা খেয়ে কৃমি এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত ফসলের ক্ষতি করতে পারে।তাই সাপ্তাহিক বিরতিতে দুইবার মনোক্রোটোফস ২% স্প্রে করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এই লাল চন্দন গাছের প্রজাতির বৃদ্ধি খুব ধীর এবং সঠিক পুরুত্ব অর্জন করতে কয়েক দশক সময় লাগে।

এটি একটি উচ্চ-চাহিদাযুক্ত ছোট গাছ যা ১৫০ থেকে ১৭৫ সেন্টিমিটার উচ্চতায় বৃদ্ধি পায়।এটি একটি স্টেম সহ ৯ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।

৩ বছরে এটি ৬ মিটার লম্বা হয়।

এই গাছ হিম সহনশীল নয়।

লাল চন্দন কাঠ ঐতিহাসিকভাবে চীনে মূল্যবান ছিল যারা শাস্ত্রীয় চীনা প্রবর্তন করেছিল। লাল চন্দন প্রধানত মূল্যবান কাঠের একটি।

জঙ্গলমহলে এবার লাল চন্দন চাষ! বন দফতরের প্রস্তুতি তুঙ্গে পূর্বঘাট পর্বতমালার সেশাচালাম পর্বতের জঙ্গলে শুধু মেলে এই কাঠের সন্ধান। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিজে নিজেই বাড়ছে এই গাছ। গাছের পেছনে রয়েছে হাজার হাজার চোরাকারবারিদের সংযোগ। কয়েক ট্রাক এই গাছের কাঠ অন্য দেশে পাঠাতে পারলেই কেল্লাফতে। কথা হচ্ছে লাল চন্দনের। সাদা চন্দনও ভীষণ দামি কাঠ সেখানে লাল চন্দন নিয়েতো কোনও কথাই হবে না। এই কাঠ নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। কীভাবে চাষ হয়, কত টাকা লাগে, সরকারি কি আইন রয়েছে ইত্যাদি।

এবার লাল চন্দন নিয়ে জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের সুখবর দিল বন দফতর। লাল মাটিতে এবার লাল চন্দন চাষের পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্রস্তুতি। এবার বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া এই চার জেলায় রক্ত চন্দনের চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছে বন দফতর। সুত্রের খবর এই চার জেলা জুড়ে ৪৩ হাজার চারা বসানো হবে। বন দফতর মনে করছে এই চার জেলার মাটি শুস্ক যে মাটি লাল চন্দন গাছের চাষের জন্য একদম যোগ্য।

লাল চন্দন: লাল চন্দন চাষে লাখ নয়, কোটি কোটি লাভ, জানুন কীভাবে বড় করবেন এই দুর্লভ গাছ এই সময় সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী বিষ্ণুপুর, হিড়বাঁধ ও মানবাজার এই চারটি স্থানে ১১ হাজার করে লাল চন্দনের চারা বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যদি এই চাষে সাফল্যের মুখ দেখা যায় তাহলে আগামী দিনে গোটা রাজ্য জুড়ে বড় পরিসরে চাষ হবে লাল চন্দনের। লাল চন্দন খুবই ব্যয় বহুল। আর এই কাঠের চাহিদা জাপান, চিন ইত্যাদি দেশে প্রচুর। মেলে মোটা টাকাও। তাই রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে এই চন্দন চাষের পন্থা নিচ্ছে বন দফতর। যদিও হিড়বাঁধ এলাকায় শ্বেত চন্দনের চাষ আগে থেকেই হয়।

মিশ্র চাষে লাভের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ময়নাগুড়ির গোয়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবি মৌসুমে দুই বিঘা জমিতে কয়েক ধরনের সবজি চাষ করে লাভবান হচ্ছেন ময়নাগুড়ির বাসিলারডাঙ্গা এলাকার কৃষক গোয়েন রায়। তার দুই বিঘা জমিতে লঙ্কা, পটল এবং কচু চাষ করে আর্থিক দিক থেকে লাভবান হচ্ছেন। কৃষক প্রতি সপ্তাহে কয়েক হাজার টাকার লঙ্কা ময়নাগুড়ি হাটে বিক্রি করেন।

আর এদিকে এক বিঘার বেশি জমিতে পটল

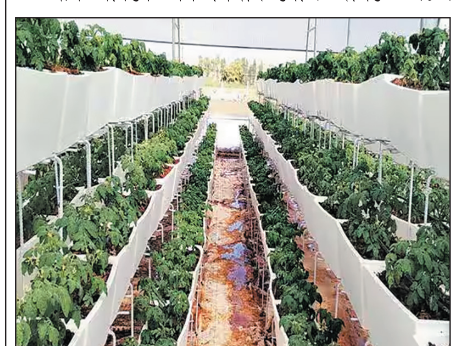

গাছের লতা পাতা সে রকম ভাবে বিস্তার হয়নি, তার আগেই ভালো পরিমানে ফুল-ফল দেখা দেওয়ায় ভালো পরিমান ফলন পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করছেন গোয়েন বাবু। তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে এই মৌসুমে বিভিন্ন সবজি চাষ করে ক্ষতির্মুখ দেখতে হয়নি। আর এই মৌসুমের তিন ধরনের সবজি চাষ করে লাভবান হওয়ার আশা প্রকাশ করছেন।

জঙ্গলমহলে এবার লাল চন্দন চাষ! বন দফতরের প্রস্তুতি তুঙ্গে

কৃষক গয়েন রায় বলেন, দুই বিঘা জমিতে লঙ্কা, পটল আর কচু চাষ করতে প্রায় ১৮-২০ হাজার টাকা খরচ হয়। যদিও লঙ্কা চাষ করতে ভালো পরিমান রাসায়নিক সার ও অর্থ ব্যয় হয়। পটল আর কচু চাষের ক্ষেত্রে সেরকম রাসায়নিক সারের পরিমাণ সেরকম ভাবে লাগেনা। তাই অর্থ ব্যয় খুবই কম খরচ হয়।

সৌজন্যে : কৃষি জাগরণ

বিশ্ব যোগদিবস উদযাপনে শামিল 'শস্যগোলা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবম বর্ষ বিশ্ব যোগদিবস উদযাপনে শামিল হল রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলা। ২১ জুন বুধবার এই উপলক্ষ্যে জেলার নানা প্রান্তে বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে যোগব্যায়াম সহ যোগ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেই সকল অনুষ্ঠানে শতাধিক আবালবৃদ্ধবনিতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। জেলা সদর শহর বর্ধমানের রেনেসাঁ টাউনশিপ ময়দান, ধোকরাশহিদ, নবাবহাট তালপুকুর আদিবাসী পল্লী এলাকায় শত শত উৎসাহীর উপস্থিতিতে যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদযাপন করা হয়েছে। জেলার সীমান্তবর্তী দুই মহকুমা শহর কাটোয়া এবং কালনাতেও একাধিক সংস্থা যোগ দিবস উদযাপন করে। এদিন কালনা শহরে অর্ধ শতাধিক শিশু-কিশোরকে নিয়ে একটি যোগব্যায়াম প্রদর্শনী সহ যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বাসিন্দা তথা বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতায় একাধিক পদক জয়ী 'যোগকন্যা' রামিশা দফাদার।

সাতগাছিয়াতে যোগা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্ত বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৯তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপিত হলো বজ বজ-২ ব্লকের সাতগাছিয়া সূর্য সারথী ক্লাবে। প্রায় ১৫০ জন এই কর্মসূচিতে যোগদান করেন। ৩০ মিনিট যোগা ও প্রাণায়াম এর প্রশিক্ষণ করেন যোগা গুরু শ্রীকান্ত মন্ডল। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর রজত শুভ্র নস্কর বলেন, যোগ আমাদের নীরোগ ও সুস্থ রাখে। তাই প্রতিদিন যোগ করা।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এপিএ কপিল কুমার, আশিস রায়, মানস নস্কর, রাজ কুমার দাস, সুপ্রিয় রায়, তৃপ্তি পাল, কুমারেশ দাস প্রমুখ।

রক্তদান শিবির

অহীন ঘোষ: কাকদ্বীপ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ী সমিতির এক মুখপাত্র সমীর মাইতি এই প্রতিবেদককে বলেন, আমাদের আরও পরে এই রক্তদান শিবির হওয়ার কথা ছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে রক্তের প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য আমরা দ্রুত আলোচনা করে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে পেরেছি। কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের সহযোগিতায় প্রায় একশত জন মহিলা পুরুষ রক্তদান করেন।

জল যন্ত্রণার সমাধানে

প্রথম পাতার পর

ভোটের আগে হাত জোড় করে ভোট চাইতে আসে। কিন্তু ভোট মিটে গেলেই কারোর দেখা পাওয়া যায় না। এদিকে এখানে না আছে জলের ব্যবস্থা, না আছে রাস্তার ব্যবস্থা। তাই আমরা ঠিক করেছি এ বছর কোনও পঞ্চায়েত প্রার্থীকে ভোট দেব না। রাস্তা, নিকাশি সহ পানীয় জল সবেরই চূড়ান্ত অব্যবস্থা। পঞ্চায়েতকে এর আগে একাধিকবার জানানো হয়েছে। এমনকি এর আগে অবরোধও করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। তাই এবার এই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা সমস্ত গ্রামবাসীরা ভোট বয়কট করব বলে ঠিক করেছি।'

এ প্রসঙ্গে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিদায়ী উপপ্রধান নির্মল কর বলেন, জমে থাকা জলের সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছি। আসলে এখানে শীল লেনের কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে এখানকার যে প্রধান নয়ানজুলি ছিল, যেখানে এই সব জমা জল গিয়ে পড়ত সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা নিয়ে রাজ্য সরকার সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও হয়েছে। এমনকি ড্রেনের জল নিষ্কাশনের জন্য সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার একটা হয়েছে। সেটা দিন পনেরো আগে অ্যাপ্রুভও হয়েছে। এখন এটা পি ডব্লিউ ডির কাছে যাবে, এরপর টেন্ডার ডেকে কাজ হতে হতে প্রায় আরও দু-তিন বছর লাগবে। কিন্তু এতদিন তো লোকগুলো জলের তলায় থাকতে পারে না। এজন্য আমরা অস্থায়ীভাবে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা করার জন্য ডিএম, এসডিও, ফায়ার বিগ্রেড, পিডব্লিউডি-র ইঞ্জিনীয়ারদের ডেকে এনে সরেজমিনে সব দেখিয়ে জরুরিকালীন তৎপরতায় উদ্যোগগ্রহণের জন্য আবেদন জানিয়েছি। মুড়াগাছা মোড় থেকে শুরু হয়ে কাপা চাকলা হয়ে কাঁচরাপাড়া, বীজপুর অবধি কমবেশি এই সমস্যায় পীড়িত। তাই জলটা বের করার জন্য দিনরাত পাম্প চালিয়ে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি।' তবে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছে সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষক মহল।

রাজনীতির বিষবাষ্প

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশকে রাজ্যজুড়ে এধরনের হিংসাত্মক ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং বিরোধীদের চক্রান্ত বলে সাফাই দিতে দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে, ২০ জুন প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের পরপরই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহ আরও কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। রাজ্যজুড়ে গ্রাম সংসদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ আসনে ঘাসফুল প্রতীকে কয়েক হাজার দলীয় প্রার্থীর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভই তাঁদের এই উৎসাহের কারণ। তবে, এবারেও যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ সম্ভব হবে না তা ইতিমধ্যেই বিজেপি, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে কারণে, ভোটের দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে রাজ্যজুড়ে সাধারণ ছাপোষা মানুষের মনে ফের অশান্তির আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছে। 'বিশ্ব শান্তি'র জন্য নোবেল প্রাপক মাদার টেরিজার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ কবে যে এই হিংসাশ্রয়ী ঘৃণ্য রাজনীতির ভয়ংকর বিষবাষ্পের কবল থেকে বের হয়ে আসতে পারবে সেদিকেই তাকিয়ে আমজনতা।

বঙ্গে উধাও বর্ষা

প্রথম পাতার পর

কাশীবাবু গত ১৯৮৩ সালের ২৫ জুন আলিপুর বার্তায় লিখেছিলেন, 'যেভাবে আমরা অবিমৃশ্যকারিতা, ভোটলোলুপতা ও বৈজ্ঞানিক অপচেতনার সঙ্গে মরুর বুকে ক্রমবিস্তারিত সেচের খাল টেনে জল সিঞ্চন করে চলেছি তাতে মৌসুমী বায়ুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মৌসুমী জলবায়ু প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু কার্যকারিতার অন্য মরুভূমির প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। অবশ্য ভারতে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। প্রতিনিয়তই বেশি মুখের খোরাক যোগাতে হলে উৎপাদনও দ্রুতহারে বাড়ানো দরকার। এক ফসলী জমিকে বহুফসলী ও প্রায় অনাবাদী জমিকে আবাদী করার জন্য সেচের পরিমাণ বাড়াতেই হবে।

রাজস্থানের মরু অঞ্চলের চারিদিকে মরু প্রায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ, পূর্ব রাজস্থান, গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলে সেচ বাড়ালে ও বৃক্ষ রোপণ করলে ভালই হবে। কারণ, তাতে মরু অঞ্চল নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকবে, বাড়তে পারবে না। মরু অঞ্চল বাড়লে বৃহত্তর এলাকা নিয়ে নিম্নচাপ অঞ্চল গড়বে, কিন্তু তার গভীরতা কমবে এবং ফলে কমজোরী হয়ে দূরের বাতাসকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাও কমে যাবে।'

২৩ জুন কলকাতা হাইকোর্টে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্মবলিদান দিবস উদযাপন করলেন আইনজীবীরা।

চ্যালেঞ্জের মুখে প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

কেউ যদি এই প্রশ্ন নিয়ে আদালতে যায় যে, কোন স্বার্থে রাজ্য নির্বাচন কমিশন বারবার জনস্বার্থের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাহলে সেটাও ইডি সিবিআই তদন্ত ডেকে আনবে বলেই বাঙালির আশঙ্কা। এত তদন্ত পেরিয়ে আদৌ পঞ্চায়েত নির্বাচনটা হবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

এই প্রশ্ন আরও ঘনীভূত করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাহিনী দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তারা এক সঙ্গে ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে অপারগ। আর যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই ভোট করতে হয় তাহলে দফা বাড়ানো ছাড়া গতি নেই। আবার এক দফায় রাজ্য পুলিশ দিয়ে ভোট করাতে হলে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলবে মনোনয়ন পর্বের সন্ত্রাস। অতীতের ২০১৮ এবং ২০২৩এর মনোনয়ন পর্বের নির্বাচনী রক্ত সাধারণ মানুষ, ভোট কর্মীদের সামনে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলবেই। সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে ইতিমধ্যে কাঠগড়ায় ওঠা রাজ্য নির্বাচন কমিশনকেই।

আগামী ৭ জুলাইয়ের মধ্যে উলুবেড়িয়া মনোনয়ন কাণ্ডের প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতের কাছে দেওয়ার কথা সিবিআইয়ের। ৮ জুলাই ভোট। রাজ্যের প্রশাসনিক আমলাদের কাছে এ এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ। কি হতে চলেছে তা বলবে বাঙালির ভবিষ্যৎ।

কেউটে ধরতে গিয়ে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিষধর কেউটে সাপ উদ্ধার করে অন্যত্র ছেড়ে দেওয়ার আগেই সাপের ছোবল খেয়ে জীবন্ত সাপ নিয়ে হাসপাতালে হাজীর হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি কোস্টাল থানার ঝড়খালি ১ নম্বর গ্রামে। আনন্দ মন্ডল নামে ওই ব্যক্তি বর্তমানে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁকে ২৫টিএভিএস দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সুত্রের খবর। জানাগিয়েছে, 'ঝড়খালি ১ নম্বর গ্রামে জনৈক গৌরাঙ্গ সাহার বাড়িতে বিষধর কেউটে সাপ ঢুকে

পড়েছিল। সাপটি মেরে ফেলার জন্য গ্রামবাসীর উদ্যোগ নেয়। এমন কথা শুনে ঘটনাস্থলে হাজির হন আনন্দ মন্ডল। তিনি কেউটে সাপটিকে ধরে ফেলেন। সাপটি কৌটোয় ভর্তি করার আগেই তার ডান হাতে কামড় বসিয়ে দেয়। আনন্দ'র কথায়, 'পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাপ কে বাঁচানো অত্যন্ত জরুরী।এর আগেও বহু বিষধর সাপ উদ্ধার করে অন্যত্র ছেড়ে দিয়েছি।এদিন সামান্য অসাবধানতার জন্য এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে জীবন্ত কেউটে কে তার নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী'র আত্মবলিদান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার সকালে ক্যানিং স্টেশন সংলগ্ন ভারতীয় জনতা পার্টী অফিসে পালিত হল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ৭১ তম আত্ম বলিদান দিবস। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন এবং ভারত মাতা ও ডঃ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জয়নগর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সহ সভাপতি পবিত্র পাত্র। উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতা কৃষ্ণ দেবনাথ,ক্যানিং ১ মন্ডল সভাপতি মনোজ সরকার,সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র ঘোষ,ক্যানিং ১ মন্ডল যুবমোর্চ সভাপতি শঙ্কর দাস, শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ সুব্রত পাল, যুব মোর্চাক্যানিং ১ মন্ডল যুব মোর্চা সহ সভাপতি কর্ণ নস্কর সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

পুলিশ ফেরালো চুরি যাওয়া ফোন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ জুন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী তাঁর দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের অন্তর্গত যতগুলি থানা আছে সেখানে চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন প্রায় ৪৫০টি উদ্ধার করা হয়। গত পাঁচ মাস ধরে ৭৭ জনকে এর আগে মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এস পি জানান এই মোবাইল উদ্ধার চলবে। কেউ বিপদে পড়লে যেন পুলিশের দ্বারস্থ হন।

ছবি : অরুণ লোধ

রথযাত্রাতেই শুরু উৎসবের কাউন্ট-ডাউন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার জগন্নাথ দেবের রথের রশিতে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর কাউন্ট-ডাউন শুরু হয়ে গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই প্রায় একই চিত্র। এদিন শ্রীক্ষেত্র পুরীর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই হিন্দু সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণা আবালবৃদ্ধবনিতা জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার বিগ্রহ সহকারে রথ সাজিয়ে পথপরিক্রমায় নেমে পড়ায় দিকে দিকে এক উৎসবমুখর আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধুলিপুষ্ট নদিয়ার নবদ্বীপ, মায়াপুর, শান্তিপুর সহ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া, দাঁইহাট প্রভৃতি পূণ্যধামে যথাযথ মর্যাদায় রথযাত্রা উৎসব উদযাপিত হয়। এদিন সাধারণ মানুষের সঙ্গেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই উৎসবে শামিল হয়েছিলেন। রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও মন্ত্রী সহ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসংখ্য জনপ্রতিনিধিকে হাতে হাতে রথের রশি ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। এদিকে সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন।তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা এদিন জনসংযোগের সুযোগটুকু কোনওমতেই হাতছাড়া করতে না চাওয়ায় এই উৎসবে তাঁদেরও নানাভাবে শামিল হতে দেখা যায়।এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীরামপুরে রথযাত্রাপথে ঝাঁট দিয়ে রথের রশিতে টান দেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এই জেলার ভাতারে লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে জমজমাট রথযাত্রার সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক তথা

আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের অন্যতম প্রার্থী মানগোবিন্দ অধিকারী। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এদিন থেকে ভাতার হাইস্কুল ময়দানে দশদিন ব্যাপী উৎসব শুরু হল। এলাকার বাসিন্দাদের অভিনীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত রথের রশি নাটকটি ছিল এই উৎসবের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। এদিকে, হাতে আর মাত্র মাস তিনেকের মতো সময় থাকলেও কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের মফস্বল শহরগুলিতে এখন থেকেই দুর্গাপুজোর জন্য সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিগ বাজেটের পুজো উদ্যোক্তাদের এবারের সামগ্রিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের কাজটুকুও গুটি গুটি পায়ে এগোতে শুরু করেছে। বিভিন্ন ক্লাবে মহাসমারোহে কাঠামো বা খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কুমোরটুলিতে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো বাঁধার কাজও একপ্রকার শেষ বললেই চলে। কিছু কিছু জায়গায় তো কাঠামোয় দো'মাটির প্রলেপ দেওয়ার কাজ চলছে। বিভিন্ন জায়গায় চিরাচরিত প্রথা মেনে ঐতিহ্যবাহী তথা বনেদি বাড়িগুলির দুর্গাপ্রতিমার কাঠামোয় এদিনই প্রথম মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। আয়োজিত হয় কাঠামো পুজো। এভাবেই প্রথাগত রীতির মধ্য দিয়ে এবারও ঘরের মেয়ে উমার আবাহন শুরু হয়ে গেল। এর পাশাপাশি চিরাচরিত রীতি মেনে চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় শুরু হয়েছে আগামী বছরের যাত্রাপালার বুকিং পর্ব। এককথায় আষাঢ়ের বর্ষায় শুরু হল আশ্বিনের শরতের আবাহন। প্রভু জগন্নাথ যে উৎসবের সূচনা করলেন তা থামবে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভ কামনায়। দিন গুনছে রাজনীতির টানাপোড়েনে ক্লান্ত বাঙালি।

জেসিবির চাকায় পিষ্ঠ কিশোর, চালক পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ পুলিশ জেলার অন্তর্গত গোপালনগর। বৃহস্পতিবার বিহারি গ্রাম পঞ্চায়েতের চিনিলি এলাকায় জেসিবির চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে বছর সতেরোর এক কিশোর মামুন মণ্ডল বাবার চাষের জমির কাজ দেখে সাইকেল করে বাড়ি ফিরছিল। এই সময় হঠাৎই একটি জেসিবি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ওই কিশোরকে। জেসিবির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মামুন মণ্ডলের। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্ঘটনার সাথে সাথেই গাড়ির চালক পালায়। উত্তেজিত জনতা জেসিবিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন এবং গোপালনগর থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গোপালনগর থানার পক্ষ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ এলাকাবাসী। মামুন মণ্ডলের বাবা বলেন, 'আমার ছেলে চাষের জমির বীজতলা দেখে বাড়িতে আসার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ওখানে একটি জেসিবি মাটি কাটার কাজ করছিল। আগুপিছু করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিশোরের উপর দিয়ে চলে যায়। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হচ্ছে।

মহানগরে

৯৫ নম্বর ওয়ার্ডে নয়া জলাধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের গল্ফগ্রিনের শীতল খোলায় ১৪ জুন ৩১ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধার ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকায় ভূপৃষ্ঠের পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবার বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পে সূচনা করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ২০১১-র পালাবদলের পর এই নিয়ে কলকাতা পৌর এলাকা ৭১টি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন হল। এর দ্বারা আজাদগড়, সমাজগড়, অরবিন্দনগর, অশ্বিনীনগর, বিজয়গড়–সহ গল্ফগ্রিনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কয়েক লক্ষ বাসিন্দার পানীয়জলের সমস্যা মিটবে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৭ কাঠা জমিতে এই পাম্পিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। কোভিডের জন্য এতো দেরির পর বর্তমানে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই পাম্পিং স্টেশনটি তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, কলকাতা পৌর এলাকার দৈনিক ৫৪৫ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়।

তিন ধাপে 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বন্ড' আনছে পৌরসংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫, ৭ এবং ১০ বছর মেয়াদের কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বন্ড' কলকাতা পৌরসংস্থা বাজারে আনছে। বন্ডের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ক্রেতা সুদাসলে পুরো টাকাটাই হাতে পাবেন। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, চলতি ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে বাজারে আসবে কলকাতা পৌরসংস্থার বন্ড। তিন ধাপে এই বন্ড খোলা বাজারে আসবে। পৌরসংস্থার আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, প্রতি ধাপে বন্ড বিক্রি করে মোট ১,০৫০ কোটি টাকা কলকাতা পৌরসংস্থা তুলতে চায়। শেষ পৌর বাজেটে লক্ষ্য করা গেছে, পৌরসংস্থার ঋণের বোঝা অনেক। এই বন্ড বাজারে এনে সেই ঋণের বোঝা কমাতে চায় কলকাতা পৌরসংস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেয়ারের তুলনায় বন্ডের সুরক্ষা বেশি। স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতা পৌরসংস্থার বন্ড বাজারে আসার খবরে লগ্নিকারীদের উৎসাহ চরমে উঠেছে।

'সিসি' নিয়ে কড়া আইন নেই পুরসভার, চলছে যথেচ্ছচার

বরুণ মণ্ডল

কোনো বিল্ডিংয়ের 'কমপ্লিশন সার্টিফিকেট' (সি সি) ইস্যু হওয়ার আগে সেই বিল্ডিংয়ের মিউটেশন কী করে সম্ভব হচ্ছে? কী এই 'কমপ্লিশন সার্টিফিকেট'? আইন মোতাবেক এবং কলকাতা পৌরসংস্থা অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি তৈরি হয়েছে কী না তারই প্রমাণ এই শংসাপত্র। আর সি সি ছাড়াই মিউটেশনের অনুমতি কেন দেওয়া হচ্ছে? কী করে সি সি ইস্যু হওয়ার আগেই মিউটেশন করে প্রমোটার বা ডেভলপাররা মানুষজনকে বিল্ডিংয়ে পজেশন দিয়ে দিচ্ছে? আবার মিউটেশন হয়ে যাওয়ার পর এই সমস্ত বেআইনি কনস্ট্রাকশনের বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে? ১৭ জুন পৌর অধিবেশনে ১২১ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রশ্নের জবাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ১৯৮০ – র কলকাতা পৌর নিগম আইনের ধারা ১৭৮ – এর ৫ উপধারা অনুসারে সি সি না থাকলেও যদি বাড়িতে লোকজন বসবাস শুরু করে, তাহলে উক্ত বাড়িটির কর নির্ধারণ করা যায়। কোনও অবস্থায় কোনও মিউটেশন পৌরসংস্থার আইনের অন্যান্য কোনও ধারায় লঙ্ঘিত হলেও তাকে মান্যতা প্রদান করা যায়। এমন কোনও বেআইনি বাড়ির ক্ষেত্রে যদি মিউটেশন দেওয়াও হয়ে থাকে। তাহলে বেআইনি বাড়িটি আইনত হয়ে যাবে না। এবং তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সি সি ইস্যু হওয়ার আগে মানুষকে বিল্ডিংয়ের পজিশন দিয়ে দিলেও বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট পেনাল্টি নিয়ে তবেই সি সি ইস্যু করে থাকে। কিন্তু পজেশন নেওয়ার আগে সি সি – র জন্য কোনও ফিজ নেওয়া হয় না। মহানাগরিক আরও বলেন, 'যদিও এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, সি সি'র বিষয়ে বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টকে সজাগ সচেতন থাকতে হবে। কারণ হচ্ছে যে, পজেশন ছাড়া কলকাতা পৌরসংস্থার ক্ষতি হোক বা না হোক, সি সি ছাড়া পজেশন দিলে যারা ওই ফ্ল্যাটে আসছেন, তাদের স্বার্থ রক্ষা হয় না। অনেক সময়ে জলের অভাব দেখা দেয়। অনেক সময়ে ড্রেনেজ ঠিক মতো থাকে না। লিফ্ট ঠিক মতো থাকে না। মহানাগরিকের বক্তব্য, এটা একটা বড়ো আইন করা উচিত যে, সি সি ছাড়া পজেশন দেওয়া যাবে না। প্রমোটাররা অনেক সময় দেরি করে। মানুষজন যারা ফ্ল্যাট বুক করে, তাদের অবস্থা দোটানায় পড়ে যায়। কারণ তাদের বাড়ি ভাড়াও যায় আবার ই এম আইও চলে যাচ্ছে। তখন তারা নির্মীয়মাণ বাড়িতেই ঢুকে যেতে একরকম বাধ্য হয়। এটার জন্য পৌরসংস্থাকে 'রেরা অ্যাক্টে' যাওয়া উচিত। যাতে প্রমোটারের পেনাল্টি হবে। এবং দরকার হলে তাদের রেজিস্ট্রেশনও বাতিল হবে। রাজ্যের আবাসন দফতরকে এটা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

বেআইনি কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে মিউটেশনের কোনও সম্পর্ক নেই। মিউটেশন হয়ে গেলেও বেআইনি নির্মাণটা ততক্ষণ পর্যন্ত আইনি হয় না। যতক্ষণ না হেয়ারিং হবে প্রসেস হবে, ততক্ষণ বেআইনিটি বেআইনি। হ্যাঁ, ঠিক যে, মিউটেশন না হওয়া বাড়িতে লোকজন বসবাস করছে, তখন ভাঙার ক্ষেত্রে পৌরসংস্থাকে প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়। আর জল এবং ড্রেনেজ কানেকশন কখনোই বন্ধ করা যায় না। এটা সকলের মৌলিক অধিকার। তবে হ্যাঁ, বেআইনি যদি হয়ে থাকে তবে নিশ্চিত ভাবে যে অফিসারটা একাজটা করেছেন, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিল্ডিং শুরু হওয়ার সময় বিল্ডিং নির্মাণের জন্য (কনস্ট্রাকশন কানেকশন) জলের একটা ছোটো কানেকশন নেয় প্রমোটার। আর মানুষজনও ওই জলের লাইন দেখেই বাড়িতে ঢুকে যায়। কিন্তু ওই ফ্ল্যাটে যখন সকল মানুষজন এসে পড়ে তখন দেখা যায় পর্যাপ্ত জল নেই। আসলে সকলের উচিত, সি সি দেখেই তবেই বিল্ডিংয়ে পজেশন নেওয়া। আসলে সি সি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। আর নতুন নিয়মে সি সি না থাকলে মিউটেশনই করা যাবে না। মহানাগরিক একাধিকবার বলেছেন, বাড়ির অন্যান্য কাগজপত্রের মতো সি সিও একটি আবশ্যিক কাগজ। এখন থেকে সমস্ত বাড়ির ক্রেতা যেন সি সি পেয়ে তবেই বাড়িতে প্রবেশ করেন। এবার এই সি সি – র জন্য একটি নয়া আইনে রাজ্যপাল স্বাক্ষর করলো। নয়া আইনানুযায়ী অনলাইনে সি সি – র আবেদন করলে ১৫ দিনের মধ্যেই সি সি মিলবে সেজন্য পৌরসংস্থায় আসারও কোনও প্রয়োজন নেই। যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কেন পেতে দেরি হচ্ছে তাও লেখা থাকবে। তবে সি সি পাওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় কাগজপত্র ঠিক মতো থাকতে হবে। পৌরকর্তাদের ধারণা, নয়া ব্যবস্থায় দালালদের উৎপাত কমবে। আবেদন করার ১৫ দিনের মধ্যে পরিষেবা না পেলে পৌরকর্তাদের বক্তব্য, সরাসরি কলকাতা পৌরসংস্থার কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করুন। যদিও অনলাইনে জানতে পারা যাবে কেন সি সি পাওয়া যাচ্ছে না। সি সি না পাওয়াতে কোথায় কোথায় সমস্যা আছে। সেই সমস্যার সমাধান করে আবার আবেদন করুন।

গেস্ট হাউসের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ কলকাতাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার ১২ নম্বর বরোর অন্তর্গত পূর্ব কলকাতার কসবা–হালতুস্থিত ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের নবাগতা পৌরপ্রতিনিধি লিপিকা মান্নার অভিযোগ নিজ ওয়ার্ডের বর্তমান স্থায়ী বাসিন্দাদের এলাকার মধ্যেই দিন–দিন 'গেস্ট হাউস' ও 'ওওয়াইও' সংখ্যায় ক্রমশ বেড়েই চলেছে যা ১০০ ছাড়িয়েছে। সে কারণে সাধারণ মানুষের বসবাসের জন্য সুস্থ পরিবেশ আজ বিব্রত ও নানান অপ্রীতিকর ঘটনা দিনে–রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অশালীন শব্দ প্রয়োগ, বহিরাগতদের আনাগোনা নানান ঝুটঝামেলা অনবরত লেগে থাকার কারণে স্থানীয় সাধারণ মানুষজন সন্ধের পর আর বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছেন না। সাধারণ মানুষজন স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির দ্বারস্থ হচ্ছেন।

একটি সাধারণ বসতিযুক্ত ওয়ার্ডের মধ্যে যেখানে নিকটবর্তী কোনো এয়ারপোর্ট বা তীর্থস্থান বা রেলওয়ে স্টেশন নেই বা কোনো দর্শনীয় স্থানও নেই অথচ 'রেসিডেন্সিয়াল' এলাকায় এই ধরনের 'গেস্ট হাউস' এবং 'ওওয়াইও' ব্যবসার 'লাইসেন্স' কীভাবে পাচ্ছে? প্রত্যেকটি 'গেস্ট হাউস' কলকাতা পৌরসংস্থা লাইসেন্স দফতরের খাতায় নথিভুক্ত আছে কীনা কীভাবে জানা যাবে? তৃণমূল পৌরপ্রতিনিধি লিপিকা মান্নার আরও প্রশ্ন, এই 'গেস্ট হাউস' গুলোর জন্য কী কলকাতা পৌরসংস্থা কোনোভাবে আর্থিক লাভবান হচ্ছে? এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষের উদ্ভূত সমস্যা গুলি কীভাবে মেটানো সম্ভব হবে? অথবা কার দ্বারস্থ হলে এই সমস্যা মিটবে? এবং 'রেসিডেন্সিয়াল' এলাকায় এই ধরনের 'গেস্ট হাউস' স্থাপনের বিষয়ে নতুন করে অনুমতি দেওয়া কী বন্ধ করা যায়?

১৭ জুন পৌর অধিবেশনে ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লিপিকা দেবীর এইসব প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় গেস্ট হাউস করায় আইনত কোনো বাধা নেই। পৌরসংস্থার হাতে এমন কোনো আইনও নেই যে, রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় গেস্ট হাউস করা যায় না। রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ে ৪২টি গেস্ট হাউস আছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে, এখন অফলাইনে ট্রেড লাইসেন্স হয় না। সবাই অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স করে নেয়। ফলে কারা লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছে, আর কারা লাইসেন্স না নিয়ে ব্যবসা করছে, এটাও সবসময়ে পৌরসংস্থার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যদিও পরে কোনো একসময়ে পৌর লাইসেন্স দফতর ওই ঠিকানায় গিয়ে একবার ইন্সপেকশন করে। যদি লাইসেন্স ক্যানসেল করার কথা মনে হয়, তখন সেই লাইসেন্স ক্যানসেল করার ক্ষমতা দফতরের হাতে আছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গেস্ট হাউস তৈরি হতেই পারে। আর সেই গেস্ট হাউসের লাইসেন্স আটকানোর ক্ষমতা আইনত কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে নেই।

পৌর অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি লিপিকা মান্না আরও জানান, তাঁর ওয়ার্ডে ১৪ ছটাক বা ১২ ছটাক জমির ওপর যে ছোটো ছোটো একদম স্ট্রেইট চারতলা বা পাঁচতলা বাড়ি গুলি আছে তাতে গেস্ট হাউস আছে। ফলে আশেপাশের বাড়ি গুলি বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। কারণ ওই বাড়ি গুলিতে গেস্ট হাউস করার মতো এসেনশিয়াল কোনও এক ফোঁটাও জায়গা নেই। ফলে ওই বাড়ি গুলি একটু অন্যরকম ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, হ্যাঁ জানি, এই গেস্ট হাউস গুলি এলাকায় বিভিন্ন ডিস্টার্বেন্স করছে। কিন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষেও আইনত কোনো ক্ষমতা নেই যে, ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের ওই নির্দিষ্ট গেস্ট হাউসকে বন্ধ করার। একটা উপায় হতে পারে যে, রেসিডেন্সিয়াল বাড়িতে গেস্ট হাউস তৈরি হলে, ওই বাড়িটি পৌরসংস্থা কমার্সিয়ালে কনভার্ট করতে পারে। তাতে ট্যাক্স দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। একটা এলাকায় গেস্ট হাউস তৈরি হচ্ছে, তাকে আটকানোর ক্ষমতা পৌরসংস্থার নেই। বরং উল্টে বর্তমানে রাজ্য সরকার এখন বলছে যে, বাড়িতে বাড়িতে 'হোম স্টে' তৈরি করুন। সুতরাং এটা একটা পৌরসংস্থার কাছে অসুবিধার কারণ। নিশ্চিতভাবে মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি হয় এরকম গেস্ট হাউসের ফলে। কারোর বাড়ির পাশেই যদি একটা গেস্ট হাউস তৈরি হয়, তাতে চেঁচামেচি– হৈ– হুল্লোড়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার তো 'টুরিজিম' যাতে আরও বাড়ে, সেজন্য চেষ্টা করছে বাড়ি বাড়িতে 'হোম স্টে' গড়ে উঠুক। এদিকে, পৌরঅধ্যক্ষা মালা রায় পৌরপ্রতিনিধিকে জানান, যে যে গেস্ট হাউস গুলি ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই বাড়ি গুলির একটি তালিকা তৈরি করে পৌরসংস্থায় জমা করে দিতে। তাতে পৌরসংস্থা দেখে নেবে ওই গেস্ট হাউস গুলি ঠিক কী অসুবিধার সৃষ্টি করছে।

লেন্স বার্তা

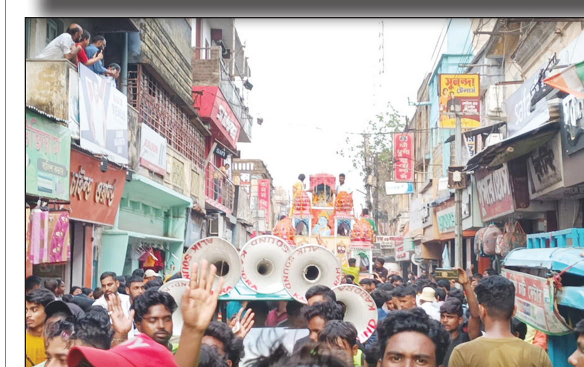

সিউড়িতে রথ ঘিরে উচ্ছ্বাস ভক্তদের।

ড্রাইভার কেবিনের দরজা হাট করে খোলা। ছুটছে গাড়ি। বোম্বে রোড হোক বা দিল্লি রোড। প্রখর রোদে চালকদের প্রায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, আসছে বছর থেকে ড্রাইভার কেবিনে এসি বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা করছে ভারত সরকার।

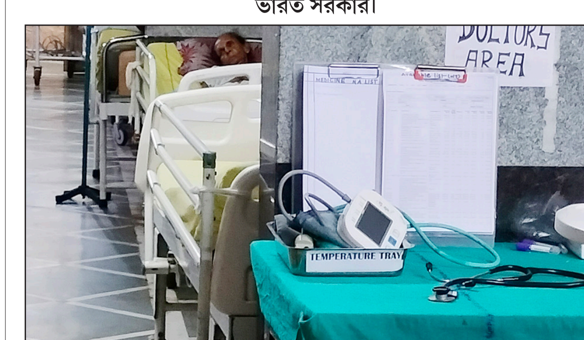

এম আর বাঙ্গুর, বাইরে থেকে নামেই ঝাঁ চকচকে জেলা হাসপাতাল। ভিতরে ঢুকলেই অন্য ছবি, ডিজিটাল এবং এনালগ প্রেসার মাপার যন্ত্র বিকল। সাথে মহিলা ওয়ার্ডে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেড়ালের দল।

বারুইপুর থেকে বারাকপুর সব স্টেশনের একই ছবি। উদ্বাস্তুতে ভরা।
ছবি : অভিজিৎ কর

দ্বারোদঘাটন : ১৮ জুন কলকাতার ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত জোড়াপুকুরে রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রভু জগন্নাথ–বলরাম–সুভদ্রা'র মূর্তি ও ফিতে কেটে তৎসহ মোমবাতি প্রোজ্জ্বল করে মন্দিরের উদ্বোধন করলেন ১২৮ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি পার্থ সরকার। ছবি – সৌমিত্র সরকার

মাসির বাড়ির রথযাত্রা দেখতে উপচে পড়ল ভিড়

মলয় সুর, হুগলি : উপচে পড়া ভিড়। কড়া নিরাপত্তা আর উৎসাহের আতিশয্যে পালিত হল রথযাত্রা। হুগলির মাহেশ, গুপ্তিপাড়া, চন্দননগর সহ নানা জায়গায় এদিন (মঙ্গলবার ২০ জুন) রথযাত্রা পালিত হয়। মাসির বাড়ি যাত্রা করেন জগৎপতি জগন্নাথ। আর সেই যাত্রা দেখতে এবং রথের দড়ি টানতে ভিড় ছিল নজরকাড়া। সঙ্গে ছিল কড়া পুলিশি ব্যবস্থা। রথ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় ও ভিড় ছিল নজরকাড়া। সকাল থেকেই ভিড় জমতে শুরু করেছিল শ্রীরামপুর মাহেশে। রামকৃষ্ণ পরমহংসসহ নানা পুণ্যাত্মার পরশ থাকায় ৬২৭ বছরে পা দেওয়া মাহেশের রথ বরাবরই জনপ্রিয়। ১২৫ টন ওজনের ৫০ ফুটের রথ দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন শ্রীরামপুর মাহেশের প্রভু জগন্নাথ।

এর আগে স্নানযাত্রার পর আসে জ্বর। জড়িবুটির মিশ্রণে অদ্ভুত এক পাঁচনে সেরে যায় সেই জ্বর। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ভাই–বোনকে নিয়ে রথে চড়ে মাসির বাড়িতে রওনা দেন তিনি। মাহেশের ঐতিহাসিক জগন্নাথ মন্দিরে এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। উল্লেখ্য গঙ্গায় ভাদ্র মাসের ষাঁড়াষাড়ি বানের দিনে মাটির কলসিতে সেই জল ধরে রাখেন রিষড়ার কুমোররা। তারপর পায়ে হেঁটে সেই জল তারা পৌঁছে দেন মাহেশের মন্দিরে। এটাও বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। সেই জলে স্নান করে ধূম জ্বর আসে জগন্নাথ–বলরাম–সুভদ্রার। স্নানযাত্রা থেকে বন্ধ হয়ে যায় মন্দিরের দরজা। কম্বল–চাদরে জড়িয়ে গর্ভগৃহে শুয়ে থাকেন প্রভু। শতকের পর শতক আগে মাহেশের গঙ্গায় ভেসে আসা নিমকাঠের তৈরি হয়েছিল জগন্নাথ–বলরাম–সুভদ্রার দারুমূর্তি। কমলাকর পিপলাইয়ের ত্রয়োদশ বংশধর সৌমেন অধিকারীর কথায়, এত বছরে এতবার রথে মূর্তি ওঠানো–নামানো হল, কিন্তু সেই কাঠ–এতটুকু নষ্ট হল না। আমাদের এখানে পুরীর মতো বারো বছর অন্তর নতুন মূর্তি তৈরি হয় না। শুধু ভেষজ রংয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয়। সেই রঙ যিনি করেন তাঁদের পরিবারেও ছ'শো বছর ধরে এই কাজে যুক্ত। সাধে কি আর স্বয়ং চৈতন্যদেব মাহেশের নাম রেখেছিলেন, 'নবনীলাচল'।

অন্যদিকে, বলাগড় গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রাও ২৮৪ বছরে পড়ল। ওই রথযাত্রাকে ঘিরে গুপ্তিপাড়ায় পুণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। গুপ্তিপাড়ার রথ আয়োজক কমিটির তত্ত্বাবধায়ক বিশ্বজিৎ নাগ জানান, এই রথযাত্রার জন্য গঙ্গার ওপারে নদিয়া জেলার থেকে প্রচুর মানুষ লঞ্চে করে এপারে রথযাত্রা দেখতে আসেন। বৃন্দাবন জিউর মন্দির নামেই মন্দিরের পরিচিতি রয়েছে। প্রসঙ্গত, ঠিক উল্টোরথের আগের দিন মাসির বাড়ি বিখ্যাত ভাণ্ডারা লুট করে ভক্তবৃন্দরা। ভারতবর্ষের একমাত্র গুপ্তিপাড়াতেই এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ১৭৪০ সালে এই রথ উৎসব শুরু করেন মধুসুদানন্দ।

রথের রশি টানলেন জগন্নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ বছর প্রথম বাখরাহাটে রথযাত্রার সূচনা হল। ১৬ × ১২×১০ সাইজের প্রায় সাড়ে তিনটন ওজনের লোহার রথ নির্মিত হয়েছে। পুরী থেকে বিগ্রহ এনে অভিষেক পর্ব সমাধা হয়েছিল পূর্বেই। বিগ্রহের স্নান যাত্রা সমাপন হয় বাখরাহাটের ঐতিহ্যবাহী কালাচাঁদ দত্ত ভবনের নাট মন্দিরে। প্রভু জগন্নাথ দেবের স্থায়ী মন্দির নির্মিত হয় গোপাল মিত্রের গৃহাঙ্গণে। পূর্বদিন সকালে বিগ্রহদের স্থায়ী মন্দিরে আনা হয়। রথের দিন পুরীর রীতি মেনে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে ৫৬ ভোগ অর্পণ করা হয়। ঠিক বেলা সাড়ে চারটার সময় বজবজের বিশিষ্ট সমাজদেবী ও শিল্পপতি জগন্নাথ গুপ্তাজী রথের রশি টেনে আনুষ্ঠানিকভাবে রথযাত্রার সূচনা করেন। সাঁজোয়ার পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত গিয়ে মুচিশার বড় রাধাকৃষ্ণ মন্দির পরিক্রমার পর দত্ত বাড়িতে যাত্রার সমাপ্তি হয়। ৭ দিন কাঁলাচাঁদ দত্ত ভবনের নাট মন্দিরে বিগ্রহ অবস্থান করবে। উল্টো রথের দিন আবার রথ স্থায়ী মন্দির প্রাঙ্গণে ফিরে আসবে। বাখরাহাটে প্রথম রথযাত্রায় উৎসাহী মানুষের ভিড় ছিল নজরকাড়া।

জয়নগরের প্রাচীন নন্দী বাড়ির রথ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়নগরের প্রাচীন রথ বুধবার জয়নগর থানার আই সি, এস আই সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিলার এবং নন্দী বাড়ির তত্ত্বাবধানে জয়নগর তিলিপাড়ার নন্দী বাড়ি থেকে রথতলার দিকে এগিয়ে যায়।এখানেই উল্টো রথ অবধি জগন্নাথ,বলরাম ও সুভ্রদ্রা মামার বাড়িতে থাকবেন। বহু প্রাচীন এই রথ দেখতে রাস্তার ধারে কাতারে কাতারে মানুষ জন দাঁড়িয়ে থাকে।এই উপলক্ষে রাস্তার পাশে বসেছে গাছ সহ বহু দোকান ।বহু প্রাচীন এই রথের দড়িতে টান দিতে এদিন উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী,এস আই মধুসূদন পাল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, স্থানীয় কাউন্সিলার চিন্ময় দে সহ আরো অনেকে।

মাঙ্গলিকী

রাজডাঙা দ্যোতক আয়োজিত মুক্তপ্রাণ নাট্যোৎসব ২০২৩

৩৩ তম উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হল তপন থিয়েটারে ১০ থেকে ১২জুন

কৃষ্ণচন্দ্র দে

গত ১০ জুন থেকে ১২ জুন টানা দুদিন তপন থিয়েটারে পালিত হল রাজডাঙা দ্যোতক আয়োজিত মুক্তপ্রাণ নাট্য উৎসব ২০২৩। এটা ওদের ৩৩ তম বর্ষপূর্তি উৎসবও বটে। উদ্বোধক ছিলেন প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার চন্দন সেন এবং তরুণ তুর্কি দেবাশীষ রায়।

চন্দন সেনকে জীবনকৃতি সম্মানে এবং দেবাশীষকে শম্ভু মিত্র স্মৃতি সম্মানে ভূষিত করা হল। দ্বিতীয় পর্বে শুরু হল পাঁচটি নাটক। প্রথম নাটক সরস্বতী নাট্যশালা প্রযোজিত, জয়েশ ল নির্দেশিত নাটক 'অনিবার্য'। নাট্যকার সাত্যকি সরকার। কাহিনী অভিজিৎ তরফদার। ডঃ অনিকেত এর গুপ্ত হত্যা নিয়ে রচিত থ্রিলার ধর্মী নাটক। অনিবার্য জয়েশ ল এর ভিন্ন ধরনের নাটক নির্বাচন।

ডঃ অনিকেত খুনের তদন্তের দায়িত্ব পায় ডঃ সম্বুদ্ধ। যথারীতি সম্বুদ্ধ তদন্ত শুরু করে। সম্বুদ্ধ বাস্তুঘুঘুদের সন্ধানে নেমে পড়ে। মন্টু চা ওয়ালার কাছ থেকে তথ্য পেয়ে সম্বুদ্ধ হাজির হয় হারুর বাড়িতে। সম্বুদ্ধ বুঝতে পারে সব যেন একটা সিস্টেমে বন্দি। অনিকেত হয়তো একটু রোদ্দুর হয়ে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু সিস্টেম এবং পরিস্থিতি সেটা হতে দিল না। শেষ পর্যন্ত ডঃ অনিকেতকেও কমপ্রোমাইজ করতে হয় মন্ত্রীর পরামর্শে। সেই সিস্টেমের যাঁতাকলে বন্দি হতেই হল এবং এটাই বাস্তব।

শেষ পর্যন্ত তদন্তকারী ডঃ সম্বুদ্ধকেও খুন হতে হল। এটাই বোধ হয় সিস্টেম। অভিনয়ে ডঃ অনিকেত চরিত্রে জয়েশ ল দক্ষতার মান রাখলো। স্ত্রী মিলি চরিত্রে আম্রপালি মিত্রও বেশ ভাল সহযোগ দিলেন। ডঃ সমৃদ্ধ চরিত্রে আরুষ দত্ত ধীরে ধীরে অনেক পরিণত শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছেন। আর যারা ছিলেন আকাশ মণ্ডল, সৌরজিৎ বসু, দেবজিৎ ব্যানার্জী। সভাপতি এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী সঞ্জয় দে, সুপর্ণা সাহা, গৌতম চক্রবর্তী, সুমন লাহিড়ী, হারু মণ্ডল, সন্দীপ পাকড়াশী, আদিত্য মজুমদার, মনোজ নাথ এবং কিশোর ময়ূখ দাস। আলো : সৈকত মান্না, আসহ সন্দীপ মুখার্জী এবং মঞ্চ অভিজিৎ নস্কর। দ্বিতীয় নাটক ক্লাউন থিয়েটার প্রযোজিত 'ইলিউশন' অভিনয় ও নির্দেশনায় পুরুষোত্তম রায়। মূলত একক অভিনয়। জোকারের কাণ্ডকারখানা নিয়ে মজাদার উপস্থাপনা। দর্শক থেকেও শিল্পী নির্বাচন দর্শকবৃন্দকে দারুণ মজা দিয়েছে। একক প্রোগ্রাম কিন্তু দর্শকের যোগদানে আর একক রইলো না। তৃতীয় নাটক সংস্থিতি প্রযোজিত নাটক 'ওয়ান নাইন টু ফাইভ'। নির্দেশনা অনুপম দত্ত। বই পোড়ানোর বিরুদ্ধে একটা মৌলিক প্রতিবাদ। ফায়ার ব্রিগেডের জনৈক কর্মীর বই পোড়ানোর ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে আসে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মৌলিক নাটক। রাজিয়া সুলতানা চরিত্রে রীনা দত্ত ভাল অভিনেত্রী। দমকল কর্মী শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দাদু চরিত্রে ধিমান শীল দক্ষ শিল্পী।

চতুর্থ নাটক হযবরল প্রযোজিত চন্দন সেন রচিত, সুমন সিংহ রায় নির্দেশিত হাস্যরসাত্মক কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছে। কল্পিত আসামীর মায়ের চরিত্রে বেবী সেন দক্ষ শিল্পী। সংখ্যালঘু নেতা জয়েশ ল, দারোগা চরিত্রে সুজন সাহা এবং সাংবাদিক চরিত্রে পৌলমী দত্ত বেশ ভাল কাজের নমুনা রাখলেন।

প্রহসনধর্মী নাটক 'রাজার ছাগল, পুলিশ পাগল'। রাজার ছাগল হারিয়ে যাওয়ায় ছোট ছেলে হারিয়ে যাওয়া তাকে খুঁজে আনা কোন গুরুত্ব পায় না। শেষ পর্যন্ত এক চোরএর সাহায্যে ছেলে ও ছাগল একসঙ্গে খুঁজে পাওয়া গেল। শেষ দৃশ্যটা বড়ই দৃষ্টি নন্দন। যারা অভিনয় করলেন তাদের মধ্যে চোর চরিত্রে সৌরভ বিশ্বাস দক্ষ শিল্পী এছাড়া ছিলেন দেবাশীষ সিংহ রায়, বিদিশা সেন এবং পতিত পাবন মণ্ডল।

৫ম নাটক অনীক প্রযোজিত নাটক 'ভালবাসা'। নাটককার সুদীপ্ত ভৌমিক নির্দেশনায় অরূপ রায়। ভালবাসা এই চার অক্ষরের শব্দটি যে কোন বয়সের মানুষকে একটু রোমাঞ্চিত করে দিতে পারে। দেহে মনে নতুনভাবে রঙ ধরায়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই হাসি রসাত্মক ভাবে একটু কমেডি ধাচে তৈরি করা হয়েছে। অরূপ রায় এই বয়সেও ভেলকি দেখালেন।

১১ জুন থিয়েটার ফর ইউ প্রযোজিত নাটক 'প্রজাপতি হতে হতে' নাটক ভাস্কর লাহিড়ি নির্দেশনায় সুদীপ্ত ঘোষাল। বলিষ্ঠ প্রযোজনা। অভিনয়ে ছিলেন সুদীপ্ত ঘোষাল, স্বাগতা, সুব্রত ঘোষ, আদিত্য মণিষা ও প্রেমাঞ্জন।

দ্বিতীয় নাটক যাদবপুর নাট্য ঐক্য প্রযোজিত 'সংবাদ শিরোনাম' নাটক ও নির্দেশনা সুজন সাহা। টেনশন এবং সাসপেন্স সব সময় বজায় ছিল। সংবাদ মাধ্যমের তৈরি কোন রেপ না হওয়া একটা মিথ্যাকে টিআরপি–র লোভে রেপ সাজিয়ে প্রচার করার উদ্দেশ্যে একটি নিরাপরাধ যুবকের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি নাটক। কল্পিতবদ উদ্দেশ্যে একটি নিরপরাধ যুবকের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি নাটক। সংবাদ মাধ্যমকে

তৃতীয় নাটক উত্তরপাড়া উত্তরায়ণ প্রযোজিত নাটক 'গোলবদল' নাটককার শঙ্কর বসু ঠাকুর নির্দেশনা জয়ন্ত দাশগুপ্ত। মৌলিওর রচনা অবলম্বনে তৈরি এক বিয়ে পাগলা বুড়োকে নিয়ে ছেলে মেয়ে ভাবি জামাই সহ মজাদার উপস্থাপনা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য একাই একশো।

৪র্থ নাটক 'মৃত্যুর জন্মদিন' নাট্যকার অনির্বান সেন। নির্দেশনা শুভাশিস ভট্টাচার্য ও শান্তনু দীক্ষিত। প্রযোজনা রাজডাঙা দ্যোতক। নাটকটি যেন এ যুগের ধারাপাত। দিদি চরিত্রে সুপর্ণা দাস ব্যক্তিত্বময়ী অভিনয় করলেন। বলতে গেলে মঞ্চটি দাপিয়ে বেড়ালেন। দলদাস পুলিশের চরিত্রটা জয়েশ ল বেশ ভাল ভাবেই ফুটিয়ে তুললেন। রাজনৈতিক নেতার চরিত্রে দেবজিৎ ব্যানার্জী এবং রুলিং পার্টি নেতার চরিত্রে (রূপক) সুমন সিংহ রায় দাপট দেখিয়ে বাস্তব চরিত্রটা রেজিস্টার্ড করলেন।

পঞ্চম নাটক মিউনাস প্রযোজিত উৎসব দাস রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'অপেক্ষায়'। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে তৈরি নাটক। তবে নাটকটিকে অনায়াসেই বড় করা যায়। মাল মশলার অভাব তো নেই। অভিনয়ে ছিলেন রত্না ধর, দেবাশিস ও মলয়।

দর্শক সমাগমে রাজডাঙা দ্যোতক এর এই তেত্রিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মুক্তপ্রাণ নট্যোৎসব অন্তত ৭০ ভাগ সফল। ভাল ভাল নাটক নির্বাচনে রাজডাঙা দ্যোতক বরাবরই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। এর পিছনে অবশ্যই শান্তনু ও শুভাশিস এই যুগলের অবদান আছে। ভবিষ্যতে ওদের আরও কিছু চমৎকারীত্ব আমরা দেখতে পাব বলে আশা রাখছি।

সময়োপযোগী করে ছড়িয়ে দিতে হবে ব্রতচারী আন্দোলনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা পৃথিবীতে যুব আন্দোলনগুলি তেমন আর সাড়া জাগাতে পারছে না। রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দল পোষিত আন্দোলনগুলিও (পড়ুন পাইওনিয়ারিং, কিশোর বাহিনী ইত্যাদি) একই পর্যায় ভুক্ত হয়েছে। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবক্তা গুরুসদয় দত্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ই অনুধাবন করেছিলেন শুধুমাত্র জাতীয়তাবোধ সম্বল করে যুব আন্দোলন পথ খুঁজে পাবে না। তাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শারীরিক ক্ষেত্রে প্রবাহমানতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবনমন কালে অন্যান্য যুব আন্দোলনের সঙ্গে ব্রতচারী আন্দোলন দিশাহীনতার দিকে অগ্রসর হতে পারে মনে করে গুরুসদয় দত্তের আপ্তবাক্য 'প্রগতি ও প্ররক্ষণের ধারায় জীবনধারা করো নিরসন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজিত হয় গত ২৮ মে ২০২৩ ব্রতচারী গ্রামে নবনী প্রিয় সত্য কুঞ্জ সভা ঘরে।

বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায়

পঞ্চাশ জন ব্রতচারী নায়ক, প্রশিক্ষক তাঁদের জীবন থেকে ছেঁচে নেওয়া অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে মুক্তা সিঞ্চন করে ব্রতচারী আন্দোলনে ধারাবাহিকতা কেন এত অপরিহার্য তা বিশ্লেষণ করেন। বাণীব্রত চ্যাটার্জী, ডঃ দীপক বরপণ্ডা প্রমুখ পরামর্শদাতাবৃন্দ জীবনধারা কর নিরলস ভাবনায় সিঞ্চিত করার পথনির্দেশ দিতে ইন্দ্রিয় শিক্ষা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, স্বদেশব্রত পালন, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থিক সমৃদ্ধি ও নারী জাগরণের বিষয়ে প্রশিক্ষক–নায়ক–কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেন।

বক্তারা জীবনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বক্তব্য প্রদান করে কিছু পরিমার্জন, সংযোজন ও আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেই শুধু ব্রতচারী নাচ নয় ব্রতচারী কর্মকান্ড আবার সুশোভিত হবে বলে মত প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অসিত ঘোষ আন্দোলনকে আধুনিক করতে অভ্যন্তরীণ কিছু বিষয় পরিবর্তন করা ও পরিমার্জন করার পরামর্শ দেন। বিশিষ্ট নায়ক নরেশজী সময়োচিত বক্তব্য রেখে কর্মশালাকে অভিনন্দিত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নথিভুক্ত করেন শ্রীমতি অঞ্জু বসু।

কর্মশালার সঞ্চালক ডঃ বিজনকুমার মণ্ডল কর্মশালার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রতচারী আন্দোলনকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ব্রতচারীর শিক্ষণ প্রণালীর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি ব্রতচারী শিক্ষণকে জীবনমুখী করার পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজস্ব মত তুলে ধরেন। কর্মশালার সভাপতি বাংলার ব্রতচারী সমিতির প্রধান সচিব, বিশিষ্ট সংগঠক কমলেশ চ্যাটার্জী কর্মশালাটির মূল্যায়ন করে সকলকে ধন্যবাদ জানান। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মী–

প্রশিক্ষক–নায়কবৃন্দ কর্মশালার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে জেলা পর্যায়ে এই কর্মশালা ছড়িয়ে দিতে শপথ গ্রহণ করেন।

মহেশতলায় উৎপল দত্ত মঞ্চের আধুনিকীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ – পশ্চিম শহরতলির মহেশতলা পৌরসভার একমাত্র অডিটরিয়াম স্থানীয় ব্যানার্জীহাট সন্নিকটস্থ উৎপল দত্ত মঞ্চের আধুনিক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা সহ ১৫ জুন নবকলেবরে উৎপল দত্ত মঞ্চের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় মহেশতলা পৌরসভার পৌরপ্রধান ও স্থানীয় মহেশতলার বিধায়ক দুলাল চন্দ্র দাস, বেহালা পূর্বের বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায়, বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, উপ – পৌরপ্রধান আবুতালেব মোল্লা। সঙ্গে ছিলেন দুই চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল এবং জনপ্রিয় আবৃত্তিকার–অভিনেত্রী বিজয় লক্ষ্মী বর্মন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মঞ্চটি স্থানীয় অঞ্চলে সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ধারাবাহিক ভাবে এখানে স্থানীয় নাট্যদল গুলি তাদের নাটক এখানে মঞ্চস্থ করে থাকে।

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে মা সারদামণিকে স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ সোসাইটিতে প্রাত্যহিক সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা, সংগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গত ১৯ তারিখ সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল সারদামণিকে তর্পণ। জগজ্জননী মা সারদা এই গীতি আলেখ্যটি তুলে ধরলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। সারদামণির জীবনের নানান দিক যেমন বক্তা তুলে ধরলেন, তেমনি কথার ফাঁকে ফাঁকে শোনালেন জনপ্রিয় সব গান। যার মধ্যে রয়েছে বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এল, গোঠে আমি যাব মাগো, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, যতনে হৃদয়ে রাখো আদরিণী শ্যামা মাকে, মনরে কৃষিকাজ জানো না, মা এসেছে আজ মা এসেছে, মা এসেছে মোদের কী আর ভাবনা ভাই, মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ করো না, একবার বিরাজগো মা হৃদিকমল আসনে প্রভৃতি গানগুলি পরিবেশন করলেন।

চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট : চলচ্চিত্র উৎসব উত্তরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিটি দিন নদী গতিপথ পাল্টাচ্ছে। ঘাট পড়ে থাকছে তার স্মৃতিকে বুকে নিয়ে। সেই বুকেই কান পেতে কোলাজ সম্রাট তপন সাহা শুনে চলেছেন রাজ–রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ীদের সেদিনের কথাবার্তা। গুপ্ত হয়ে থাকা মৌলিক গল্পগাঁথাটুকু যাতে লুপ্ত হয়ে না যায় সেই কারণেই শোনাতে চেয়েছিলেন দর্শক ও শ্রোতাদের। তারই আয়োজনে গত রবিবার "চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট"–এর পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো "মিনিট দশ লেন্সে বশ" শিরোনামে একটি ছোট চলচ্চিত্র উৎসব। শুধু ঘাটের কথা নয়, ভ্রমণ, পরিবেশ, নদী দূষণ সংক্রান্ত সামাজিক বার্তা নিয়ে মোট ২২ টি ছবি প্রদর্শিত হলো আজাদহিন্দ গ্যালারিতে। প্রথমে ছেলেবেলার টমটম খেলনা গাড়ির চাকা গড়িয়ে, পরে মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চিত্রশিল্পী সোমনাথ ব্যানার্জী, স্বপন কুমার গাঙ্গুলি, কোলাজ সম্রাট তপন সাহা সহ অন্যান্য গুণীজন। অনুষ্ঠান শুরু হয় "পথ–প্রকৃতি প্রাণ"–এর কেদারতাল চলচ্চিত্রটি দিয়ে। দর্শকদের নজর কাড়া ছবিগুলোর মধ্যে সুমন নাথের মশাল, চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের ষণ্ডেশ্বর তলা, বাবুগঞ্জ শ্মশান ঘাট, গুপ্ত বারাণসী ঘাট অন্যতম।

ছবি প্রসঙ্গে অধিকারী ম'শায় তপন সাহা জানান 'প্যাকেট ভরা স্মাট ভাজা' ছবিটি শিশুদের মোবাইল দিয়ে ভুলিয়ে না রাখার বার্তা নিয়ে তৈরি। আগামীদিনে অভিভাবকদের সচেতন করতে ছোটদের বিদ্যালয়ে এই ছবিটি আমরা দেখানোর চিন্তা ভাবনা করছি"।

গত সপ্তাহেই পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সেই উপলক্ষেই এবারের প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিলো একটি বাক্য গঠন। প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে উঠে এসছে বাঁচলে পরিবেশ, পরিপুষ্ট হবে দেশ।

উপস্থিত সকল পরিচালককেই ছবি প্রদর্শিত হবার পরে মানপত্র প্রদান করেন বিশিষ্টজনেরা। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া শহীদ অনুরূপ চন্দ্র সেনের ঐতিহাসিক নলদাড়ি ঘাটের কাহিনী প্রদর্শনের সময় সকল দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতি বিজরিত গ্যালারিতে এ এক অন্য শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিলো দর্শক সাধারন।

গীতা দেবী সরস্বতী বিদ্যালয়ে কবি প্রণাম ও বংশীবাদন উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১১ জুন সন্ধ্যায় দমদম গীতা দেবী সরস্বতী বিদ্যালয়ে 'মেলোডিকার' উদ্যোগে সম্পাদক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ ও স্বনামধন্য বাঁশী শিক্ষক অশোক কর্মকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও সুগতা ভৌমিক ও শান্তনু রায়ের সঞ্চালনায় পঞ্চম বার্ষিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম বর্ষ জন্ম ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪ তম বর্ষ জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে দুই কবির প্রতিকৃতিতে সভ্যসভ্যাগণ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কবিতা পাঠ করেন সুগতা ভৌমিক। স্যাক্সোফোন, বেহালা ও এসরাজ বাজান কানাই রায়। দিধিতি মুখার্জী ও তনুশ্রী ব্যানার্জী। সাথে তবলা বাজিয়ে মুনসীয়ানার পরিচয় দেন মনোজ পানডে।

বাঁশী বাজিয়ে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধকরেন গার্গী বিশ্বাস, দিধিতি মুখার্জী, সুরূপা নন্দন, কাজরী বিশ্বাস, কোয়েল রায়, বন্দনা দাস, বিকাশ দাস, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, তন্ময় দাস, অর্ণব রায়, শাদ্বল রায়, সৌরভ মল্লিক, তুষার হালদার, সৌরভ চ্যাটার্জী, সোহম সাধু প্রমুখ।

অশোক কর্মকারের নির্দেশনায় সমবেত বাঁশী বাজিয়ে শ্রোতাদের মোহিত করেন শিল্পীরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নন্দিতা ব্যানার্জী।

পিয়ালিকে নিয়ে প্রকাশিত হল গানের অ্যালবাম

ময়ল সুর : পর্বত কন্যা পিয়ালি বসাককে নিয়ে গানের অ্যালবাম প্রকাশিত হল রবিবার (১৮ জুন) বিকালে তাঁর বাড়িতে। হাওড়ার প্রাক্তন গোলকিপার ভুবন চট্টোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে এবং নিজের গাওয়া গানে অপরাজিতা নামে অ্যালবামটি সাজানো হয়েছে। অ্যালবামটিতে দুটি গান ও একটি কবিতা রয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন ভুবন ও তাঁর স্ত্রী কাকলী চট্টোপাধ্যায়। 'যদি স্বপ্ন দেখে মন, তবেই হয় আশাপূরণ।' দ্বিতীয়টি 'প্রতিদিন স্বপ্ন দেখতে হবে, তবেই বাঁচার মতো বাঁচা হবে'। এছাড়া একটি কবিতা বাচিক শিল্পী ঈশিতা দাস অধিকারীর কণ্ঠে 'মায়ের কাছে গল্প শুনতো সেই থেকে মনের

মাঝে তেনজিং নোরগে।' পিয়ালি দেবী জানিয়েছেন, তাঁর লড়াই, বিভিন্ন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে এখানে সূত্রে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে ৮ হাজার মিটার উচ্চতায় ৫৪ ঘন্টা বরফের দেশে আটকে পড়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ভগবানের অসীম ক্ষমতায় ফিরে আসা তা সত্যিই অকল্পনীয়। প্রসঙ্গত সত্য, মাকালু ও অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ জয় করে চন্দননগরে ফিরেছেন পিয়ালি। ইতিমধ্যেই প্রথম বাঙালি কন্যা হিসাবে ছয়টি আট হাজারি শৃঙ্গ জয়ের রেকর্ড করেছেন। সেই শুভ মুহূর্তে পিয়ালিদেবীকে শুভেচ্ছা জানাতে যান চন্দননগরের রঙিন মৎস্য গবেষক পতিতপাবন হালদার ও তাঁর স্ত্রী কবিতা হালদার এবং সর্বক্ষণের সঙ্গী অপূর্ব চক্রবর্তী। ভুবনবাবু বলেন, তাঁর গানের অ্যালবামের নাম 'অপরাজিতা' এটি দুর্গার অপর নাম। তিনি ২০১০ সাল থেকে গানের জগতে বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নিয়ে গান পরিবেশন করে চলেছেন। যেমন প্রদীপ–চুনী–বলরাম– বব্রু ব্যানার্জী, শৈলেন মান্না, সুব্রত ভট্টাচার্য, সৈয়দ রহিম নবী, সৌরভ গাঙ্গুলী, শচীন তেন্ডুলকার, ব্যারোটো, ঋদ্ধিমান সাহা। এমনকী পর্বতারোহী ছন্দা গায়েন, কিন্তু সে পাহাড়ে হারিয়ে যায়। তাঁর ৪০ তম সংযোজন পিয়ালী বসাক।

'মাতৃ বিয়োগের সংবাদ বুকে নিয়ে নেতাজি সেলুলার জেল পরিদর্শন করেন'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের অনেক আগেই ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে অখন্ড ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত প্রথম আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

মাতৃ বিয়োগের সংবাদ বুকে নিয়ে নেতাজি সেদিন মুক্তি তীর্থ আন্দামানের সেলুলার জেল পরিদর্শন করেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুটির নামকরণ করেছিলেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ও আজাদ হিন্দ সরকারের প্রশাসনকে সেই সময় কী প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করতে হয়েছিল সে ব্যাপারে এই প্রথম গবেষণামূলক গ্রন্থ আন্দামানে নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল

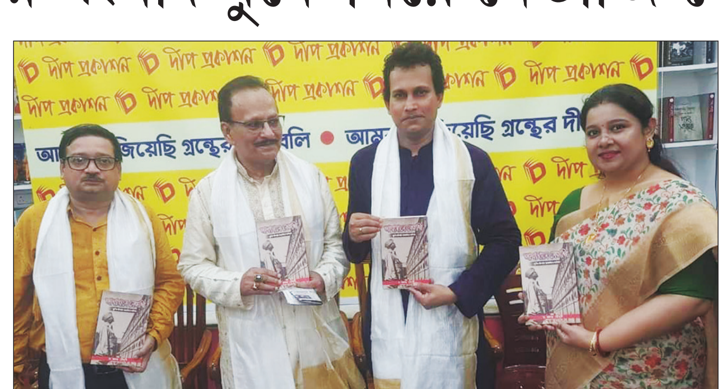

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে দীপ প্রকাশনীর প্রেক্ষাগৃহে । বইটি লিখেছেন নেতাজী বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন জাদু সম্রাট ড. পি.সি. সরকার জুনিয়র, বাংলাদেশের গবেষক ও ভারতে নেতাজি জয়ন্তী উদযাপনে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর হাই পাওয়ার কমিটির সদস্য ম.আশরাফুল ইসলাম, দীপ প্রকাশনীর সিইও সুকন্যা মণ্ডল, কল্পনা মণ্ডল প্রমুখ।

ড.জয়ন্ত চৌধুরী জানান এক সময় আন্দামানে জাপানি সেনারা ব্রিটিশ চক্রান্তের শিকার হয়ে ব্রিটিশ স্পাই সন্দেহে আজাদ হিন্দের ৭১ জন সক্রিয় সমর্থককে হত্যা করেছিল। নেতাজির কাছে এই সংবাদ বিশেষ কৌশলে পৌঁছানোর পর বন্দি থাকা প্রায় ৬০০ জনের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন তিনি। ড.চৌধুরী উল্লেখ করেন আন্দামানের কুখ্যাত ভাইপার দ্বীপে যেখানে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সমর্থক হিসাবে জগন্নাথধাম পুরীর মহারাজ গজপতি কিশোর সিং দেও নির্যাতনে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে যান অখন্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ভারত ইতিহাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের শহিদদের প্রস্তর ফলকে নামাঙ্কিত আজাদ হিন্দ মেমোরিয়াল পার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেন ড. জয়ন্ত চৌধুরী। বাংলাদেশের আশরাফুল ইসলাম নেতাজি চর্চা ও ভারতী উপমহাদেশে নেতাজির প্রাসঙ্গিকতার উল্লেখ করেন। জুনিয়র পি.সি সরকার বলেন সুভাষচন্দ্র বসুর নিবিড় সম্পর্ক ছিল তার পিতৃদেবের সঙ্গে। স্বদেশী গানের রেকর্ড ব্রিটিশ অফিসার ভেঙে দিলেও যথাসময়ে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন জাপানি নেতাজির পরিকল্পনা অনুযায়ী। আগামীদিনে তিনি কলম ধরবেন বলে জানিয়েছেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে বহু নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা অংশগ্রহণ করেন। নেতাজি চেতনা মঞ্চের তরফ থেকে শিক্ষাবিদ তপতী চক্রবর্তী দীপ প্রকাশনের এই নেতাজি সম্পর্কে এমন প্রয়াসের জন্য কল্পনা মণ্ডল ও সিইও সুকন্যা মণ্ডলকে সংবর্ধিত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রিয়ম গুহ।

আঁতস কাঁচে

সমর্থকরাই সব

আসন্ন মরসুমে প্রিয় দলের জার্সি ডিজাইনের দায়িত্ব দেওয়া হল সমর্থকদেরই। মোহনবাগানের সোশাল মিডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ক্লাবের হোম ও অ্যাওয়ে দুই ধরনের জার্সির ডিজাইন সমর্থকরা সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। আর তার থেকেই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে ক্লাবের জার্সি। ক্লাবের এই অভিনব সিদ্ধান্তে বেশ খুশি সমর্থকরা।

মানবিক সিদ্ধান্ত

মানবিক সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় ফুটবল দল। করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করল ভারতীয় ফুটবল দল। ট্যুইট বার্তায় লেখা হয়, 'ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জয়ের জন্য আমাদের দলকে নগদ পুরস্কার দেওয়ায় ওড়িশা সরকারের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এই ঘোষণার পরে সাজঘরে সকলে মিলে ২০ লক্ষ টাকা ট্রেন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

আইএফএ'র উদ্যোগ

আগামী মরসুমে ফুটবলারদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য অভিনব ব্যবস্থা নিল আইএফএ। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স কেনার পাশাপাশি মেডিকেল সাপোর্ট সিস্টেম ঢেলে সাজাতে উদ্যোগ নিয়েছে আইএফএ।
কলকাতা ফুটবল লিগের সূচনা লগ্নে নতুন অ্যাম্বুলেন্স কিনল রাজ্য ফুটবল সংস্থা। নতুন অ্যাম্বুলেন্স কেনার ফলে আসন্ন লিগে চোট আঘাত প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের দ্রুতচিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া আরও সহজ হবে।

সন্দেশ গোয়ায়

এই প্রজন্মের ভারতের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান এবার এফসি গোয়াতে যোগ দিলেন। ২৯ বছর বয়সি সেন্টার-ব্যাক তিন বছরের চুক্তিতে যোগ দিয়েছেন। রাওলিন বর্জেস এবং উদান্ত সিং-এর পরে জাতীয় দলে খেলা তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে এফসি গোয়াতে যোগ দিলেন। গতবার বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন সন্দেশ।

শ্যামা নির্বাচক

ভারতের সিনিয়র মহিলা দলের নতুন নির্বাচক হিসেবে বেছে নেওয়া হল শ্যামা দে শ-কে। বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার শ্যামা বাঁ হাতি ব্যাটার ও মিডিয়াম পেস বোলিং করতেন। ভারতীয় দলের হয়ে ৩টি টেস্ট ম্যাচ ও ৫টি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন শ্যামা। অবসর নেওয়ার পর ২ দফায় বাংলার নির্বাচক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।

দায়িত্বে রণদেব

বিসিসিআইয়ের জুনিয়র সিলেকশন কমিটিতে ঢুকলেন বাংলার প্রাক্তন পেসার রণদেব বসু। ৯১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন রণদেব বসু। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিয়েছেন ৩১৭টি উইকেট। লিস্ট এ ক্রিকেটে ৮২ ম্যাচে ১২৬ উইকেট নিয়েছেন বাংলার এই পেসার। ভারতীয় বোর্ডের ক্রিকেট পরামর্শদাতা কমিটির পরামর্শের ভিত্তিতেই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মোহনবাগানে না রিঙ্কুর

আইপিএলে এবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছিলেন রিঙ্কু সিং। সম্প্রতি মোহনবাগান ঝাঁপিয়েছিল রিঙ্কুকে দলে নেওয়ার জন্যই। ভাল টাকার প্রস্তাবও দেয়। কারণ শুরু হচ্ছে পি সেন ট্রফি। মোহনবাগানের প্রস্তাব যেকোনও খেলোয়াড়দের কাছেই বড় ব্যাপার। কিন্তু রিঙ্কু এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ফলে, কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএল মাতালেও, পি সেন ট্রফিতে মোহনবাগানের হয়ে দেখা যাবে না এই নজরকাড়া ব্যাটারকে।

দলবদলে চমক দিচ্ছে লাল হলুদ

জোড়া স্প্যানিশ শক্তি, ৩ ডিফেন্ডারের সই ইস্টবেঙ্গলে

সুমনা মণ্ডল

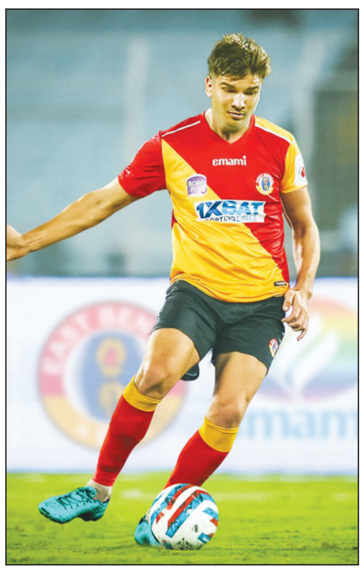

দলের শক্তি বাড়াতে জোড়া স্প্যানিশ ফলা সই করাল ইস্টবেঙ্গল। দুই স্প্যানিশ ফুটবলার জেভিয়ের সেভিয়েরো ও সাউল ক্রেসপোকে সই করাল লাল হলুদ ব্রিগেড। এর পাশাপাশি ডিফেন্স আঁটোসাঁটো করতে একসঙ্গে তিন ফুটবলারকে সই করিয়ে চমক দিল ইস্টবেঙ্গল। হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা, এড়ুইন ভন্সপল ও মান্দার রাও দেশাইদের আগামী মরসুমে লাল হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে নামতে দেখা যাবে। ভন্সপলের সঙ্গে ২ বছরের চুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। খাবরা ও মান্দারের সঙ্গে ১ বছরের চুক্তি করল লাল হলুদ। দুই বিদেশিরই ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। হায়দরাবাদ এফসি থেকে লাল হলুদে যোগ দিলেন সিভেরিও। ওড়িশা এফসি থেকে ইস্টবেঙ্গলে এলেন ক্রেসপো। এই দুই ফুটবলারকে দলে পেয়ে খুশি ইস্টবেঙ্গল কোচ কুয়াদ্রাত। গত মরসুমে হায়দরাবাদ এফসি'র হয়ে ৯ গোল করেন সিভেরিও। মোট ৪৫ টি আইএসএল ম্যাচ খেলে ১২টি গোল আছে স্প্যানিশ এই স্ট্রাইকারের নামের পাশে। লাল হলুদে যোগ দিয়ে সেভিয়েরো বলেন, 'শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমি খুব খুশি। ভারত খুব সুন্দর দেশ, এই দলের হয়ে আইএসএল খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। কার্লোস কুয়াদ্রাতের সঙ্গে দ্রুত কাজ শুরু করে দিতে চাই। আমি সল্টলেক স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ভিড় দেখেছি। সেই স্বাদ পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। জয় ইস্টবেঙ্গল।' আর সাউল ক্রেসপো শেষ মরসুমে ক্রেসপো ওড়িশা দলের মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা ছিলেন। মোট ২৬টি ম্যাচ খেলেছেন, তাঁর নামের পাশে তিন গোল। সতীর্থদের দিয়ে দুটি গোল করিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যখন আমি জানতে পারি, যে ইস্টবেঙ্গল আমাকে নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তখন থেকেই আমি উৎসাহিত। ভারতের অন্যতম সেরা ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। আমি গতবছরের কলকাতা ডার্বি দেখেছি। এই ক্লাবের সমর্থকরা দারুণ। দ্রুত কাজ শুরু করতে চাই।' দুই ফুটবলারকে পেয়ে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা চাপেননি কুয়াদ্রাতও। তিনি বলেন, 'ভারতে আসার পর থেকেই নিয়মিত গোল করে চলেছে সিভেরিও। আইএসএলে দুই মরসুম খেলার পর এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি ও প্রতিযোগিতার সঙ্গে মানিয়েও নিয়েছে সিভেরিও। আমার বিশ্বাস ও দলের আক্রমণের শক্তি বাড়াবে। সাউলও আইএসএলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে পরিচিত। ও মিডফিল্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণেই ওড়িশা এফসি সুপার কাপ জিততে পেরেছে।' দুই ফুটবলারই ফ্রি এজেন্ট হিসাবে ইস্টবেঙ্গলে সই করেছেন এবার। আর তিন ডিফেন্ডারকে নিয়ে কুয়াদ্রাত বলেন, 'মান্দারের অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই কাজে লাগবে। ও নেতৃত্বও দিয়েছে অতীতে। এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। খাবরার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এই ক্লাবের হয়েও আগে খেলেছে ও সমর্থকেরা তাকে খুবই ভাল করে চেনে ও ভালোবাসে। আমার প্রশিক্ষণে থাকা বেঙ্গালুরু এফসি'র অধিনায়ক ছিল ও। ইস্টবেঙ্গলেরও সম্ভাব্য অধিনায়কদের মধ্যে ও অন্যতম। ভন্সপল বিভিন্ন পজিশনে খেলতে পারে, এটাই ওর সবচেয়ে বড় সুবিধা। ফুটবল ওর আবেগ। যার ফলে মাঠে ও নিজেকে নিংড়ে দেয়'। প্রসঙ্গত ৭ বছর পর ইস্টবেঙ্গলে ফিরলেন প্রাক্তন অধিনায়ক খাবরা।

সুনীলের হ্যাটট্রিকে পাক বধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে যেখান থেকে শেষ করেছিলেন, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সেখান থেকেই যেন শুরু করলেন সুনীল ছেত্রী। পাক ব্রিগেডকে ৪-০ গোলে হারিয়ে সাফ অভিযান শুরু করল সুনীলের ভারত। তাতে ঝলমলে হ্যাটট্রিক সুনীল ছেত্রীর। অন্য গোলটি উদান্ত সিংয়ের। এমনিতেই বিধ্বস্ত হয়ে শেষমুহূর্তে ভারতে খেলতে এসেছিল পাকিস্তান দল। মাঠে তাদের আরও বিধ্বস্ত করল সুনীল ছেত্রী একাই। দুই অর্ধে দুটি করে গোল করেছে এদিন ভারত। তবে গোলের সংখ্যা হাফডজন হলেও অবাক হওয়ার থাকত না। এমনিতেই পাকিস্তান ফুটবল ক্রমতালিকায় ভারতের থেকে অনেকটা পিছিয়ে। সুনীলরা যে ফর্মে ছিলেন, তাতেই ক্লান্ত পাক ব্রিগেডকে হারাতে দুশ্চিন্তাই করতে হয়নি ইগর স্টিমাচকে। শুধু হ্যাটট্রিকই নয়, অনন্য নজিরও গড়েন এদিন সুনীল। ৮৯ গোল করে এশিয়ান ফুটবলার হিসাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোল সংগ্রহকারী ছিলেন মোক্তার। ১৩৭ ম্যাচে ৮৭ গোল ছিল ছেত্রীর। হ্যাটট্রিকে মালয়েশিয়ার ফুটবলারকে ছাপিয়ে দ্বিতীয় স্থানে চলে এলেন সুনীল। ভারত অধিনায়কের গোল সংখ্যা এখন ৯০।

ফেন্সিংয়েও পদক জিতে নতুন নজির ভবানী দেবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেয়েরা শুধু ব্যাডমিন্টন, বক্সিং, কুস্তি বা ক্রিকেটেই নয়, ইতিহাস গড়তে পারেন যেকোনা খেলাতেই। তিনি যে কতটা সাবলীল ও দক্ষ তা প্রমাণ করলেন ভবানী দেবী। আগেই অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এবার ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় এই ফেন্সার। এশিয়ান ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতলেন ভারতীয় ফেন্সার ভবানী দেবী। এই টুর্নামেন্টে এটাই ভারতের প্রথম পদক। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মিসাকি এমুরাকে হারিয়ে এশিয়ান ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পৌঁছে পদক জিতলেন ভবানী দেবী। তিনি অবশ্য সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছেন। তবে তারপরেও ব্রোঞ্জ পেয়েছেন তামিলনাড়ুর এই মেয়ে। এর আগে কোনোদিন এই প্রতিযোগিতায় পদক পায়নি ভারত। সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল উজবেকিস্তানের জায়নাব দায়িবেকোভা। উজবেক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইও করলেন চোখে চোখ রেখে। তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ১৫-১৪ ব্যবধানে হারতে হয় ভারতীয় তারকাকে। তবে হেরে গেলেও মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্টে পদক পান ভবানী দেবী। মহিলাদের বিভাগের সেমিফাইনালে পৌঁছনোর পথে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা এমুরাকে সহজেই হারিয়ে দেন ভবানী দেবী। কোয়ার্টার ফাইনালে ১৫-১০ ফলে জয় পান এই ভারতীয়। উল্লেখ্য, এর আগে এমুরার বিরুদ্ধে ৩ বার মুখোমুখি লড়াইয়ে প্রতিবারই হেরে যান ভবানী দেবী। এবারই পেলেন প্রথম জয়। ২৯ বছরের ভবানী দেবী রাউন্ড অফ ৬৪'এ বাই পান। রাউন্ড অফ ৩২'এ কাজাখস্তানের ডসপে কারিনাকে হারিয়ে দেন ভবানী। প্রিলিমিনারি কোয়ার্টার ফাইনালে তৃতীয় বাছাই ওজাকি সেরিকে হারান ভবানী দেবী। ম্যাচের ফল হয় ১৫-১১। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে এমুরাকে হারিয়ে দেন ভারতীয় ফেন্সিং খেলোয়াড়। এশিয়ান ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৩য় স্থানে শেষ করাই চলতি মরসুমে তাঁর সেরা পারফরম্যান্স। এর আগে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে উজবেকিস্তানের তাসখন্দে অনুষ্ঠিত হওয়া ফেন্সিং বিশ্বকাপে ২৬ নম্বরে শেষ করেন এই ভারতীয় ফেন্সার। টোকিও অলিম্পিকে রাউন্ড অফ ৩২-তে বিদায় নেন তিনি। ভারতের ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাজীব মেহতা ভবানীকে তার ঐতিহাসিক কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানান। মেহতা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, 'ভারতীয় ক্রীড়ার জন্য এটা একটা অত্যন্ত গর্বের দিন। ভবানী যা করেছে, এর আগে আর কেউ করতে পারেনি। তিনিই প্রথম ভারতীয় ফেন্সার যিনি মর্যাদাপূর্ণ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতেছেন। ফেন্সিং দলের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই।' তবে যেভাবে ভবানী দেবী খেলছিলেন, তাতে অনেকেই মনে করেছিলেন সোনাও আসতে পারে ভারতের ঘরে। তবে তা আর হয়নি।

নজির গড়েই ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ চ্যাম্পিয়ন সুনীলের ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভুবনেশ্বরে দুরন্ত সুনীল, সুনীলের ভারত। লেবাননকে হারিয়ে কলিঙ্গ নগরীতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জয়ের উৎসবে মাতল স্টিমাচের দল। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের স্থান ১০১ আর লেবাননের স্থান ৯৯। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২ ধাপ এগিয়ে থাকা দলের বিরুদ্ধে ২-০ জয় পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ৪৬ বছর পরে লেবাননকে ফুটবলের লড়াইয়ে হারাল ভারত। ফাইনালে দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোল করেন সুনীল ছেত্রী ও লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে। এই নিয়ে টানা ছয় ম্যাচে কোনও গোল খেল না তারা। যে নজির ভারতীয় ফুটবল দল শেষবার গড়েছিল গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে। সেই নজির ফের গড়ল সুনীলের দল। এরজন্যই টুর্নামেন্টের 'হিরো'র সম্মান দেওয়া হয় দলের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গানকে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। প্রথম বার, ২০১৮-য় চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। এদিন প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করে ম্যাচের রং বদলে দেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের ৪৬ মিনিটেই বক্সে ঢুকে গোলের সামনে সুনীলকে ক্রস দেন ছাঙতে। তিন ডিফেন্ডার তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করেও পারেননি। তীব্র গতিতে ছুটে এসে গোলে ছাঙতের দেওয়া বল গোলে ঠেলতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি ভারত অধিনায়ক। দেশের হয়ে সুনীলের এটা ৮৭ নম্বর গোল। এরপর ৬৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে। প্রতিপক্ষের পেনাল্টি বক্সের সামনে থেকে বাঁ দিকে মহেশকে বল পাঠান সুনীলই। বক্সের বাঁ দিক থেকেই গোলে জোরালো, কোণাকুণি শট নেন ইস্টবেঙ্গল তারকা। যা গোলকিপার সাবে আটকালেও তাঁর হাত থেকে বল ছিটকে বেরিয়ে আসে। ৬ গজের বক্সের সামনে থেকে ওই বলই মুহূর্তের মধ্যে জালে জড়িয়ে দেন ছাঙতে। এরপর আর লেবানন ম্যাচে ফিরতে পারেনি। ভারতও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি। লেবাননের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এতদিন ৩-১ মুখোমুখি লড়াইয়ে পিছিয়েছিল ভারত। একমাত্র জয় এসেছিল ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্টস কাপে। ৪৬ বছর পর লেবাননের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জয় পেল ভারত। এবারের ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে লিগ পর্যায়ের ম্যাচে লেবাননের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিল ভারত। ম্যাচ শেষে অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী বলেন, 'গত ম্যাচেই আমরা কোচের কাছ থেকে ঘুম ভাঙানোর বার্তা পেয়েছিলাম। সেই থেকেই আমরা নিজেদের তৈরি করা শুরু করি। আমাদের কোচিং স্টাফ প্রত্যেককেই বলে দিয়েছেন প্রত্যেককে উন্নতি করতে হবে। আমরা করছি। এই জয়ই তার প্রমাণ।' ম্যাচের সেরা ফুটবলার হন ছাঙতে। ছাঙতে বলেন, 'দারুন লাগছে দলকে ট্রফি জেতাতে পেরে। দলের সতীর্থরা অসাধারণ। ওদের জন্যই যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়ে খেলতে পেরেছি। আমরা আজ যথেষ্ট শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলেছি।'

দলীপে না খেলায় ভারতীয় টেস্টেও অনিশ্চিত ঈশান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএল খেলতে গিয়ে কেএল রাহুলের চোট। তাঁর চোট না লাগলে তাঁকে দিয়েই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের উইকেটকিপিং করানোর ভাবনা ছিল ভারতীয় ম্যানেজমেন্টের। শেষমুহূর্তে তিনি ছিটকে যাওয়ায় বিপাকেই পড়েছিলেন নির্বাচকরা। চোখের সামনে ঋদ্ধিমান সাহা দায়িত্বপূর্ণ কিপিংয়ের সঙ্গে ব্যাট হাতে আইপিএলে রানও করে যাচ্ছিলেন। যাঁর বিদেশে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তবু তাঁকে না নেওয়ার জেদ শেষপর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন নির্বাচকরা। পরিবর্তে লন্ডন নিয়ে গিয়েছিলেন তরুণ কিপার ঈশান কিষাণকে। যার টেস্ট অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার শূন্য। তাঁকে শেষপর্যন্ত খেলানোর ঝুঁকিও নেননি রোহিত শর্মা। অনেকেই মনে করেছেন, ঈশানই যোগ্য বিকল্প ঋষভ পন্থের। তাঁকে এরপর টেস্টেও সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু ঈশান নিজেই সে ব্যাপারে যেন আগ্রহ দেখালেন না। তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ হত দলীপ ট্রফিতে খেললে। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে মুখ ফিরিয়েই রাখলেন তিনি। তাতে তাঁর ভবিষ্যতে টেস্ট খেলা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়ে গেছে। অনেকেই মনে করছেন ঈশানের এমন সিদ্ধান্তে ভারতীয় দলের টেস্ট দলে দরজা বন্ধই থাকতে পারে।

ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস গড়ে প্রথম তিনে আসছেন চিরাগ-সাত্ত্বিকসাইরাজ জুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্দোনেশিয়ায় ইতিহাস তৈরি করলেন ভারতীয় তারকা শাটলার জুটি চিরাগ শেট্টি ও সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি। ইন্দোনেশিয়ান ওপনে পুরুষদের ডাবলস খেতাব জিতলেন তাঁরা। হারিয়েছেন আবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জুটিকেই। মালয়েশিয়ার অ্যারন চিয়া, উই ইয়ক শো জুটিকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দেন চিরাগ-সাত্ত্বিকরা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল অ্যারন-ইয়ক জুটি ২০২২ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের মেনস ডাবলসে সোনা জেতে। এর আগে আটবার কখনোই মালয়েশিয়ার এই জুটিকে তাঁরা হারাতে পারেননি ভারতীয় জুটি। এককথায় অসাধ্যসাধন করেই নতুন করে ইতিহাস লিখলেন ভারতীয় এই জুটি। ভারতের প্রথম জুটি হিসাবে সুপার ১০০০ ব্যাডমিন্টন খেতাব জয় চিরাগ-সাত্ত্বিকের। এই খেতাব এতদিন কোনো ভারতীয় পুরুষ জুটির ছিল না। খেলার ফল ২১-১৭, ২১-১৮। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে থাইল্যান্ড ওপেন জিতেছিলেন সাত্ত্বিক এবং চিরাগ। সেই টুর্নামেন্ট জিতেও ইতিহাস গড়েছিলেন তাঁরা। প্রথম ভারতীয় জুটি হিসাবে সুপার ৫০০ খেতাব জয়ের নজির গড়েছিলেন। ২০২২ থেকেই স্বপ্নের মতো কাটছে এই জুটির। তৈরি করছেন একের পর এক ইতিহাস। কমনওয়েলথ গেমসে ২০২২ সালে প্রথম ভারতীয় জুটি হিসাবে পুরুষদের ডাবলসে সোনা জিতেছিলেন সাত্ত্বিক এবং চিরাগ। ২০২২ সালের থমাস কাপে দুর্দান্ত লড়াই করে ঐতিহাসিক সোনা জিতেছিল ভারত। যা ভারতের প্রথম থমাস কাপ জয়। গত বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তাঁরা। যা 'ওয়ার্ল্ড ট্যুর'এ ভারতীয় তারকা জুটির চতুর্থ খেতাব ছিল। ২০২২ সালেই সুপার ৭৫০ ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতেছিল সাত্ত্বিক এবং চিরাগ জুটি। সেটাও ছিল ভারতীয় জুটির মধ্যে প্রথম। এবার ইন্দোনেশিয়ান ওপেনে জিতল ভারতীয় এই জুটি। সাত্ত্বিক-চিরাগ টুর্নামেন্ট শুরু করেন ডাবলসে সপ্তম বাছাই হিসাবে। যদিও এই মুহূর্তে তাঁদের বিশ্বর‍্যাঙ্কিং ছয়। তবে ইন্দোনেশিয়া ওপনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারানোর এক লাফে প্রথম তিনে ঢুকতে চলেছেন ভারতীয় এই জুটি। আর তা ঘোষণা হলে তৈরি হবে আরো এক ইতিহাস। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, থমাস কাপ, কমনওয়েলথ গেমস এবং বিডব্লিউএফ ট্যুরের সুপার ১০০ থেকে ১০০০ অবধি লেভেলের পদক তাঁদের মুঠোয় এসেছে। চলতি বছরেই ভারতের এই জুটি ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল। এখন লক্ষ্য একটাই, অলিম্পিকে এই জুটির পদক আনা। এই নিয়ে পুলেল্লা গোপীচাঁদ বলেছেন, 'এটা অবশ্যই অলিম্পিকের জন্য যোগ্যতার দিক থেকে একটা বিশাল জয়। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এখানে সমস্ত শীর্ষ খেলোয়াড়দের হারিয়ে এই জয় এসেছে। এটা শুধু জয়ের বিষয় নয়, তারা যেভাবে জিতেছে, তাতে আত্মবিশ্বাসও বাড়বে অনেকটা।'

ফেরান্দোর মাথার ওপর হাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : জুয়ান ফেরান্দো কোচ হিসাবে সাফল্য এনে দিয়েছিলেন মোহনবাগানকে। নতুন মরসুমেও তিনিই বহাল রয়েছেন। চলতি সপ্তাহেই জুয়ান ফেরান্দোর সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি করেছে মোহনবাগান। এরওপর আচমকাই অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসকে তাঁর মাথার ওপর বসিয়ে দিলেন মোহনবাগান সুপারজায়ান্টসের ম্যানেজমেন্ট। লক্ষ্য একটাই, আরও উন্নতি। আর সে কারণেই কোচ ফেরান্দো থাকলেও, টিডি করে নিয়ে আসা হচ্ছে এটিকে জমানার অন্যতম সফল কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসকে। ২০২১-এর ডিসেম্বরে হাবাসের পরিবর্তেই সবুজ মেরুনে যোগ দেন ফেরান্দো। তিনি মরসুমের মাঝপথেই এফসি গোয়া থেকে মোহনবাগানে যোগ দেন। এরপর দলকে সাফল্যও এনে দিয়েছেন এই স্প্যানিশ কোচ। তবু তাঁর মাথার ওপর আবার ফের হাবাসকে কেন আনা হল? তা নিয়েই কৌতূহল এখন সবুজ মেরুন সমর্থকদের।

কলকাতালিগে খেলবে মোহনবাগানের যুবরা, চাপ নিতে তৈরি সুমিত রাঠিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএল ট্রফি ঢুকেছে মোহনবাগানের ঘরে ঠিকই, তবে অনেকদিন ট্রফি ঢোকেনি কলকাতা লিগের। আইএফএ'র সঙ্গে মতবিরোধের জেরে কয়েক বছর কলকাতা লিগে দলই নামাননি সবুজ-মেরুন কর্তারা। এবার অবশ্য কলকাতা লিগে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তবে খেলবে যুব দল। যে দলকে মোহনবাগান তৈরি রাখবে সিনিয়র দলের সাপ্লাই লাইন হিসাবেই। এই প্রথম কলকাতা লিগে অনূর্ধ্ব ২৩ দল নিয়ে খেলবে মোহনবাগান। যার দায়িত্বে রয়েছেন বাস্তব রায়। কলকাতা লিগে নিজেদের সেরাটা দিতেই তৈরি হচ্ছেন সুমিত রাঠি, ফারদিন আলি মোল্লারা। ভারতের অনূর্ধ্ব ২০ দল ইন্ডিয়ান অ্যারোজ থেকে ৭ জনকে নিয়েছে সবুজ মেরুন। এই ৭ ফুটবলার হলেন সুহেল আহমেদ ভাট, রাজ বাসফোর, ব্রিজেশ গিরিশ, টাইসন সিং, আমনদীপ, জাহিদ বুখারি ও শিবাজিৎ সিং। জার্মানির সেরা দল বায়ার্ন মিউনিখের যুব দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাওয়া শুভ পালও এবার মোহনবাগানে যোগ দিয়েছেন। সুমিত রাঠি বেশ আত্মবিশ্বাসী কলকাতা লিগ নিয়ে। তিনি বলেন, 'সিনিয়র দলে আমি এখনও নিয়মিত নই। ম্যাচ খেলার সুযোগ কমই পেয়েছি। আরও বেশি জায়গা পোক্ত করতে কলকাতা লিগকেই বেছে নিয়েছি। নিজের সেরাটা দিতে চাই। যাতে সিনিয়র দলের কোচ আমার ওপর আস্থা রাখতে পারে। এটা আমাদের মতো তরুণ ফুটবলারদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সব দলেই অনেক সিনিয়র ফুটবলার খেলবে। যুব দল হিসাবে তাদের রুখে দেওয়াটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জেরই। সব ম্যাচ জেতাই আমাদের লক্ষ্য।' কাশ্মীরের ছেলে সুহেল আমেদ ভাট এবার কলকাতায় খেলবেন। সুহেল বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই মোহনবাগানের খেলা দেখে স্বপ্ন দেখতাম সবুজ মেরুন জার্সি পরে খেলব। আমার প্রথম লক্ষ্য মোহনবাগানে দারুণ খেলে নিজের প্রতিষ্ঠা পাওয়া। কলকাতা লিগে আমায় ভাল খেলতেই হবে।' সিনিয়র দলে খেলা আর এক ফুটবলার ফারদিন আলি মোল্লা বলেন, 'এএফসি কাপে গতবার গোল পেয়েছি। কিন্তু এখনও সিনিয়র দলে নিয়মিত ফুটবলার হয়ে উঠতে পারিনি। কলকাতা লিগে এর আগে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। দু'বছরে ১৬ টা গোলও করেছি। এবার খেলব প্রিমিয়ার লিগে। ফলে চ্যালেঞ্জটা অন্যরকম।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com